বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শুক্রবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-১০ ॥ ২৫ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১২ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ২৬ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বাবার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন আসিফ মাহমুদ

স্টাফ রিপোর্টার : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বাবার ঠিকাদারি লাইসেন্স করা নিয়ে সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়েরের ফেসবুক পোস্টের জেরে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছে বিভিন্ন মহলে। বিষয়টি নিয়ে এবার মুখ খুলেছেন উপদেষ্টা আসিফ।

তুরস্ক ও আমিরাত সফরে প্রধান বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার : তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক দুটি আয়োজনে যোগ দিতে রওনা হয়েছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে তুরস্কের ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন তিনি।

গেজেট হওয়ার পর নির্ধারণ হবে ইশরাকের মেয়র পদের মেয়াদ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ইশরাক হোসেন বলেছেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র পদে তার মেয়াদ কতদিন হবে তা গেজেট হওয়ার পর আইনজীবী প্যানেলের সঙ্গে বসে নির্ধারণ করবেন।

বিশ্বের শীর্ষ উৎপাদনকারী দেশগুলোর একটি হতে চায় বাংলাদেশ : প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ উৎপাদনকারী দেশগুলোর একটি হতে চায় বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, বর্তমানে সরকার এ অঞ্চলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিনিয়োগ পরিবেশ গড়ে তুলেছে বাংলাদেশে। অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশকে একটি উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রে রূপান্তরের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) কাতারের রাজধানী দোহায় কয়েকজন খ্যাতনামা বিদেশি বিনিয়োগকারীর সঙ্গে বৈঠকে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, বাংলাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অংশ নেন মালদ্বীপের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী, মালয়েশিয়ার রাজপরিবারের এক সদস্য, মালয়েশিয়ার সাবেক এক মন্ত্রী, কাতারের রাজপরিবারের সদস্য, শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকার ও বেশ কয়েকজন ধনাঢ্য প্রবাসী বাংলাদেশি। বৈঠকে বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশকে একটি উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রে রূপান্তরের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। সরকার সব ধরনের বিদেশি বিনিয়োগ স্বাগত জানায়। বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের উৎপাদন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি, ব্যাংকিং এবং পর্যটন খাতে- বিশেষ ২-এর পাতায় দেখুন

আইসিটির দুর্নীতি তদন্ত ও শ্বেতপত্র প্রণয়নে টাস্কফোর্স

স্টাফ রিপোর্টার : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতের বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে এবং শ্বেতপত্র প্রণয়নে টাস্কফোর্স গঠন করেছে সরকার। টাস্কফোর্সের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. নিয়াজ আসাদুল্লাহকে। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, গত ১৭ এপ্রিল টাস্কফোর্স গঠনের গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক ড. নিয়াজ আসাদুল্লাহ নেতৃত্বাধীন এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে আছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ মুস্তাফা হোসেন, আইন বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার আফজাল জামি সৈয়দ আলী, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মাহমুদ সালাম মারুফ, সাংবাদিক মো. শরিয়ত উল্যাহ। এ ছাড়া প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে রয়েছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ আসিফ শাহরিয়ার সুস্মিত। টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, আইসিটি খাতে অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনার তদন্ত এবং আইসিটি শ্বেতপত্র প্রকাশের নিমিত্তে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন ২-এর পাতায় দেখুন

উত্তেজনার মধ্যেই মিসাইল ধ্বংসের পরীক্ষা চালাল ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জম্মু-কাশ্মিরের পেহেলগামে ২৬ জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এতে করে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) মিসাইল ধ্বংসের পরীক্ষা চালিয়েছে ভারতীয় নৌবাহিনী। নয়াদিল্লির অভিযোগ, এ হামলায় পরোক্ষভাবে পাকিস্তান জড়িত। এমন অভিযোগ তুলে বুধবার (২৩ এপ্রিল) পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু নদের পানি চুক্তি স্থগিত, পাকিস্তানিদের জন্য বিশেষ ভিসা সুবিধা বাতিল ও ভারতে অবস্থিত পাকিস্তানের দূতাবাস থেকে পাক সামরিক উপদেষ্টাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া দুই দেশের মধ্যকার প্রধান বর্ডার ক্রসিংটিও বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সের ২-এর পাতায় দেখুন

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য স্থগিত

পাকিস্তানের আকাশসীমায় ঢুকতে পারবে না ভারতীয় প্লেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ভারত এই হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে কড়া প্রতিক্রিয়া জানায়। পাকিস্তানও পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বাণিজ্য স্থগিত, কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং আকাশসীমা বন্ধসহ একাধিক কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের নেতৃত্বে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির (এনএসসি) এক জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়। বৈঠকে সেনাবাহিনী প্রধানসহ দেশের শীর্ষ নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন। খবর ডনের পাকিস্তান ২-এর পাতায় দেখুন

আগামী সপ্তাহ থেকে ফের বাড়তে পারে বৃষ্টি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের দুই বিভাগ এবং ছয় জেলার ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বইছে। একই সঙ্গে দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে হালকা বৃষ্টিও হচ্ছে। আগামী রবি বা সোমবার থেকে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা ফের বেড়ে তাপপ্রবাহ দূর হতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগসহ মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলার ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। বুধবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল যশোরে। ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে ২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দিকে তাকিয়ে থাকবে না: সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেছেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংস্কার প্রস্তাবের দিকে তাকিয়ে থাকবে না নির্বাচন কমিশন (ইসি)। নিজেদের ক্ষমতার মধ্যে যা যা আছে তা নিয়ে ভোটের প্রস্তুতি নেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন সিইসি। তিনি বলেন, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আশা করে অস্ট্রেলিয়া। এ বিষয়ে বাংলাদেশকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার সুসান রাইলি। নির্বাচনকেন্দ্রীক যেকোনো ধরনের সহায়তায় তারা আগ্রহী। ভোটার তালিকা হালনাগাদসহ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের নিয়েও আলোচনার কথা জানান সিইসি। সিইসি বলেন, রাজনৈতিক বিষয়ে উদ্যোগ নেবে ঐকমত্য কমিশন। সে নিয়ে কথা বলতে চায় না ইসি। তবে ভোটের প্রস্তুতিতে নির্বাচনের আগে যা যা করা দরকার নিজেদের ক্ষমতাবলে সেসব কাজ সম্পন্ন করছে ইসি। তিনি বলেন, নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের কেনাকাটার কাজ শুরু হয়েছে। এ ছাড়া সীমানা নির্ধারণে ২-এর পাতায় দেখুন

চাঁদপুরে গৃহবধূ হত্যায় দেবরের মৃত্যুদণ্ড, শ্বশুর-শাশুড়ির যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরের হাইমচরে গৃহবধূ হত্যায় দেবর রিপন গাজীকে (৪০) মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে শ্বশুর সিরাজুল ইসলাম গাজী ও শাশুড়ি শাহানারা বেগমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আমিরুল ইসলাম এ রায় দেন। হত্যার শিকার গৃহবধূ ফাতেমা (২৫) প্রবাসী ফারুক গাজীর স্ত্রী। তিনি নারায়ণগঞ্জের গোরাকান্দাইল এলাকার মৃত জামাল উদ্দিন খানের মেয়ে। মামলার এজাহার থেকে ২-এর পাতায় দেখুন

কাশ্মীরে হামলা

চরম উত্তেজনা, যুদ্ধে জড়াচ্ছে কি ভারত-পাকিস্তান?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলা ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে। পাল্টাপাল্টি অভিযোগ আর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে দীর্ঘদিন পর চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে দুদেশের বৈরীতা। এরই মধ্যে সিন্ধু নদীর পানি বণ্টন চুক্তি স্থগিত এবং উভয় দেশের মধ্যকার প্রধান স্থল সীমান্ত বন্ধের পাশাপাশি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ভারত। অন্যদিকে ভারতের এসব কর্মকাণ্ডকে 'শিশুসুলভ' আখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি দেশটির কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়ার জবাব দিতে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির (এনএসসি) জরুরি বৈঠক ডেকেছে পাকিস্তান। এমন পরিস্থিতি চির শত্রুভাবাপন্ন দুই দেশের মধ্যে আরও একবার যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন অনেকে। যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেখানে একদিকে বড় দুই যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যস্ত বিশ্ব, অন্যদিকে চরম বাণিজ্যযুদ্ধের মুখোমুখি যুক্তরাষ্ট্র-চীন ও অবশিষ্ট বিশ্ব, সেখানে ভারত-পাকিস্তান সশস্ত্র যুদ্ধের বাস্তবতা কতটুকু, তা নিয়ে রয়ে গেছে প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) দক্ষিণ কাশ্মীরের জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা পাহালগামে ভয়াবহ এক সন্ত্রাসী হামলা ঘটে গেছে, যেখানে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৬ পর্যটক। এছাড়া, আহত হয়েছেন আরও ১৭ জন। নিহতদের মধ্যে একজন সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং একজন নেপালের নাগরিক ছিলেন। এছাড়া দুইজন স্থানীয় বাসিন্দাও রয়েছেন। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র তাৎক্ষণিকভাবে সৌদি সফর সংক্ষিপ্ত করে ভারতে ফেরেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার (২৩ এপ্রিল) ভোরে বিমানবন্দরে পা রেখেই ঘোষণা দেন, কাশ্মীরে বন্দুক হামলায় জড়িত কোনো ব্যক্তিকে রেহাই দেওয়া হবে না। ওইদিনই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন মোদি। নিরাপত্তা কমিটির ওই বৈঠকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বড় পাঁচটি সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত হলো সিন্ধু পানিচুক্তি স্থগিত করা। পাকিস্তানের বহু এলাকার কৃষিকাজ এবং পানীয় জলের উৎস হচ্ছে সিন্ধু অববাহিকার নদীগুলোর্‌বিশেষ করে ঝিলম, চেনাব, রবি, বিয়াস ও সাতলুজ। পাকিস্তানের জন্য বড় এক ধাক্কা হিসেবেই দেখা হচ্ছে এ সিদ্ধান্তকে। এছাড়া, দুদেশের মধ্যকার প্রধান স্থল সীমান্ত আটারি-ওয়াঘা চেকপোস্টও অনির্দিষ্টকালের ২-এর পাতায় দেখুন

পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে বাংলাদেশে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক

স্টাফ রিপোর্টার : পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল থেকে শনিবার ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত শোক পালন করা হবে। গত বুধবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে একথা জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ক্যাথলিক চার্চের প্রধান এবং ভ্যাটিকান সিটি স্টেটের রাষ্ট্রপ্রধান হিজ হলিনেস পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে গতকাল বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল থেকে শনিবার ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত ৩ দিন রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন করা হবে। এতে আরও বলা হয়, এ উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে ৩ দিন বাংলাদেশের সব সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ২-এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার রানা প্লাজার ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রানা প্লাজার সামনে, রানা প্লাজার এতিম সন্তান,নিহত পরিবার, আহত শ্রমিক এবং জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন ও জাতীয় দোকান ও রিটেইল কর্মচারী ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পলাতক, লুটেরাদের নির্লজ্জ জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলায় প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে, যার এক কান কাটা সে লজ্জায় কাটা কান ঢেকে হাঁটে। কিন্তু যার দুই কান কাটা সে কোনো কানই ঢাকে না। তার লজ্জাশরমের বালাই থাকে না। পতিত আওয়ামী লীগের কিছু পলাতক, কিছু লুটেরাকে এখন মনে হচ্ছে দুই কান কাটা। তাদের লজ্জা বলে কিছু নেই। তাদের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। অতীত বেহায়াপনার জন্য এরা মোটেও অনুতপ্ত নন। ৫ আগস্টে গণ অভ্যুত্থানের পর এরা প্রায় সবাই বিদেশে পালিয়ে গেছে। বিদেশে পালিয়ে এরা কোনো কষ্টের জীবনে নেই। বরং ১৫ বছর ধরে এরা যে লুটতন্ত্র কায়েম করেছিল, সেই লুটের টাকায় বিলাসী জীবনযাপন করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিলাসী জীবনের প্রতিযোগিতাও হচ্ছে। লাজ লজ্জাহীনভাবে তারা উৎসব করছে। এসব পলাতক নেতা শুধু রাজনীতির জন্যই কলঙ্ক নয়, ২-এর পাতায় দেখুন

গাজায় অব্যাহত ইসরায়েলি হামলায় প্রাণহানি ছাড়াল ৫১ হাজার ৩০০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চলছেই। প্রতিদিনই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা; দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে লাশের মিছিল। নিরাপদ বলে আর কোনো স্থান বাকি নেই অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে। সবশেষ ২৪ ঘণ্টার হামলায় কমপক্ষে আরও ৪৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে করে অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে নিহতের মোট সংখ্যা ৫১ হাজার ৩০০ ছাড়িয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েলের সবশেষ ২৪ ঘণ্টার হামলায় আহত হয়েছেন আরও শতাধিক ফিলিস্তিনি। এ ছাড়া গত ১৮ মার্চ গাজায় নতুন করে ইসরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৯০০ ফিলিস্তিনি। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের গণহত্যামূলক আগ্রাসনে ভূখণ্ডটিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫১ হাজার ৩০৫ জনে পৌঁছেছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি আক্রমণে আহত হওয়া আরও ১০৫ জনকে ২-এর পাতায় দেখুন

শিগগিরই ঢাকার চার পয়েন্টে 'পেলিক্যান ক্রসিং' সিগন্যাল

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. সরওয়ার বলেছেন, শিগগিরই ঢাকার চারটি পয়েন্টে 'পেলিক্যান ক্রসিং' (পথচারী পারাপারে ট্রাফিক সিগন্যাল সিস্টেম) লাইট চালু করা হবে। তিনি বলেন, এ পয়েন্টগুলো হলো ফার্মগেট, সোনারগাঁও ক্রসিং, বাংলামোটর এবং শেরাটন ক্রসিং। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) মিরপুর-২ এ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের বিপরীতে মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সামনে অবস্থিত 'ডিআরএসপির আওতায় নিরাপদ পথচারী পারাপারে পাইলট প্রকল্প পরিদর্শন' শেষে তিনি এসব বলেন। ২-এর পাতায় দেখুন

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

দেশে আরও ৩০ লাখ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ধীরগতির কারণে বাংলাদেশে চলতি বছর নতুন করে ৩০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যের কবলে পড়তে পারে। আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য সীমা ব্যবহার করে বিশ্বব্যাংক এই পূর্বাভাস দিয়েছে। 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট' বুধবার (২৩ এপ্রিল) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের হিসেবে কোনো মানুষের দৈনিক আয় ২ দশমিক ১৫ ডলারের কম হলে তাকে হত দরিদ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২২ সালে বাংলাদেশে এ হার ছিল ৫ শতাংশ। ২০২৫ সালে হতদরিদ্রের হার ৯ দশমিক ৩ শতাংশে উন্নীত হতে পারে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংক জাতীয়ভাবে হিসাব করা দারিদ্র্যের হার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছে। ২০২২ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। চলতি বছরে তা বেড়ে ২২ দশমিক ৯ শতাংশ হতে পারে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, অর্থনৈতিক ধীর গতির কারণে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর ওপর বেশি প্রভাব পড়তে পারে। এছাড়া শ্রম বাজার পরিস্থিতি চলতি বছর দুর্বল থাকতে পারে। এর আগে বিশ্বব্যাংকের দ্বি-বার্ষিক ২-এর পাতায় দেখুন

হ্যাকারের টার্গেটে ৩০০ কোটি জি-মেইল অ্যাকাউন্ট

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যক্তিগত কিংবা অফিসিয়াল কাজে মেইল ব্যবহার করছেন সবাই। অনেকেই অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া বা মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম থেকে মেইলকে বেশি নিরাপদ মনে করেন। তবে এবার হ্যাকারদের নিশানায় জি-মেইল। স্প্যাম থেকে ভাইরাস হামলার মতো নানা বিপদ সব সময়ই অস্থির করে রাখে ব্যবহারকারীদের। এবার জানা গেল ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ৩০০ কোটি জি-মেইল অ্যাকাউন্ট। এর পেছনে আছে 'ফিজিং স্ক্যাম'। গুগল এই ঝুঁকির কথা স্বীকারও করে নিয়েছে। সুতরাং জি-মেইল অ্যাকাউন্ট যারা ব্যবহার করেন, তারা সতর্ক না থাকলেই বড় বিপদ ২-এর পাতায় দেখুন

কমিশনের লক্ষ্য গ্রহণযোগ্য জাতীয় সনদ তৈরি করা: আলী রীয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ বলেছেন, কমিশনের লক্ষ্য হলো সবার মত নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় সনদ তৈরি করা। যার মধ্য দিয়ে আগামীর বাংলাদেশের পথরেখা নির্মাণ করা হবে। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) সংসদ ভবনে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আ-আম জনতা পার্টির ২-এর পাতায় দেখুন

মার্চে সড়ক দুর্ঘটনায় ৬১২ জন নিহত, আহত ১২৪৬

স্টাফ রিপোর্টার : মার্চ মাসে সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ৬১২ জন নিহত ও ১২৪৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) সংগঠনটির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। একই সময় রেলপথে ৪০টি দুর্ঘটনায় ৩৪ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হয়েছেন। নৌপথে ৮টি দুর্ঘটনায় ১৮ জন নিহত ও ১ জন আহত হয়েছেন। সড়ক, রেল ও নৌপথে মোট ৬৪১টি দুর্ঘটনায় ৬৬৪ জন নিহত এবং ১২৫৩ জন আহত হয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ সময়ে ২২৭টি ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শুক্রবার ॥ ২৫ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১২ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

রানা প্লাজা ধসের এক যুগ

শ্রমিক হত্যার বিচার অন্ধকারে

স্টাফ রিপোর্টার : ১২ বছর আগে ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকার সাভারের রানা প্লাজায় ঘটে দেশের ইতিহাসের এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। আটতলা ভবনে অবৈধভাবে স্থাপন করা কারখানাটি ধসে পড়ে নিহত হন এক হাজার ১৩৪ জন। আহত হন আরও দুই হাজারের বেশি। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে দুই হাজার ৪৩৮ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। তাদের সবাই পোশাক শ্রমিক। হৃদয়বিদারক এ ঘটনা শুধু দেশ নয়, নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা বিশ্বকে। আদালত সূত্র বলছে, ভবন ধসে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় ওই সময় মোট চারটি মামলা হয়। এর মধ্যে অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগে হত্যা মামলা করে পুলিশ এবং আইন না মেনে ভবন নির্মাণ করায় আরও একটি মামলা করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। এর মধ্যে হত্যা মামলাটির বিচার আটকে আছে সাক্ষ্যগ্রহণের জালে এবং ইমারত আইনের মামলার বিচারে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় অভিযোগ গঠনের নয় বছরেও শুরু হয়নি সাক্ষ্যগ্রহণ। অন্যদিকে, ভবন নির্মাণে দুর্নীতি ও সম্পদের তথ্য গোপন করায় দুটি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এর মধ্যে কেবল দুদকের দায়ের করা সম্পদের তথ্য গোপনের মামলাটি নিষ্পত্তি হয়েছে। এর বাইরে ভবন নির্মাণে দুর্নীতির মামলাটির বিচারিক কার্যক্রম চলমান। আসামিপক্ষ বলছে, দুই মামলায় বিচার শেষ না হওয়ায় বিচারহীনভাবে কারাগারে আটক রয়েছেন ভবন মালিক সোহেন রানা। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষ বলছে, মামলার অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আসামিরা উচ্চ আদালতে যাওয়ায় সাক্ষ্য শুরু হতে কয়েক বছর চলে যায়। দ্রুত মামলা দুইটি নিষ্পত্তি করা হবে বলেও প্রত্যাশা রাষ্ট্রপক্ষের। এদিকে এসব মামলায় আসামিদের মধ্যে ভবন মালিক সোহেল রানা কারাগারে থাকলেও বাকিরা জামিনে মুক্ত কিংবা পলাতক। সাক্ষ্যগ্রহণেই আটকা পোশাক শ্রমিক হত্যা মামলা ভবন ধসে শ্রমিক নিহতের ঘটনার দিন সাভার থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ওয়ালী আশরাফ ভবন নির্মাণে অবহেলা ও ক্রুটিজনিত হত্যা মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে ২০১৫ সালের ২৬ এপ্রিল সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার বিজয়কৃষ্ণ কর ভবন মালিক সোহেল রানাসহ ৪১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলায় সাক্ষী করা হয় ৫৯৪ জনকে। ২০১৬ সালের ১৮ জুলাই ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ এস এম কুদ্দুস জামান আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। এরপর ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি সাক্ষ্যগ্রহণের মাধ্যমে বিচার শুরু হয়। মামলার ৪১ আসামির মধ্যে ভবন মালিক সোহেল রানার বাবা আব্দুল খালেক, অন্য আসামি আবু বক্কর সিদ্দিক ও আবুল হোসেন মারা গেছেন। তিনজনকে বাদ দিয়ে হত্যা মামলায় এখন আসামির সংখ্যা ৩৮ জন। এসব আসামির মধ্যে কেবল সোহেল রানা কারাগারে। বাকিরা জামিনে।ছয় বছর ৭-এর পাতায় দেখুন

অপরিকল্পিত নগরী সাভার দুর্ঘটনার তীব্র ঝুঁকি

সাভার প্রতিনিধি : জীবিকার তাগিদে প্রতিদিনই গ্রাম থেকে শহরে ছুটে আসছেন লোকজন। ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চাকরি, ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা বেশি থাকায় ঢাকা ও এর আশপাশ এলাকায় আসার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। ফলে এসব অঞ্চলে গড়ে উঠছে অপরিকল্পিত নগরী। ঢাকা থেকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থান সাভারের। সেখানে নিয়ম না মেনে একের পর এক বহুতল ভবন, কলকারখানা নির্মাণ হচ্ছে। এখনই এসব রোধে ব্যবস্থা না নিলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। সাভার পৌর কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী, সর্বোচ্চ সাত তলা ভবন নির্মাণ করা যাবে সাভারে। সাভারে ইমারত নির্মাণ লে-আউট পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত সাভার পৌরসভা ৭,৬৯৮টি ভবনের অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে শিল্পকারখানাও আছে। কিন্তু অনুমোদন নেই এমন ভবনের সংখ্যা জানা নেই কর্তৃপক্ষের। অন্যদিকে, বহুতল ভবনের অনুমোদন দেয় রাজউক। ২০০৬ সালে রাজউকের এক জরিপ অনুযায়ী, সাভারে অবকাঠামো ছিল ১ লাখ ৪৯ হাজার ১০টি। পরে ২০১৬ সালের আরেক জরিপে দেখা যায়, অবকাঠামো দ্বিগুণের বেশি বেড়ে হয়েছে ৩ লাখ ১ হাজার ৬৫৩টি। গত নয় বছরে অবকাঠামো আরও বেড়েছে। এদিকে, সাভারের বিভিন্ন এলাকায় বের হলেই ৬ তলা থেকে ১০ তলা ভবন চোখে পড়ে। এমনকি আবাসন প্রতিষ্ঠানগুলোও এমন ৭-এর পাতায় দেখুন

শিগগিরই সব সরকারি ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা

কক্সবাজার প্রতিনিধি : শিগগিরই সব সরকারি ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) কক্সবাজারের বাকখালী নদীর তীরে পৌরসভার ময়লার ভাগাড় পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে পরিবেশ উপদেষ্টা একথা বলেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহণ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান বলেন, বিভিন্ন সংস্থার জন্য বরাদ্দকৃত কক্সবাজারের প্রায় ১২ হাজার একর বনভূমি বন বিভাগের কাছে ফেরত দেওয়া হচ্ছে। কক্সবাজারের নদী, বনভূমি ও সি-বিচ দখল ও দূষণমুক্ত করা হবে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় (ইসিএ) অনুমতি ছাড়া কোনো কিছু নির্মাণ করা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, বন বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া কোনো সরকারি বা বেসরকারি নির্মাণ বিবেচনায় নেওয়া হবে না। তিনি বলেন, বিধি লঙ্ঘিত হলে তা আইনিভাবে মোকাবিলা করা হবে। সি-বিচ দখল ও দূষণের লাগাম এখনই না টানলে, এটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিতে পরিণত হবে। বর্তমান সরকারের সীমিত সময় বিবেচনায় আমরা কয়েকটি কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করছি। রিজওয়ানা বলেন, কক্সবাজারের ৭০০ একর বনভূমি ইতোমধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে। ব্যক্তি মালিকানায় নেওয়া ও ফুটবল একাডেমির জন্য বরাদ্দ জমি ফেরত আনা হচ্ছে। সোনাদিয়া দ্বীপে বেজার জন্য বরাদ্দকৃত জমিও বন বিভাগের আওতায় ফেরত আনার প্রক্রিয়া চলছে।

৬ জেলার ওপর মৃদু তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের দুই বিভাগসহ ছয় জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মৃদু তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। এছাড়া ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার আবহাওয়া অধিদফতর এসব তথ্য জানিছে। আবহাওয়া অফিস জানায়, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুদ্ধ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজশাহী ৭-এর পাতায় দেখুন

অন্তর্বর্তী সরকারকে অকার্যকর প্রমাণের চক্রান্ত চলছে : রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ নেতাদের নতুন জামাই আদরে আদালতে হাজির করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি। রিজভী বলেন, দীর্ঘ রক্তঝরা আন্দোলনের অব্যবহিত পর থেকে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির প্রত্যাশার প্রতিফলন খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি থাকলেও গণতন্ত্রের মজবুত কাঠামো তৈরির ৭-এর পাতায় দেখুন

কাজী নাবিল ও তার পরিবারের ৩৬২ একর জমি-বাড়ি-বিনিয়োগ জব্দের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : জেমকন গ্রুপের মালিকদের একজন ও যশোর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ, তার পরিবারের সদস্য ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে থাকা ৩৬২ দশমিক ৪৩ একর জমি, ঢাকায় থাকা সাতটি ফ্ল্যাট ও জমিসহ কয়েকটি বাড়ি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিতে তার ভাই কাজী আনিস আহমেদের বিপুল অর্থের বিনিয়োগ অবরুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুর্নীতি দমন কমিশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিব। দুদকের অনুসন্ধান চলমান থাকায় এসব সম্পদ জব্দ ও অবরুদ্ধের আদেশ চেয়ে আবেদন করেন সংস্থাটির উপ-পরিচালক রেজাউল করিম। এসব সম্পত্তির মধ্যে কাজী নাবিল আহমেদের নামে রয়েছে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ায় ৩৪ দশমিক ৬৩ একর জমি, একই ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে অপার সম্ভাবনা রয়েছে বিদেশি বিনিয়োগের: বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বিদেশি বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনাকে তুলে ধরে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) সকালে রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (ইসিফোরজে) প্রকল্পের আওতায় মিট বাংলাদেশ এক্সপোজিশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশের সিনিয়র অপারেশন অফিসার অ্যান্ড অ্যাক্টিং কান্ট্রি ডিরেক্টর সোহাইল কাসিম ও বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শামীম আহমেদ বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র প্রাইভেট সেক্টর স্পেশালিস্ট হোসনা ফেরদৌস সুমি বক্তব্য রাখেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) ও ইসিফোরজে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. আব্দুর রহিম খান সমাপনী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এই প্রজেক্টের উপ-প্রকল্প পরিচালক শেখ মো. আব্দুর ৭-এর পাতায় দেখুন

এক সপ্তাহ নৌ পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ৩২৩

স্টাফ রিপোর্টার : গত এক সপ্তাহ নৌ পুলিশের চলমান বিভিন্ন অভিযানে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ জাল, মাছ ও মাছের পোনা উদ্ধারসহ ৩২৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে নৌ পুলিশ সদর দফতর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও নৌ পথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নৌ পুলিশ দেশব্যাপী বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করছে গত সাত দিন মোট ২ কোটি ৯৬ লাখ ২১ হাজার ৪৭৫ মিটার অবৈধ জাল, ৯ হাজার ১৪৯ কেজি মাছ, ২০ হাজার পিস গলদা চিংড়ি, ২০০ কেজি জেলিযুক্ত চিংড়ি মাছ জব্দ করা হয়। এসময় নদী থেকে ১৮১টি ঝোপঝাড় ধ্বংস করা হয়। এছাড়া নৌ পুলিশের এই অভিযানে বৈধ কাগজপত্র না পাওয়ায় ১১৫টি বাল্কহেডের বিরুদ্ধে নৌ আদালতে প্রসিকিউশন দায়ের করা হয় এবং দুইটি ড্রেজার জব্দ করা হয়। এতে আরও জানানো হয়, ৭-এর পাতায় দেখুন

হারুনের ফ্ল্যাট ও প্লট জব্দের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বহুল আলোচিত পুলিশ কর্মকর্তা সাবেক ডিবিপ্রধান হারুন অর রশিদের নামে রাজধানীর উত্তরায় থাকা একটি ফ্ল্যাট ও মোট ১৮ কাঠার তিনটি প্লট জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিব দুদকের আবেদন মঞ্জুর করে এ আদেশ দেন। দুদকের আবেদন সূত্রে জানা যায়, হারুনের নামে থাকা পৃথক তিনটি প্লট রাজধানীর উত্তরায় অবস্থিত। এ ছাড়াও জব্দের আদেশ দেওয়া ১৫৭০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটটিও উত্তরার ১০ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত। এদিন হারুনের এসব সম্পদ জব্দের আবেদন করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপপরিচালক মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। আবেদনে বলা হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির মাধ্যমে সাবেক ডিবিপ্রধান ৭-এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে গ্রাহকদের টাকা ফেরত পাওয়ার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করে ভুক্তভোগী গ্রাহক ও তাদের পরিবার।

রাজধানীতে ছাদ থেকে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ভাটারায় বহুতল ভবনের ছাদ থেকে পড়ে সিয়াম আযম (২০) নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ভাটারা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সৌমিক ইসলাম হৃদয় এ তথ্য জানান। দিনাজপুর সদর উপজেলার উপশহর শেখপুরার আব্দুল মান্নাফের ছেলে সিয়াম। দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন ছোট। সয়াম আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশে (এআইইউবি) বিবিএ প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। মৃতের বড় ভাইয়ের বন্ধু আব্দুর রাকিব স্বজনদের বরাত দিয়ে জানান, এআইইউবিতে বিবিএ প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল সিয়াম। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার জে-ব্লক ৩-নম্বর রোডের ওই সাত তলা ভবনে কয়েক বন্ধুর সঙ্গে ভাড়া থাকতো। গত বুধবার রাত ৭-এর পাতায় দেখুন

ডিসেম্বরের আগে নির্বাচনের একটা রোডম্যাপ দিয়ে দেন: ফারুক

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, এখন জনগণের দাবি ও প্রত্যাশাড় ডিসেম্বরের আগে একটা নির্বাচনের রোডম্যাপ দিয়ে দেন। নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে বলে দেন। আমরা আপনার অধীনে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনে আশাবাদী। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স কাউন্সিল (বিসিআরসি) আয়োজিত 'স্থিতিশীল দেশ বিনির্মাণে চাই দ্রুত জাতীয় নির্বাচন' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, সবাই যখন ড. ইউনূসের কাছে যান তখন তিনি (ড. ইউনূস) বলেন, 'কী সাহস পাই আপনাদের সঙ্গে পেলে'। সেই সম্মান ও সাহস আমরা আপনাকে দিচ্ছি। সেই সাহসকে যদি আপনারা সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা না করে নির্বাচন বিলম্বিত করেন, তাহলে দায়দায়িত্ব আপনার ওপরে পড়বে। নির্বাচন দিয়ে আগে একটা স্থিতিশীল সরকার সংসদে বসতে দেন। তারাই মূল দ্বায়িত্ব পালন করবেড় কোনটা সংস্কার হবে আর কোনটা হবে না। এখন এমন সংস্কার করেন যাতে আমার ভোট পছন্দমতো প্রার্থীকে দিতে পারি। এটাই আমরা চাই। এটাই তারেক রহমান চায়। ফারুক বলেন, আমি ভয় পেয়েছিলাম ৬ তারিখ (৬ আগস্ট) থেকে কী কী যেনও হয়। আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু একটা আওয়ামী লীগের কর্মীর গায়ের ওপর হাত উঠাতে দেন নাই তারেক রহমান। নেতা নির্দেশ দিয়েছে সরকার ৭-এর পাতায় দেখুন

আফতাবনগরে কোরবানির পশুর হাট না বসাতে রিট

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর আফতাবনগরে কোরবানির পশুর হাট বসানোর ইজারা নিয়ে সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট দায়ের করা হয়েছে। রিটে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রধান ভূমি কর্মকর্তারসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ রিট করেন। রিটে ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানি পশুর হাট বসানোর জন্য (আফতাব নগর) গত ২১ এপ্রিল প্রকাশ করা ইজারা বিজ্ঞপ্তি স্থগিত চাওয়া হয়। এর আগে গত ২১ এপ্রিল ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানি পশুর হাট বসানোর জন্য ইজারা বিজ্ঞপ্তি দেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে রাজধানীর ১১টি হাটের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে আফতাবনগরে হাটের অংশ বাতিল চেয়ে রিট ইউনুছ আলী আকন্দ। রিটকারি আইনজীবী এ বিষয়ে জাগো নিউজকে নিশ্চিত করে জানান, হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে আগামী সপ্তাহে এ সংক্রান্ত রিটের শুনানি হতে পারে। তিনি বলেন, আফতাবনগর (ইস্টার্ন হাউজিং), ধানমন্ডি, গুলশানের মতো রাজউক অনুমোদিত একটি পরিকল্পিত আবাসন এলাকা। এখানে বিচারপতিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার হাজার হাজার মানুষ ছোট-বড়সহ বহুতল বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করছে। এই বিশাল আবাসন এলাকায় প্রায় সাত হাজার প্লট বরাদ্দ দেওয়া আছে। এ অবস্থায় ওই এলাকায় পশুর হাট হলে সমগ্র আফতাবনগর এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না। আইনজীবী জানান, স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) ২০০৯ আইনের ধারা ৩ (২) ও প্রথম ৭-এর পাতায় দেখুন

চীন ইস্যুতে ট্রাম্পের নরম সুর ৩ শতাংশ কমলো স্বর্ণের দাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চীনের সঙ্গে চলমান বাণিজ্যযুদ্ধে এবার খানিকটা লাগাম টানার ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দেশটির ওপর আরোপিত শুল্ক উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে মার্কিন ফেডারেল ব্যাংকের প্রধানকে বরখাস্ত করার কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। বিশ্ববাজারে বিদ্যমান উত্তেজনা কিছুটা হলে কমেছে এতে; ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যার প্রভাব। এরই মধ্যে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে ৩ শতাংশ নিচে নেমে এসেছে স্বর্ণের দাম। খবর রয়টার্সের। বার্তাসংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্পট মার্কেটে বুধবার (২৩ এপ্রিল) আউন্সপ্রতি সাড়ে ৩ হাজার ৫০০ দশমিক ৫ ইউএস ডলার থেকে এক লাফে ৩ হাজার ২৮১ দশমিক ৬ ডলারে নেমে এসেছে মূল্যবান এ ধাতুটির দাম; বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৪ লাখ ৩৫৫ টাকার সমান (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে)। এ হিসাবে বিশ্ববাজারে প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম প্রায় ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা বর্তমানে। অন্যদিকে, মার্কিন ফিউচার মার্কেটে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ কমে প্রতি আউন্সে ৩ হাজার ২৯৪ দশমিক ১ ডলারে এসে স্থির হয়েছে স্বর্ণের দাম; বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৪ লাখ ১ হাজার ৮৮০ টাকা। মূলত, ট্রাম্পের শুল্ক হ্রাসের ঘোষণার পরপরই বাজার চাঙ্গা হতে শুরু করেছে বলে অভিমত বিশ্লেষকদের। এছাড়া সুদের হার না কমানোর জন্য ফেডারেল রিজার্ভ প্রধান জেরোম পাওয়েলের তীব্র সমালোচনার কয়েকদিন পর তাকে বরখাস্ত করার হুমকি থেকে ট্রাম্পের সরে আসার সিদ্ধান্তেও বাজারে স্বস্তি ফিরেছে এবং ডলারের দাম আবারও বেড়েছে। মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট রয়টার্সকে বলেছেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

তারিক আহমেদসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে ৪ মামলার প্রতিবেদন ৩ জুলাই

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের তিনটি বিমানবন্দরের ৪টি প্রকল্পে ৮১২ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে পৃথক চার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পিছিয়ে ৩ জুলাই দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। তবে এদিন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেননি। এজন্য ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নতুন এদিন ধার্য করেন। এর আগে ২৭ জানুয়ারি তাদের বিরুদ্ধে পৃথক চারটি মামলা করেন দুদক। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যোগাযোগ, নেভিগেশন ও নজরদারি ব্যবস্থাপনা, রাডার স্থাপন প্রকল্পের আওতায় রাডার নির্মাণের সময় প্রায় ২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা ৭-এর পাতায় দেখুন

কৃষকরা ৮০ টাকায় বিক্রি করছেন রসুন, বাজারে ১২০

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরে চলতি মৌসুমে রসুনের ভালো ফলন হয়েছে। জমি থেকে রসুন তোলা, বিক্রির জন্য প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন চাষিরা। তবে গতবারের চেয়ে দাম একটু কম পাওয়ায় অখুশি অনেকে। মৌসুমের এ সময়ে রসুন আমদানি বন্ধ থাকলে লাভের মুখ দেখবেন বলে আশা করছেন চাষিরা। যদিও এরই মধ্যে বাজারে রসুনের কেজি ১২০ টাকা হয়ে গেছে। তবে সেই দাম তারা পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রসুনকে দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকার মানুষ সাদা সোনা বলে থাকেন। কারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় মশলাজাতীয় এই পণ্যের চাহিদা ও দাম থাকে সবসময় বেশি। দেশের যেসব স্থানে রসুন আবাদ হয় তার মধ্যে দিনাজপুর অন্যতম। আবাদের দিক থেকে আবার খানসামায় বেশি হয়। খানসামার কাচিনিয়া ও দক্ষিণ আগ্রা রসুনের জন্য পরিচিত। প্রায় প্রতিটি জমিতেই আবাদ করা হয়। দক্ষিণ আগ্রা এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, অনেক জমিতে একযোগে চলছে রসুন তোলার কাজ। পরিবারের নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাই মাঠে। সে রসুন তুলে নেওয়া হচ্ছে বাড়িতে। বাড়ি থেকে নেওয়া হয় বাজারে। আগ্রা এলাকার কৃষকরা বলছেন, এবার উৎপাদন ভালো হয়েছে। তবে দাম গতবারের চেয়ে একটু কম। প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৮০-৯০ টাকায়। যা গতবার এই সময়ে বিক্রি হয়েছিল ১১০-১২০ টাকায়। সার, বীজ, কীটনাশকসহ অন্যান্য উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন খরচ বাড়লেও দাম ওভাবে বাড়েনি। তবে কৃষকদের কাছে রসুন শেষ হলেই বাজারে দাম বেড়ে যায়। এতে লাভবান হয় মধ্যস্বত্বভোগীরা। দক্ষিণ আগ্রা এলাকার কৃষক গজেন কর্মকার তিন বিঘা জমিতে রসুন আবাদ করেছেন। তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'বীজের মণ ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

আগামী সপ্তাহ থেকে ফের বাড়তে

পরবর্তী ২৪ ঘন্টার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময়ে সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। একজন আবহাওয়াবিদ জানিয়েছেন, শনিবার থেকে বৃষ্টির প্রবণতা বাড়তে শুরু করবে। রবি বা সোমবারের দিকে মোটামুটি দেশের আট বিভাগেই বৃষ্টি হতে পারে। তখন তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি কমে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের ওপর থেকে তাপপ্রবাহ দূর হতে পারে বলেও জানিয়েছেন এই আবহাওয়াবিদ।

উত্তেজনার মধ্যেই মিসাইল ধ্বংসের

এক পোস্টে নৌবাহিনী জানিয়েছে, নিজেদের প্রযুক্তিতে তৈরি মিসাইল বিধ্বংসকারী আইএনএস সুরাত সফলভাবে সামুদ্রিক অঞ্চলে একটি দ্রুত ও নিচ দিয়ে উড়ে যাওয়া মিসাইল ধ্বংস করেছে। এর মাধ্যমে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আরেকটি মাইলস্টোন অর্জিত হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, পাকিস্তানের নৌ কর্মকর্তারা করাচি উপকূলে তাদের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সারফেস টু সারফেস মিসাইলের পরীক্ষা চালাবে। ২৪ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে যা চলবে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত। এদিকে পেহেলগামে হামলার জেরে ভারত যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেগুলোকে 'শিশুসুলভ' বলে আখ্যায়িত করেছে পাকিস্তান। এ ছাড়া ভারতের এসব কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়ার জবাব দিতে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির (এনএসসি) বৈঠক ডেকেছে ইসলামাবাদ। দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বলেছেন, আমরা বৈঠকে ভারতকে যোগ্য জবাব দেব, এই জবাব কম হবে না। এর আগে, গত ২২ এপ্রিল দক্ষিণ কাশ্মীরের জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা পেহেলগামে ভয়াবহ এক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৬ পর্যটক। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও ১৭ জন। নিহতদের মধ্যে একজন সংযুক্ত আরব আমিরাত ও একজন নেপালের নাগরিক ছিলেন। এছাড়া দুইজন স্থানীয় বাসিন্দাও রয়েছেন। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র তাৎক্ষণিকভাবে সৌদি সফর সংক্ষিপ্ত করে ভারতে ফেরেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার (২৩ এপ্রিল) ভোরে বিমানবন্দরে পা রেখেই ঘোষণা দেন, কাশ্মীরে বন্দুক হামলায় জড়িত কোনো ব্যক্তিকে রেহাই দেওয়া হবে না।

মার্চে সড়ক দুর্ঘটনায় ৬১২ জন

মোটরসাইকেলে দুর্ঘটনায় ২৫১ জন নিহত ও ২০৮ জন আহত হয়েছেন। যা মোট দুর্ঘটনার ৩৮ দশমিক ২৭ শতাংশ ও নিহতের ৪১ দশমিক ১ শতাংশ এবং আহতের ১৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ। এ মাসে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে। ১৪৮টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫০ জন নিহত ও ৩৬৪ জন আহত হয়েছেন। সবচেয়ে কম সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে বরিশাল বিভাগে। ৩১টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩১ জন নিহত ও ৮৬ জন আহত হয়েছেন সেখানে। দেশের জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদ পর্যালোচনা করে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে সংগঠনটি।

কমিশনের লক্ষ্য গ্রহণযোগ্য জাতীয়

বৈঠক শুরুর আগে এসব কথা বলেন তিনি। অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ বলেন, ৫৩ বছরের শাসন কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্রের ঘাটতির কারণে স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, সবার আকাঙ্ক্ষা হলো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। যা প্রতিষ্ঠিত হলে আগামীতে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না এবং গণতন্ত্রের জন্য আর কাউকে প্রাণ দিতে হবে না। গত ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার অবসানে ছাত্র-জনতা, রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষসহ গণতন্ত্রকামী সবাই একসঙ্গে সংগ্রাম করেছে বলেও উল্লেখ করেন ড. আলী রীয়াজ।

এর আগে, ১৭ এপ্রিল ডেসটিনি গ্রুপের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল আমীনের নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করেছে নতুন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আ-আম জনতা পার্টি। আত্মপ্রকাশকালে দলের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন নতুন এ দলের আহ্বায়ক মোহাম্মদ রফিকুল আমীন। এ সময় তিনি দলটির পক্ষ থেকে ৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। দলের সদস্যসচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন গণঅধিকার পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে আসা ফাতিমা তাসনিম। ২৯৭ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করেছে এ দল।

হ্যাকারের টার্গেটে ৩০০ কোটি জি

ধেয়ে আসবে তাদের দিকে। সম্প্রতি এক সফটওয়্যার ডেভেলপার নিক জনসন এক্স হ্যান্ডলে তার অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন। জানিয়েছেন, তিনি একটি মেইল পান no-reply@google.com থেকে। সেখানে জানানো হয় যে তার গুগল অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্যের জন্য একটি সমন জারি করা হয়েছে। একটি লিঙ্কও দেওয়া হয়েছিল, যা দেখতে হুবহু গুগল সাপোর্ট পেজের মতো। কিন্তু তা একটি জাল ওয়েবসাইটের লিঙ্ক। যা গুগলেরই প্ল্যাটফর্ম sites.google.com-এ 'হোস্ট' করা হয়েছে। অর্থাৎ হ্যাকাররা মাথা খাটিয়ে এমনভাবে বিষয়টা সাজিয়েছে যে, লিঙ্কটি আসল বলেই মনে হবে। তবে ব্যবহারকারীদের জন্য এই মেইলগুলো যে নকল তা বোঝা মুশকিল। কারণ এগুলোর ডমেইন একেবারে আসল মেইলের মতোই। ফলে ফাঁদে পা দিয়ে অনেক ব্যবহারকারী বিপদে পড়ছেন। বিশেষজ্ঞরা ব্যবহারকারীদের সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। কোনো সন্দেহজনক ইমেল এলে সেখানে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করবেন না। গুগল বা ওই জাতীয় কোনও সংস্থার মেল এলে সতর্ক হয়ে পদক্ষেপ করুন। যদি গুগলের পক্ষ থেকে কোনো অ্যালার্ট আসে সেক্ষেত্রে গুগলের ওয়েবসাইটে গিয়ে অথবা অ্যাপ খুলে নিজে লগইন করুন।

দেশে আরও ৩০ লাখ মানুষ

প্রতিবেদন 'সাউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেট: টেইলরিং টাইমস'-এর পূর্বাভাসে বলা হয়, চলতি অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৩ শতাংশ হতে পারে।

শিগগিরই ঢাকার চার পয়েন্টে

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সরওয়ার বলেন, আমরা ডিএমপি এবং সিটি করপোরেশনের সহায়তায় ঢাকা শহরে এ ধরনের জেব্রা ক্রসিং যতগুলো আছে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেব্রা ক্রসিংয়ে পেলিক্যান ক্রসিং সিগন্যাল লাইট পথচারীদের জন্য চালু করব। তিনি বলেন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটা প্রজেক্ট আছে এ প্রজেক্টে ফান্ডিং করছে জাইকা। জাইকার সহায়তায় এ প্রজেক্ট আমরা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করলেও এটাকে স্থায়ী করে ফেলবো। তিনি আরও বলেন, পথচারী পারাপারের জন্য পেলিক্যান ক্রসিং সিগন্যাল লাইট সিস্টেম চালু করছি। গত ২০ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া পরীক্ষামূলক কার্যক্রম আগামী ৮ মে পর্যন্ত চলবে। আমাদের রিসোর্স আমরা ম্যানেজ করতে পারলে এইটাসহ আরও অনেক জায়গায় এ ধরনের পথচারী পারাপারের জন্য আমরা এ ধরনের প্রজেক্ট চালু করব। এ প্রকল্পের বিষয়ে তিনি বলেন, এটার মূল বৈশিষ্ট্য হলো, সাধারণত সড়কের দুই পাশ দিয়ে যদি এক মিনিটে ২০০ গাড়ি পারাপার হয় তাহলে এ গাড়ি চলন্ত অবস্থায় একজন বা দুইজন পথচারী পারাপার হতে যান তাহলে গাড়ির স্রোত বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যান্য উন্নত দেশের মতো আমরা পথচারীদের ফুটপাতে কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখবো। যখন পথচারীদের জন্য সিগন্যাল লাইট অন হবে তখন গাড়িগুলো চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। এ সময় পথচারীরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাস্তা পার হয়ে যাবেন। এরপরে আবার গাড়ি চলাচল শুরু হবে। এর ফলে আমাদের ঢাকার রোড সেফটি যে প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে। একদিকে পথচারীরা দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচবে, অপরদিকে আমাদের গাড়ি চলাচল অব্যাহত থাকবে। তা না হলে কন্টিনিউয়াস পথচারী পারাপার হয় আর গাড়ি চলাচল ব্যাহত হয়। এ প্রজেক্টের ফলে গাড়িও সঠিক গতিতে সঠিক সময়ে চলতে পারবে। পথচারীরাও একটু অপেক্ষা করে হলেও নিরাপদে রাস্তা পার হতে পারবে। ঢাকাবাসী যেন এ নিয়ম মেনে চলে সেই আহ্বান করছি। এ নিয়ম মেনে চললে সবার জন্য সুবিধা হবে এবং সবাই তাড়াতাড়ি যেতে পারবে। আমরা ডিএমপি এবং সিটি করপোরেশনের সহায়তায় ঢাকা শহরে এ ধরনের জেব্রা ক্রসিং যতগুলো আছে পর্যায়ক্রমে প্রতিটা জেব্রা ক্রসিংয়ে এ ধরনের পেলিক্যান ক্রসিং ট্রাফিক সিগন্যাল লাইট চালু করব পথচারীদের জন্য। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরাই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যারা অ্যাসাইন আছি বিভিন্ন সংস্থা তাদের সাথে আছে। তারা ঢাকার সিগন্যালে সিগন্যাল লাইটগুলো স্থাপনের জন্য কাজ করছে। অলরেডি ঢাকা শহরের ২২টা সিগন্যালে দুই সিটি করপোরেশন বুয়েটের সহায়তায় পেলিক্যান ক্রসিং সিগন্যাল লাইট বসাচ্ছে।

গাজায় অব্যাহত ইসরায়েলি হামলায়

গাজার বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সংঘাতের শুরু থেকে আহতের সংখ্যা বেড়ে ১ লাখ ১৭ হাজার ৯৬ জনে পৌঁছেছে। অনেক মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় পড়ে থাকলেও উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারেননি। দীর্ঘ ১৫ মাস সামরিক আগ্রাসন জারি রাখার পর যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপে গত ১৯ জানুয়ারি গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হয় ইসরায়েল। গত মার্চের শুরুর দিকে গাজায় কম-বেশি শান্তি বজায় ছিল; কিন্তু গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহারের প্রশ্নে হামাসের মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে ১৮ মার্চ থেকে তৃতীয় ধাপে গাজায় ফের হামলা শুরু করে ইসরায়েল। ভূখণ্ডটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, গত ১৮ মার্চ থেকে গাজায় নতুন করে ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৯০০ ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও ৪ হাজার ৯৫০ জন আহত হয়েছেন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে দিয়েছে ইসরায়েলের এই বর্বর এই হামলা।

পলাতক, লুটেরাদের

দেশের জন্য ভয়ংকর বিপজ্জনক। এরাই বাংলাদেশকে ধ্বংসের প্রান্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু বানিয়েছেন এই বেহায়া দুর্বৃত্তরা। এরা এখন আইন বিচারের ঊর্ধ্বে। বিদেশে নিরাপদ জীবনে এরা দাঁত কেলিয়ে হাসছেন। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লন্ডনে আওয়ামী লীগের এক নেতার ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে পতিত আওয়ামী লীগের চার মন্ত্রীকে দেখা গেল। ভাবলেসহীন এই লুটেরা বিদেশে যেন অবকাশযাপন করছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের নিয়ে এখন সমালোচনার ঝড়। এই ভিডিও তাদের প্রবাস জীবনের একটি অংশ মাত্র। আওয়ামী লীগের লুটেরাদের বিদেশে বিত্তের বৈভব আরও বিশাল ব্যাপ্তির। ১৫ বছর আওয়ামী লীগ জোর করে ক্ষমতা দখল করেছিল। এ সময়ে সুবিধাভোগী, দুর্নীতিবাজ কিছু মন্ত্রী, এমপি সর্বক্ষণ ব্যস্ত ছিল লুটপাটে। এই লুটের টাকা তারা দেশে কোনো কাজে লাগাননি। দেশে বিনিয়োগও করেননি। সব টাকা তারা বিদেশে পাচার করেছেন। অনুসন্ধানে এসব পলাতক লুটেরার বিদেশে বিলাসী জীবনের এক ব্যাপক বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। যুক্তরাজ্য, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দুবাই, সিঙ্গাপুর এবং ভারতে এরা বিত্তের বিকৃত উৎসব করছে। রাজার হালে জীবনযাপন করছেন। তাদের যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হচ্ছে কিংবা সম্পদ জব্দ করা হচ্ছে তা কিছুই নয়। সাগর থেকে এক বালতি জল তুলে নিলে যেমন হয় এদের সেরকম সম্পত্তি জব্দ করা হচ্ছে। তাই এদের বিদেশে পাচারকৃত অর্থ দ্রুত উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলেই সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। বিদেশে যেসব আওয়ামী লুটেরা সম্পদের পাহাড় গড়েছেন, তাদের মধ্যে সবার শীর্ষে আছেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর যুক্তরাজ্যেই ২ শতাধিক ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়িঘর রয়েছে। দুবাইতে রয়েছে সাতটি অ্যাপার্টমেন্ট। এ ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি দুটি ফ্ল্যাটের মালিক। এসব বিষয় নিয়ে যুক্তরাজ্যের তদন্ত হলেও এখন পর্যন্ত তদন্তের কোনো অগ্রগতি নেই। সাইফুজ্জামান চৌধুরী এখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখছেন না। তিনি লন্ডনেই অবস্থান করছেন। আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচি বা অন্যান্য কোনো কিছুতে তাকে দেখা যায় না। লন্ডনে তার নিজস্ব ব্যবসার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে সেখানেই অবস্থান করছেন। শীর্ষ লুটেরাদের মধ্যে দ্বিতীয় আলোচিত হলো সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু। নসরুল হামিদ বিপু এই মুহূর্তে দুবাইতে অবস্থান করছেন। দুবাইতে তার বিপুল সম্পদ রয়েছে। এ সম্পদগুলোর মধ্যে বেশ কিছু তার নামে, কিছু তার স্ত্রী পুত্র, কন্যার নামে এবং বাকিগুলো বেনামে। এই বেনামি সম্পদগুলো থেকে তিনি এখন খরচ করছেন। সম্প্রতি বিপুর ঢাকায় কিছু সম্পত্তি জব্দ করা হয়েছে। তবে এতে তার বিপুল লুট ভান্ডারের কোনো ক্ষতি হবে না বলেই সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। আলোচিত লুটেরাদের মধ্যে তৃতীয় হলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী লোটাস কামাল। লোটাস কামালের বিপুল পরিমাণ দুবাইতে সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। দুবাই ছাড়াও যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই লুটেরার বিপুল সম্পদের হদিস পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে সপরিবারে এই লুটেরা দুবাইতে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে। যেখানে একাধিক ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে তার মেয়ে। আ হ ম মোস্তফা কামাল আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখছেন না। আওয়ামী লীগের লুটেরাদের সবচেয়ে বড় আড্ডাখানা এখন ভারত। তবে, আওয়ামী লীগের লুটেরারা বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, বাড়ি ভাড়া নিয়ে আরাম আয়েশে জীবনযাপন করছেন। কলকাতার যেসব আওয়ামী লুটেরা বিলাসী জীবনযাপন করছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন, সাবেক মন্ত্রী জাহিদ মালেক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মাহবুব উল আলম হানিফ, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমসহ আরও অনেকে। এরা প্রত্যেকেই নিউ টাউনে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নিয়ে বসবাস করছেন। তারা বিপুল পরিমাণ টাকা পয়সা পাচার করেছেন। বেশির ভাগই পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানে নিরাপদে দিন কাটাচ্ছেন। বিভিন্ন সূত্র বলছে, ভারতেও এসব লুটেরার বেশ কিছু বেনামি বিনিয়োগ রয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে যে বিনা ভিসায়, বিনা অনুমতিতে তারা এত দিন ধরে ভারতে অবস্থান করছেন কীভাবে?

লুটেরাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ অবস্থান করছেন যুক্তরাজ্যে। ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের এই দুর্নীতিবাজ লুটেরা পালিয়ে প্রথমে ভারতে যান এবং রহস্যময়ভাবে ভারত থেকে তারা ভিসার সিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। সেখান থেকে তারা চলে যান যুক্তরাজ্যে। যুক্তরাজ্যে তাদের বাড়িঘর সবই আছে। সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রহমান আগে থেকেই লন্ডনে বাড়ি কিনে রেখেছিলেন। তার মেয়ে সেখানে বসবাস করেন। পালিয়ে যাওয়ার পর তিনি সেখানে তার লুণ্ঠিন বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে রাজার হালে জীবনযাপন করছেন। আরেক সাবেক মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। তিনিও ভারত থেকে যুক্তরাজ্যে যান এবং সেখানেই অবস্থান করছেন। শ ম রেজাউল করিমেরও লন্ডনে একাধিক বাড়ি রয়েছে। তার ছেলেমেয়ে সেখানেই থাকেন। সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী হাছান মাহমুদ এখন লন্ডনে অবস্থান করছেন। তিনি লন্ডন, ব্রাসেলস দুই জায়গায় থাকেন। ব্রাসেলসে তিনি একটি কোম্পানিও খুলেছেন। হাছান মাহমুদ তার লুণ্ঠিত টাকা যুক্তরাজ্য ছাড়াও দুবাইতেও রেখেছেন বলে জানা গেছে। লন্ডনে হাছান মাহমুদের তিনটি বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও ব্রাসেলসে তার দুটি ফ্ল্যাট রয়েছে বলেও তার ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে। হাছান মাহমুদের স্ত্রীর নামে ব্রাসেলসে দুটি ফ্ল্যাট পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও হাছান মাহমুদের বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ রয়েছে বেলজিয়ামে। দুবাইতেও হাছান মাহমুদের বিপুল বিনিয়োগ আছে। সাবেক নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীরও লন্ডনে বাড়ি রয়েছে। তিনিও ৫ আগস্টের পর পালিয়ে ভারতে যান। পরে তিনি সেখান থেকে লন্ডনে চলে যান। সেখানে তিনি স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। লন্ডনে তার বেশ কিছু ফ্ল্যাট রয়েছে। টানা ১০ বছর নৌপরিবহন মন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি ব্যাপক পরিমাণ দুর্নীতি করেছিলেন। এই লুটের টাকা সবই তিনি তার ব্রিটিশ নাগরিক স্ত্রীর কাছে পাচার করেছেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি এখন রাজার হালে জীবনযাপন করছেন। লন্ডনে তার বেনামি বিনিয়োগ প্রায় হাজার কোটি টাকা। লুটেরা আওয়ামী নেতাদের তৃতীয় ঠিকানা হলো সংযুক্ত আরব আমিরাত। দুবাইতে প্রচুর লুটেরা আওয়ামী লীগার এখন মহা সুখে দিন কাটাচ্ছেন। এদের মধ্যে শীর্ষে আছেন নসরুল হামিদ বিপু। নসরুল হামিদ বিপু সেখানে প্রায় হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং ব্যবসা রয়েছে বলে জানা গেছে। আ হ ম কামালেরও দুবাইতে বিপুল পরিমাণ বিত্ত এবং ব্যবসার সন্ধান পাওয়া গেছে। শামীম ওসমান দুবাইতে ছিলেন। দুবাইতে তার ব্যবসা, বাড়িঘর রয়েছে। তবে বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। লুটেরা আওয়ামী লীগের চতুর্থ আবাসস্থল এখন যুক্তরাষ্ট্র। তবে যারা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী না তারা এখন সুবিধা করতে পারছেন না। যারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন বা গ্রিন কার্ড পাননি এমন লুটেরারা এখন আস্তে আস্তে অন্য দেশে পাড়ি জমানো শুরু করেছেন। শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী আওয়ামী লীগের বিপ্লব বড়ুয়া এখন যুক্তরাষ্ট্রে। এ ছাড়াও অন্তত পাঁচজন সাবেক মন্ত্রী এবং এমপি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। এরা ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিল শুধু নিজেদের আখের গোছানোর জন্য। এরা দেশের জন্য তো কিছু করেনইনি, আওয়ামী লীগের জন্যও কিছু করেননি। আওয়ামী লীগের কর্মীদের জন্য কিছু করেননি। এরা বিদেশে কিছুদিন ঘাপটি মেরে থাকলেও এখন তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরছেন। অনেকেই বিদেশ থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বটে। তবে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের তারা কোনো ধরনের সহায়তা করছেন না। এজন্য বাংলাদেশে তৃণমূলের কর্মীরা এখন এসব বেহায়া দুর্বৃত্তদের 'গণশত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করেন। এসব লুটেরার বিদেশে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ রয়েছে তা উদ্ধারের জন্য সরকার কী ব্যবস্থা নিচ্ছে সেটি নিয়ে জনমনে ক্রমশ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই সম্পদগুলো জনগণের। দ্রুত যদি সম্পদগুলো উদ্ধার না করা হয় তাহলে জুলাই বিপ্লবের প্রত্যাশা নষ্ট হবে। অবশ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন, বিভিন্ন দেশে চুক্তি হচ্ছে। বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের লুণ্ঠিত অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন এসব সম্পদ উদ্ধারের জন্য দ্রুত আন্তর্জাতিক ফোরামে ব্যবস্থা না নিলে এসব লুটের টাকা উদ্ধার করা কঠিন হয়ে যাবে।

পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে বাংলাদেশে

সব সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বাংলাদেশে বিদেশি মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে।

চরম উত্তেজনা, যুদ্ধে জড়াচ্ছে

জন্য বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তও এসেছে। যারা সম্প্রতি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছেন, তাদের ১ মে'র মধ্যে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছে ভারত। পাশাপাশি সব ধরনের 'সার্ক' ভিসা বাতিল করে ভারতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদেরও এক সপ্তাহের মধ্যে ভারত ছাড়তে বলা হয়েছে। এছাড়া, ভারতের ইসলামাবাদ দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তাদের সংখ্যা ৫৫ থেকে কমিয়ে ৩০ জনে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে ভারতীয় নিরাপত্তা কমিটির ওই বৈঠকে। এদিকে ভারতের এসব পদক্ষেপকে 'শিশুসুলভ' বলে অভিহিত করেছেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। একইসঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়ার জবাব দিতে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির (এনএসসি) জরুরি বৈঠকও ডাকা হয়েছে। ইসহাক দার জানান, এ বৈঠকে সামরিক ও বেসামরিক শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন এবং সাধারণত কেবলমাত্র বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা বা বহিরাগত হুমকির সময় এই ধরনের বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার। তিনি বলেন, ভারত প্রতিটি ঘটনার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে এবং অতীতের মতো এবারও পাকিস্তানকে দোষারোপ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা বৈঠকে ভারতকে যোগ্য জবাব দেব, এই জবাব কম হবে না। এছাড়া কাশ্মীরের সাম্প্রতিক হামলাকে ভারতের 'ফলস ফ্ল্যাগ (ভধষংব ভষধম)' অপারেশন বলে আখ্যা দিয়েছে পাকিস্তান। অর্থাৎ তারা দাবি করছে, ভারত নিজেরাই এই হামলা সাজিয়েছে যেন পাকিস্তানের ওপর দোষ চাপানো যায়। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বলেছেন, 'কখনোই পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না ফলস ফ্ল্যাগের এই সম্ভাবনাকে।' রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম রেডিও পাকিস্তান বলছে, ভারতের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকে। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন পর আবারও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আশঙ্কা করছেন অনেকে। অবশ্য, যেখানে এই মূহূর্তে বড় দুই যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যস্ত বিশ্ব মোড়লেরা, সেখানে নতুন আরেকটি যুদ্ধে দুই দেশ তাদের মিত্রদের কাছ থেকে কতটা সমর্থন পাবে, তা নিয়ে রয়ে গেছে প্রশ্ন। এছাড়া, ভারত-পাকিস্তান নতুন যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলে স্বাভাবিকভাবে ফায়দা খোঁজার চেষ্টা করবে চীন। সে দিক বিবেচনায়, যুদ্ধের মতো চরম পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হতে চাইবে কি না ভারত, সেটাও ভাবনার বিষয়। অন্যদিকে তৃতীয় কোনও পক্ষ বিশেষ করে মার্কিন কিংবা চীনা সমর্থন ছাড়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে চলতে থাকা পাকিস্তানও সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মতো চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হবে কি না, সেটাও দেখার বিষয়। এছাড়া, বিশ্ব অর্থনীতিতে এই মুহূর্তে বিরাজমান অর্থনৈতিক অনিশ্চিয়তা ও সম্ভাব্য বৈশ্বিক মন্দার প্রেক্ষাপটে আরেকটি বড় যুদ্ধ সৃষ্টি করতে পারে ভয়াবহ এক পরিস্থিতি।

পাকিস্তানিদের জন্য সব ধরনের ভিসা স্থগিত করেছে ভারত : ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘিরে ভিসা বাতিলের পাশাপাশি পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য সব ধরনের ভিসা পরিষেবা স্থগিত করেছে ভারত। নয়াদিল্লির অভিযোগ, এ হামলায় পরোক্ষভাবে পাকিস্তান জড়িত। এমন অভিযোগ তুলে বুধবার (২৩ এপ্রিল) পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু নদের পানি চুক্তি স্থগিত, পাকিস্তানিদের জন্য বিশেষ ভিসা সুবিধা বাতিল ও ভারতে অবস্থিত পাকিস্তানের দূতাবাস থেকে পাক সামরিক উপদেষ্টাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া দুই দেশের মধ্যকার প্রধান বর্ডার ক্রসিংটিও বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। এরপর বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) ভারতীয় মেডিকেল ভিসা-সহ পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য সব ধরনের ভিসা পরিষেবা স্থগিত করেছে ভারত। এক বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ইতোমধ্যে পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য জারি করা সব ধরনের বৈধ ভারতীয় ভিসা আগামী রোববার (২৭ এপ্রিল) থেকে বাতিল হয়ে যাবে। এ ছাড়া ওই দেশের নাগরিকদের দেওয়া সকল মেডিকেল ভিসাও মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) পর্যন্ত বৈধ থাকবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতে অবস্থানরত সকল পাকিস্তানি নাগরিককে সংশোধিত এই সময়সীমার মধ্যে অবশ্যই ভারত ত্যাগ করতে হবে। দেশটির সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বলেছে, যেসব পাকিস্তানি নাগরিকের কাছে ভারতীয় ভিসা রয়েছে, তারা ভারত ত্যাগ করার জন্য ৭২ ঘণ্টার সময় পাবেন। ভিসা বাতিলের পাশাপাশি পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য সব ধরনের ভিসা পরিষেবাও স্থগিত করেছে ভারত।

কাশ্মীরে হামলায় ৩ জন চিহ্নিত নাম প্রকাশ : ভারতশাসিত কাশ্মীরের পহেলগামে বন্দুক হামলায় ২৬ জন পর্যটক নিহত হয়েছে। হামলার সঙ্গে জড়িত চার বন্দুকধারীর মধ্যে ৩ জনের স্কেচসহ নাম প্রকাশ করা হয়েছে। পুলিশের বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে জানায়, চিহ্নিত তিনজনের মধ্যে দুইজন পাকিস্তানি নাগরিক। আরেকজন অনন্তনাগের স্থানীয় বাসিন্দা। তবে, চতুর্থ সন্দেহভাজনের বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। হামলাকারীরা হলেন পাকিস্তানের নাগরিক হাশিম মুসা ওরফে সুলেমান, পাকিস্তানের নাগরিক আলি ভাই ওরফে তালহা ভাই এবং জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বাসিন্দা আবদুল হুসেন ঠোকার। ভারত পুলিশের দাবি, এই তিনজন হামলাকারীই পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈয়েবার সদস্য। পাকিস্তান এরই মধ্যে হামলায় জড়িত থাকার বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার করেছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিষয়ে তথ্য দিতে ২০ লাখ রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছে পুলিশ। একইসঙ্গে তথ্যদাতাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে বলেও জানানো হয়। এদিকে, কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা ঘিরে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। পাল্টাপাল্টি অভিযোগ আর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে দীর্ঘদিন পর চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে দুদেশের বৈরীতা। এরইমধ্যে পাকিস্তানিদের জন্য সব ধরনের ভিসা স্থগিত, সিন্ধু নদীর পানি বণ্টন চুক্তি স্থগিতসহ একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ভারত। অন্যদিকে, ভারতের এসব কর্মকাণ্ডকে 'শিশুসুলভ' আখ্যা দিয়েছে পাকিস্তান। একইসঙ্গে এই ঘটনাকে 'ফলস ফ্ল্যাগ' বলছে পাকিস্তান। 'ফলফ ফ্ল্যাগ' হলো কোনো দেশের পরিকল্পিত ভয়াবহ ঘটনাকে সুক্ষ্মভাবে অন্য দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার (অব.) আহমেদ সাঈদ মিনহাস বলেন, কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়াই ভারতীয় মিডিয়া এ ঘটনায় পাকিস্তানকে দোষারোপ করছে। অথচ, হামলাটি হয়েছে ভারতের অবৈধভাবে দখল করা জম্মু-কাশ্মীরের ৪০০ কিলোমিটার ভেতরে।

ভারতের কঠোর ৫ সিদ্ধান্ত, জবাব দিতে পাকিস্তানের প্রস্তুতি : ভারতের কাশ্মীরের পেহেলগামে হামলার জেরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বড় পাঁচটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার (২৩ এপ্রিল) ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তাবিষয়ক কমিটির বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত হয়। পরে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি সিদ্ধান্তগুলো সাংবাদিকদের জানান। এ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার জেরে ভারতের কড়া অবস্থান এবং পরপর পাঁচটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে দুই দেশের মধ্যে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন, এই হামলার জবাব কড়াভাবেই দেওয়া হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। হামলার সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। তবে ভারত তা মেনে নেয়নি। বরং, একের পর এক কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে নয়াদিল্লি। এতে করে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ভারতের পাঁচটি বড় সিদ্ধান্ত

১. সিন্ধু পানিচুক্তি স্থগিত সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত ছিল সিন্ধু পানিচুক্তি স্থগিত করা। পাকিস্তানের বহু এলাকার কৃষিকাজ এবং পানীয় জলের উৎস হচ্ছে সিন্ধু অববাহিকার নদীগুলোর্বিশেষ করে ঝিলম, চেনাব, রবি, বিয়াস ও সাতলুজ। এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ২. আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে আটারি-ওয়াঘা চেকপোস্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যারা সম্প্রতি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছেন, তাদের ১ মে'র মধ্যে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছে ভারত। ৩. ভিসা বাতিল ও পাকিস্তানি নাগরিকদের ৪৮ ঘণ্টার সময় ভারতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, সব ধরনের 'সার্ক' ভিসা বাতিল করেছে ভারত সরকার। আপাতত নতুন কোনো ভিসাও দেওয়া হবে না। ৪. প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের দেশে ফেরার নির্দেশ নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের এক সপ্তাহের মধ্যে ভারত ছাড়তে বলা হয়েছে। একইভাবে, ইসলামাবাদে থাকা ভারতীয় প্রতিরক্ষা, নৌ ও বিমান উপদেষ্টাদেরও দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৫. দূতাবাসে কর্মকর্তার সংখ্যা কমানো

ভারতের ইসলামাবাদ দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তাদের সংখ্যা ৫৫ থেকে কমিয়ে ৩০ জনে নামিয়ে আনা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে ১ মে থেকে। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া ভারতের এই পদক্ষেপগুলোর প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বলেন, ভারতের কর্মকাণ্ড অনুপযুক্ত ও উসকানিমূলক। তিনি আরও জানান, এই বৈঠকে দেশের শীর্ষ বেসামরিক ও সামরিক নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবে এবং ভারতের 'দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম রেডিও পাকিস্তান জানিয়েছে, বৈঠকে ভারতের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। সূত্রঃ দ্য ওয়াল, দ্য ডন **কাশ্মিরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রচণ্ড বন্দুকযুদ্ধ, ভারতীয় সেনা নিহত :** ভারতশাসিত জম্মু-কাশ্মিরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের তুমুল সংঘর্ষ ও বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। এই ঘটনায় ভারতের সেনাবাহিনীর এক সদস্য নিহত হয়েছেন। উপত্যকাটির উধমপুর জেলায় এই ঘটনা ঘটেছে। একদিন আগেই কাশ্মিরে বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হয়েছেন এবং এর জেরে সৃষ্ট উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ভারতীয় সেনাসদস্যের প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটল। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি। সংবামাধ্যমটি বলছে, জম্মু ও কাশ্মিরের উধমপুর জেলার বাসন্তগড় এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে এক ভারতীয় সেনা নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার এই ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী। এনডিটিভি বলছে, সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে এই এলাকায় অভিযান চালাচ্ছিলেন, কারণ গোয়েন্দা তথ্যে সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উপস্থিতি ছিল বলে জানানো হয়েছিল। অভিযানের সময় দুদু-বাসন্তগড় এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ লড়াই শুরু হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কর্পস জম্মু অঞ্চলে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে (সাবেক টুইটার) তারা জানায়: "বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মির পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে উধমপুরের বাসন্তগড়ে অভিযান চালানো হয়। সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখোমুখি হওয়ার পর প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়। সংঘর্ষের শুরুতেই আমাদের এক সাহসী জওয়ান গুরুতর আহত হন এবং চিকিৎসার সব চেষ্টা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত নিহত হন।"ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও সেখানে অভিযান চলছে এবং পুরো এলাকা ঘিরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এনডিটিভি বলছে, এই ঘটনা এমন সময় ঘটল যখন মাত্র একদিন আগে কাশ্মিরের অনন্তনাগ জেলার পেহেলগামে ভয়াবহ হামলায় ২৬ জন নিহত হন। নিহতদের বেশিরভাগই ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা পর্যটক ছিলেন। তবে এই হামলায় নিহতদের মধ্যে একজন নৌবাহিনীর অফিসার, একজন বিমান বাহিনীর কর্মী এবং একজন গোয়েন্দা ব্যুরোর কর্মকর্তা ছিলেন। **কাশ্মিরের ঘটনায় পাকিস্তানে নিরাপত্তা বৈঠক, সম্পর্কে চরম উত্তেজনা :** ভারত-শাসিত কাশ্মিরে বন্দুকধারীদের হামলার পর জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির (এনএসসি) জরুরি বৈঠক ডেকেছে পাকিস্তান। মূলত ভারতের কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়ার জবাব দিতেই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ এই বৈঠক ডেকেছে। বৈঠকে সামরিক ও বেসামরিক শীর্ষ কর্মকর্তারা থাকবেন বলে জানা যাচ্ছে। কাশ্মিরের এই হামলায় ২৬ জন নিহত হয়েছেন এবং এই ঘটনায় পাকিস্তানের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে ভারত। এছাড়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছে ভারত। এতে করে দুই দেশের সম্পর্কে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, কাশ্মিরে পর্যটকদের ওপর ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার জেরে ভারতের কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়ার জবাব দিতে পাকিস্তান তাদের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির (এনএসসি) জরুরি বৈঠক ডেকেছে। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার জানান, এ বৈঠকে সামরিক ও বেসামরিক শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন এবং সাধারণত কেবলমাত্র বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা বা বহিরাগত হুমকির সময় এই ধরনের বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার। এর আগে, হামলার পর ভারতের পক্ষ থেকে বুধবার বেশ কিছু কূটনৈতিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ভারত পাকিস্তানকে "সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদে" সহায়তার অভিযোগ এনে পানি বণ্টন চুক্তি স্থগিত করে এবং উভয় দেশের মধ্যকার প্রধান স্থল সীমান্তও বন্ধ করে দেয়। এছাড়া পাকিস্তানি কূটনীতিকদের বহিষ্কার এবং ভারতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের কিছু ভিসা বাতিল ও দুই দিনের মধ্যে তাদের ভারত ছাড়ার নির্দেশও দেওয়া হয়। হামলাটি ঘটে মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মিরের পর্যটন কেন্দ্র পেহেলগামে, যা হিমালয়ের মনোরম একটি এলাকা। সেখানে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা পর্যটকদের ওপর গুলি চালায়। এই হামলায় ২৬ জন নিহত হন, যাদের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই ভারতীয় নাগরিক। নিহতদের মধ্যে একজন কেবল নেপালের নাগরিক ছিলেন। গত ২৫ বছরে কাশ্মিরে এটি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ বেসামরিক হত্যাকাণ্ড। ভারতের পুলিশ দাবি করেছে, এই হামলার পেছনে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের হাত রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠী হামলার দায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি। যদিও "কাশ্মির রেজিস্ট্যান্স" নামে একটি পূর্বে অজ্ঞাত গোষ্ঠী সোশ্যাল মিডিয়ায় হামলার দায় স্বীকার করে নিয়েছে। তারা দাবি করেছে, ভারত সরকার কাশ্মিরে প্রায় ৮৫ হাজার "বহিরাগত" বসতি স্থাপন করেছে এবং নিহতরা "সাধারণ পর্যটক নয়, বরং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট"। তবে এই দাবির স্বতন্ত্র কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। এদিকে পাকিস্তান এই হামলাকে ভারতের "ফলস ফ্ল্যাগ (false flag)" অপারেশন বলে আখ্যা দিয়েছে। অর্থাৎ তারা দাবি করছে, ভারত নিজেরাই এই হামলা সাজিয়েছে যেন পাকিস্তানের ওপর দোষ চাপানো যায়। পাকিস্তান আরও জানিয়েছে, ভারতের কূটনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোর "প্রত্যুত্তরমূলক জবাব" দেওয়া হবে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফও এই হামলাকে "ফলস ফ্ল্যাগ" বলে উল্লেখ করেছেন এবং পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, "এই সম্ভাবনাকে কখনোই পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না।" উল্লেখ্য, কাশ্মিরের ভারত-শাসিত অঞ্চলে ১৯৮৯ সাল থেকে ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে। বহু কাশ্মিরি মুসলিম বিদ্রোহীদের সমর্থন করেন এবং তারা চায়, অঞ্চলটি হয় পাকিস্তানে যোগ দিক অথবা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক। ভারত দাবি করে থাকে, এটি পাকিস্তান-প্রভাবিত "সন্ত্রাসবাদ"। অন্যদিকে পাকিস্তান বলে০ এটি একটি বৈধ স্বাধীনতাকামী আন্দোলন। দীর্ঘ সংঘাতে হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক, বিদ্রোহী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য নিহত হয়েছেন।

নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দিকে

আইন পরিবর্তন দরকার। আইন মন্ত্রণালয় থেকে ভেটিং হয়ে এলে কাজ শুরু হবে সীমানা নির্ধারণ নিয়ে। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের আবেদনেরও সময় বাড়ানো হয়েছে। মূলত নির্বাচনের প্রস্তুতিতে পুরোদমে কাজ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন।

চাঁদপুরে গৃহবধূ হত্যায় দেবরের

জানান যায়, ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখ দিবাগত রাত ১০ টার দিকে পারিবারিক কলহের জের ধরে ফাতেমার শাশুড়ি বাগবিতণ্ডার এক পর্যায়ে গলায় চেপে ধরেন। ওই সময় শ্বশুর ও দেবর ফাতেমার পেটে লাথি মারেন। ঘটনাস্থলে গৃহবধূ ফাতেমার মৃত্যু হয়। পরে লাশ গুম করার জন্য বাড়ির পুকুরে লুকিয়ে রাখে পরদিন ১৬ অক্টোবর সকালে বাড়ির লোকজন দেখলে পুকুর থেকে লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এ ঘটনায় ফাতেমার ভাই ইউসুফ খান বাদী হয়ে মামলা করেন। তদন্ত শেষে তৎকালীন হাইমচর থানার পুলিশ পরিদর্শক আব্দুস সামাদ ২০১০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) শামছুল ইসলাম মন্টু বলেন, মামলাটি ১৬ বছর চলমান অবস্থায় ২৩ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। আসামিরা অপরাধ স্বীকার করায় এবং মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা শেষে বিচারক রায় দেন।

পাকিস্তানের আকাশসীমায় ঢুকতে

সরকার জানায়, ভারতের ২৩ এপ্রিলের পদক্ষেপগুলোকে একতরফা, আইনবিরোধী ও আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা বলে বিবেচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৬০ সালের সিন্ধু জলচুক্তি একতরফাভাবে স্থগিত করাকে তারা 'যুদ্ধের ঘোষণা' বলে উল্লেখ করে। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান জানায়, পানি পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থ। দেশের ২৪ কোটির বেশি মানুষের জীবনজীবিকা পানি নির্ভর। কেউ তা বন্ধ বা অন্যদিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করলে তা যুদ্ধের সমতুল্য বিবেচনা করে সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে জবাব দেওয়া হবে। এনএসসির বৈঠকে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো হলো- ১৯৭২ সালের সিমলা চুক্তি সাময়িক স্থগিত; ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সার্ক ভিসা বাতিল, তবে শুধুমাত্র শিখ তীর্থযাত্রীদের ব্যতিক্রম; ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ ঘোষণা- ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ভারত থেকে আগতদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ; ভারতে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা, নৌ ও বিমান উপদেষ্টাদের 'পারসনা নন গ্রাটা' ঘোষণা; ইসলামাবাদে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মী সংখ্যা ত্রিশে নামিয়ে আনা; ভারতীয় এয়ারলাইনের জন্য পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ ও ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও তৃতীয় দেশের মাধ্যমে যেকোনো ধরনের বাণিজ্য স্থগিত। পাশাপাশি পাকিস্তান সরকার ভারতের মিডিয়ার 'উস্কানিমূলক ও যুদ্ধবাজ' মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেছে। এ ধরনের প্রচারকে 'আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি' বলে আখ্যাও দিয়েছে দেশটি। এর আগে পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেন, যেখানেই হামলাকারীরা বা তাদের পৃষ্ঠপোষকরা থাকুক, তাদের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাড়া করে শাস্তি দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, এই হামলার জবাব এমনভাবে দেওয়া হবে, যা কল্পনারও অতীত। তা ছাড়া ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাকিস্তানি নাগরিকদের ভারতে থাকা ভিসা বাতিল করে। আগামী ২৯ এপ্রিলের মধ্যে পাকিস্তানি নাগরিকদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভারতের উচ্চ কমিশনে কর্মরত পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা উপদেষ্টাদেরও বহিষ্কার করা হয়েছে। কাশ্মীরি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে কাশ্মীরি মুসলিম শিক্ষার্থীদের বাসা ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে ছাত্র সংগঠনগুলো। বিশ্লেষকরা বলছেন, ২০১৯ সালের বালাকোট-উত্তর সংকটের পর এই উত্তেজনা সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক। সিন্ধু চুক্তি স্থগিত হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ায় জলসম্পদ নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী বিরোধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মলিহা লোধি বলেন, ভারত চুক্তি একতরফাভাবে স্থগিত করে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে। তিনি সতর্ক করেন, ভারতীয় মিডিয়া যেভাবে যুদ্ধ উস্কে দিচ্ছে, তা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

বিশ্বের শীর্ষ উৎপাদনকারী দেশগুলোর

করে কক্সবাজারের রিসোর্ট এলাকায় বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রধান উপদেষ্টা বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। পাশাপাশি বিনিয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে আলোচনার আহ্বান জানান। বৈঠকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন এবং সিনিয়র সচিব লামিয়া মোর্শেদ উপস্থিত ছিলেন।

আইসিটির দুর্নীতি তদন্ত ও শ্বেতপত্র

করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভাগের বিগত সরকারের সময়ে সম্পাদিত সকল ধরনের চুক্তি এবং প্রকল্পের ডিপিপি, সকল অডিট রিপোর্ট ও তদন্ত প্রতিবেদন খতিয়ে দেখবে এ টাস্কফোর্স। এতে আরও বলা হয়েছে, 'আইসিটি শ্বেতপত্র টাস্কফোর্স' সকল প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ এবং বিস্তারিত প্রতিবেদন আগামী ২১ জুনের মধ্যে দাখিল করবে; টাস্কফোর্সের সদস্যগণ বিধি মোতাবেক সম্মানী বা সিটিং অ্যালাউন্স পাবেন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ টাস্কফোর্সকে লজিস্টিকস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। টাস্কফোর্সকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে বিভাগের উপসচিব মো. আবু নাছের।

সচিবালয়ের ৭ ভবন বিদ্যুৎহীন থাকবে আজ

স্টাফ রিপোর্টার : বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারণে আজ শুক্রবার সচিবালয়ের সাতটি ভবনে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকবে না। ওইদিন সচিবালয়ের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৯ নম্বর ভবনে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে বলে গণপূর্তের সচিবালয়ের উপবিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ের এক নোটিশে জানানো হয়েছে। নোটিশ পাওয়ার পর মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো আলাদা অফিস আদেশে তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছে। কারণ, সরকারি অফিসে শুক্র-শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকলেও জরুরি প্রয়োজনে অনেক সময় বন্ধের দিনেও অফিস খোলা রাখা হয়। এজন্য টানা আট ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকার তথ্য সবাইকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অবৈধ সম্পদ অর্জনে দুদকের আসামি শাহরিয়ার আলম ও জ্যাকব

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ও ভোলা-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একই সঙ্গে জ্যাকবের স্ত্রীর নিলীমা নিগার সুলতানার সম্পদ বিবরণীর নোটিশও জারি করেছে দুদক। গতকাল বৃহস্পতিবার সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রথম মামলায় শাহরিয়ার আলমের বিরুদ্ধে ২৭ কোটি ১৮ লাখ ৪২ হাজার ৪৮৫ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ৬টি ব্যাংক হিসেবে ২৬০ কোটি ৯৪ লাখ ৯৬ হাজার ৭৩০ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করার অভিযোগ আনা হয়। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর শাহরিয়ার আলমের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। তার আগে ২৩ ডিসেম্বর দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলমের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেয় আদালত। অন্যদিকে আরেক মামলায় সাবেক উপ-মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের বিরুদ্ধে ১৩ কোটি ৯৮ লাখ ৯ হাজার ৯২৯ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং বিভিন্ন ব্যাংক হিসেবে মোট ৮৫ কোটি ৬৯ লাখ ৩০ হাজার ৪১০ টাকা স্থানান্তর, রুপান্তর ও হস্তান্তরের অভিযোগ আনা হয়েছে। জ্যাকবের স্ত্রী নিলীমা নিগার সুলতানার নামে ৩ কোটি ২৮ লাখ ৬৪ হাজার ৪৫ টাকা সম্পদের তথ্য পাওয়ায় কথা জানিয়েছে দুদক। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(১) ধারায় সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারি করেছে দুর্নীতি প্রতিরোধকারী সংস্থাটি।

কৃষকরা ৮০ টাকায় বিক্রি করছেন

১২ হাজার টাকায় কিনেছি। সার, কীটনাশক, হালচাষ সবকিছু মিলে আরও কয়েক হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু যে দামে বিক্রি করছি তাতে লোকসান হবে।' একই এলাকার কৃষক মো. সেলিম বলেন, 'এবার উৎপাদন খরচ বেশি হয়েছে। তবে ফলন ভালো হয়েছে। কিন্তু দাম পাচ্ছি না। এক বিঘায় আবাদে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ হয়। যদি এক বিঘায় ৫০ মণ হয় তাহলে বর্তমান বাজার অনুযায়ী মণ পড়ে তিন হাজার ২০০ টাকা। হিসেবে এক লাখ ৬০ হাজার টাকা হয়। তাহলে আমাদের লাভ কোথায়? তবে এই সময়ে আমদানি বন্ধ থাকলে ভালো দাম পাওয়া যায়।' ভাবকী এলাকার কৃষক কেবল কর্মকার বলেন, 'আগের বছরগুলোতে ১১০-১২০ টাকায় বিক্রি করতে পারতাম। এবার দাম কম। আমাদের বিক্রি শেষ হলে তখন দেখা যাবে বাজারে দাম বেড়ে গেছে। আসলে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে মজুত করে বেশি দামে বিক্রি করেন ব্যবসায়ীরা। এজন্য আমরা দাম পাই না।' দক্ষিণ আগ্রা এলাকার কৃষক মমিনুল ইসলাম বলেন, 'বাজারে কিন্তু খুচরায় ১২০ টাকায় বিক্রি হয়। কিন্তু আমরা বিক্রি করতে গেলে দাম পাই না। মণ বিক্রি হচ্ছে তিন হাজার ২০০ থেকে চার হাজার। তিন গ্রেডে বাছাই হয়। বড়, মাঝারি ও ছোট। ছোট রসুনের দাম কম। আসলে এই দামে রসুন বিক্রি করে লাভ হয় না।' কাচিনিয়া এলাকার কৃষক হবিবর রহমান বলেন, 'আগের বছরগুলোতে মণ ছিল ছয়-সাত হাজার টাকা। কিন্তু এবার দাম কম। কৃষকের কোনও লাভ হচ্ছে না। যে কৃষক সে কৃষকই থেকে যায়। ব্যবসায়ীরা লাভবান হন।' দিনাজপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জাফর ইকবাল বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'চলতি বছর জেলায় তিন হাজার ৮৭৬ হেক্টর জমিতে রসুন আবাদ হয়েছে। যা থেকে ৪১ হাজার ৮৫ মেট্রিক টন উৎপাদিত হবে। তবে এখন দাম একটু কম। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে দাম বাড়বে। কারণ সামনে কোরবানির ঈদ। কৃষকরা এই সময়টাতে রসুন শুকিয়ে রেখে দিতে পারেন। বাজারে যখন দাম বাড়বে তখন বিক্রি করবেন। সংরক্ষিত এসব রসুন পরবর্তী মৌসুমে বীজ হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন তারা।'

কাজী নাবিল ও তার পরিবারের ৩৬২

জেলার বোদা উপজেলায় থাকা ২৫ দশমিক ৫৫ একর জমি, পঞ্চগড় সদরে থাকা ১০ দশমিক ০৮ একর জমি, খুলনার ২৪৬ একর জমি, একই জেলার রূপসায় থাকা ২৬ দশমিক ৫১ একর জমি, রাজধানীর ধানমণ্ডিতে ১১ শতক জমিসহ ছয়তলা ভবনের এক তৃতীয়াংশ, মোহাম্মদপুরে থাকা দুইটি প্লট ও গুলশানের একটি ফ্ল্যাট। এছাড়াও কাজী নাবিলের পিতা মৃত কাজী শাহেদ আহমেদের জব্দকৃত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঢাকার ধানমন্ডিতে ১৬ দশমিক ৫০ শতাংশ জমিসহ ছয়তলা ভবন ও যশোরে জমিসহ দুইতলা বাড়ি। যশোরের কাজীপাড়ায় থাকা ১৫ দশমিক ৯৮ একর জমি ও কক্সবাজারের টেকনাফে থাকা ২ দশমিক ২৪ একর জমি। জব্দের আদেশ দেওয়া সম্পত্তির মধ্যে কাজী নাবিলের মাতা আমিনা আহমেদের নামে রয়েছে ধানমন্ডির তিনটি ফ্ল্যাট ও কক্সবাজারের সেন্টমার্টিনে থাকা ১ দশমিক ৪৪ একর জমি। এছাড়াও জব্দের আদেশ দেওয়া সম্পত্তির মধ্যে কাজী নাবিলের ভাই কাজী আনিস আহমেদের নামে রয়েছে ধানমন্ডিতে ১১ শতক জমিসহ ছয় তলা বাড়ির এক তৃতীয়াংশ ও গুলশানের একটি ফ্ল্যাট। এছাড়া কাজী নাবিলের অপর ভাই কাজী ইনামের নামে ধানমন্ডিতে ১১ শতক জমির উপর থাকা ছয়তলা ভবনের এক তৃতীয়াংশ, ধানমন্ডি ও গুলশানে থাকা আরও দুইটি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কাজী আনিসের বিদেশি কোম্পানির শেয়ার জব্দ এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগকৃত কাজী আনিস আহমেদের ৬১ লাখ ৩৯ হাজার ৩১ মার্কিন ডলার মূল্যের শেয়ার (বাংলাদেশি টাকায় যা প্রায় ৭৪ কোটি ৯৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা) অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন একই আদালত। দুদকের আবেদন সূত্রে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান অএঘউএঞঅ খখঈ এ কাজী নাবিল এসব টাকা বিনিয়োগ করেন। তিনি অর্থ বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে কোনও অনুমতি নেননি। এর আগে গত ১৩ মার্চ কাজী নাবিল আহমেদ, পিতা মৃত কাজী শাহেদ আহমেদ, মা আমিনা আহমেদ, দুই ভাই কাজী আনিস আহমেদ, কাজী ইনাম ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ৩৬ টি কোম্পানির ৪ কোটি ২৬ লাখ ৬ হাজার ৮৬৮ টি শেয়ার অবরুদ্ধের আদেশ দেন আদালত। এসব শেয়ারের অভিহিত মূল্য ৬০ কোটি ৪৪ লাখ ৬৮ হাজার টাকা। তার আগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি কাজী নাবিল আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ৮৩ টি ব্যাংক হিসাবে অবরুদ্ধের আদেশ দেন আদালত। এছাড়া এদিন তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে থাকা আরও ৪০ টি হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়।

তারিক আহমেদসহ ১৯ জনের

হয়েছে। এছাড়াও একই বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ (তৃতীয় টার্মিনাল) প্রকল্প থেকে ২৫০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ প্রকল্প থেকে ২১২ কোটি টাকা এবং কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল নির্মাণ ও রানওয়ে উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ১৫০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এই চার মামলায় তারিক সিদ্দিক ছাড়াও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব মহিবুল হক ও বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মফিদুর রহমান মহিবুলকে আসামি করা হয়েছে। অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেনড় বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাবেক যুগ্মসচিব জনেন্দ্রনাথ সরকার, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল মালেক ও বেবিচকের সাবেক সুপারিনটেনডেন্ট প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান।

চীন ইস্যুতে ট্রাম্পের নরম সুর

আমি বিশ্বাস করি, বাণিজ্য আলোচনা এগিয়ে যাওয়ার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে অত্যধিক উচ্চ শুল্ক হ্রাস করতে হবে। মূলত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য যুদ্ধ এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে। এই প্রেক্ষাপটে বিনিয়োগকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ের প্রধান বিকল্প হয়ে উঠেছে স্বর্ণ। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যেও রিজার্ভ হিসেবে চাহিদা বেড়েছে স্বর্ণের। এমন পরিস্থিতিতে চলতি বছরের শুরু থেকে ২৬ শতাংশের বেশি বেড়েছে স্বর্ণের দাম।

আফতাবনগরে কোরবানির

তফশিল অনুযায়ী, আফতাবনগর (ইস্টার্ন হাউজিং) বাড্ডা থানার ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড অধীন, যা ঢাকা নর্থ সিটি করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকার কাউন্সিলরও ঢাকা নর্থ সিটি করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এবং ২০২৩ সালে ঢাকা নর্থ সিটি করপোরেশন পশুর হাটের জন্য ইজার বিজ্ঞপ্তি দিলে রিট করার পর ওই ইজারা হাইকোর্ট স্থগিত করেন। পরে নর্থ সিটি করপোরেশন আপিল করলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এল ব্লকের পর থেকে ২০২৩ সালের জন্য ইজারা দেওয়ার অনুমতি দেয়। ফলে ওই সময় এল ব্লকের পর থেকে পশুর হাট হয়। কিন্তু হাইকোর্টের রিটের কারণে এ ব্লক হতে এইচ ব্লক পর্যন্ত পশুর হাট গত বছর বসানো হয়নি।

ডিসেম্বরের আগে নির্বাচনের একটা

পরিবর্তন হবে, আইনের আওতায় আনা হবে, বিচারের আওতায় আনা হবে। গলায় ছুরি দেওয়া আমাদের দ্বায়িত্ব না। দেখুন সারা দেশে বিএনপির হাতে আওয়ামী লীগের কোনো কর্মী মারা গেছে কিনা? তারেক রহমানের নেতৃত্বকে দেশে না আনার একটা চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্তকে রুখে দিতে একটা স্থিতিশীল নির্বাচন দরকার। জনপ্রতিনিধির সরকার দরকার। তিনি বলেন, এখন কেউ যদি ডিজিএফআই, এনএসআই দিয়ে নতুন দল তৈরি করার চেষ্টা করেন তাহলে ১/১১ এর মতো বদনামটা আপনাদের (অন্তর্বর্তী সরকার) ঘাড়েও চাপবে। নতুন দল যত হবে, মানুষ ভাববে আপনারাই করছেন। নির্বাচনের বিরোধিতা যারা করেন, তাদের কাছে অনুরোধ, আর বিরোধিতা কইরেন না। আসেন সবাই মিলে বাংলাদেশকে ভালোবাসি, একটা স্থিতিশীল নির্বাচনের ব্যবস্থা করি। বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স কাউন্সিলের সভাপতি আলী আশরাফ আখন্দের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব প্রমুখ।

৬ জেলার ওপর মৃদু তাপপ্রবাহ

ও খুলনা বিভাগসহ মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর ও নীলফামারী জেলার ওপর দিয়ে বয়ে মৃদু থেকে মাঝারি মাত্রায় তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপামাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকার সম্ভবনা রয়েছে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপামাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত এবং প্রবাহমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। আগামীকাল শনিবার রংপুর, রাজশাহী ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকার সম্ভবনা রয়েছে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপামাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত এবং প্রবাহমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। আগামী পাঁচ দিন বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।

রাজধানীতে ছাদ থেকে পড়ে

আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে ওই ভবনের ছাদ থেকে নিচে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে মারা যায় সে। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। এসআই সৌমিক ইসলাম হৃদয় বলেন, ভাটারা থানার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার জে ব্লকের ভাড়ার বাসার সামনে থেকে সিয়ামের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

হারুনের ফ্ল্যাট ও প্লট জব্দের আদেশ

মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে শত শত কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। অনুসন্ধান চলাকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, তিনি এসব সম্পদ বিক্রয় বা হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন। এজন্য সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে হারুনের এসব সম্পদ জব্দের আদেশ দেওয়া প্রয়োজন। এর আগে, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি হারুন অর রশীদের ১০০ বিঘা জমি, পাঁচটি ভবন ও দুটি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দেন আদালত। একই সঙ্গে তার নামে বিভিন্ন ব্যাংকের ১০টি হিসাবে থাকা ১ কোটি ২৬ লাখ ৯০ হাজার ৪৬৮ টাকা অবরুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়।

এক সপ্তাহ নৌ পুলিশের অভিযানে

এই অভিযানে ৩২৩ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৪৫টি মৎস্য, ৮টি বেপোরয়া, একটি চোরাইনাশক, একটি বালুমহাল, একটি ডাকাতি, একটি অন্যান্য ধারা, ৬টি অপমৃত্যু, ২টি মাদক এবং ২টি চাঁদাবাজি মামলাসহ মোট ৬৭টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ১২টি লাশ উদ্ধার করা হয়। জব্দ করা অবৈধ জাল ধ্বংস করা হয়েছে। মাছ এতিমখানায় বিতরণ এবং মাছের রেনু পোনা পানিতে অবমুক্ত করা হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

দেশে অপার সম্ভাবনা রয়েছে বিদেশি

রহমান। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, "আমাদের রপ্তানি একটি পণ্যের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। এজন্য আমাদের রপ্তানি বহুমুখীকরণ করা উচিত। টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে হবে। এছাড়া আমাদের দুর্নীতি দূর করতে হবে এবং স্বচ্ছতা বাড়াতে হবে।" তিনি বলেন, "দেশে বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) সম্প্রতি একটি সফল আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন করেছে। সেখানে আমরা আমাদের সক্ষমতা এবং সুযোগগুলো সম্পর্কে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অবহিত করেছি।" বাংলাদেশে যারা উদ্যোক্তা আছেন, যারা নানা প্রতিবন্ধকতার মাঝেও বাংলাদেশকে আজ এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন, আমি তাদের প্রতি আন্তরিক সম্মান জানাই। যারা এখানে নিজেদের পণ্যগুলো প্রদর্শন করতে নিয়ে এসেছেন তাদেরকে এবং বিদেশি ক্রেতাদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই। "উপদেষ্টা তার বক্তব্যে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রদর্শনীতে ১২০টির বেশি কোম্পানি অংশ নিয়েছে। সিঙ্গাপুর, লিবিয়া, কলম্বিয়া, আলজেরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, ভুটান, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক সোর্সিং এজেন্ট ও ক্রেতারা এতে অংশ নেন।

অন্তর্বর্তী সরকারকে অকার্যকর

ক্ষেত্রে প্রস্তুতির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। পতিত স্বৈরাচারের খুনের আসামিরা প্রকাশ্যে আদালতে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়া, খালেদা জিয়ার বিচার চেয়ে বক্তব্য রাখে। শাহজাহান খান গংরা আদালতে এসে সরকারকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আদালতকে তোয়াক্কা করে, পুলিশকে থোড়াই কেয়ার করছে। হাসিনার দোসররা আসামি হয়েও আদালতে যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করছে, তা মূলত অন্তর্বর্তী সরকারকে 'অকার্যকর' প্রমাণেরই এক গভীর চক্রান্ত। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, গণহত্যাকারী হাসিনা বাহিনী দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছরের দুঃশাসনে অপশাসনের জন্য ক্ষমা চাওয়া তো দূরে থাক, উল্টো আদালতে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। হাজারও শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আরও বড় ফ্যাসিস্ট হয়ে ফিরে আসার হুমকি দিচ্ছে তারা। তিনি বলেন, পুলিশ প্রশাসন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হাসিনার অলিগার্করা 'সর্ষের ভেতর ভূত' হয়ে থাকায় আজ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রিজভী বলেন, পাড়া-মহল্লা, পথে-ঘাটে, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের কোনো কমতি নেই। শেখ হাসিনার একটি ভয়াল হস্তে পাচার করা টাকা, সেই টাকার জোরে দেশে নানা ঘটনা ঘটিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাচ্ছে। একটি প্রবাদ আছে 'টাকায় কথা কয়'- শেখ হাসিনা এই প্রবাদটি কাজে লাগাতে চাচ্ছেন। বিএনপির সিনিয়র এ নেতা আরও বলেন, প্রশাসনের কিছু ব্যক্তির সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ ঢাকাসহ দেশের বিচ্ছিন্নভাবে ঝটিকা মিছিল করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। ভাস্কর মানবেন্দ্র ঘোষের মানিকগঞ্জের বাড়ি আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করা হয়েছে। কোনো কোনো পক্ষ আছেন, যারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চান। তাদের নেপথ্য ইন্ধন না থাকলে ফ্যাসিস্ট অনুচররা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দুঃসাহস দেখাতো না। এ ছাড়া, হাটহাজারি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সেক্টরে ফ্যাসিস্টদের সিন্ডিকেট তৎপরতা বহাল তবিয়তে কাজ করে যাচ্ছে বলেও দাবি করেন রুহুল কবির রিজভী। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আব্দুস সালাম প্রমুখ।

অপরিকল্পিত নগরী সাভার

ভবন নির্মাণ করে ফ্ল্যাট বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়ে রেখেছে। সরেজমিনে উপজেলার ব্যাংক কলোনি, রেডিও কলোনি, থানা রোড, বাজার রোড, শিমুলতলা, রাজাসন এলাকায় দেখা যায়, বহু ভবন ৫ তলা থেকে ১০ তলা পর্যন্ত গড়ে তোলা হয়েছে। ভবনের দুই পাশে পর্যাপ্ত জায়গা রাখা হয়নি, নেই পার্কিং সুবিধাও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুরু থেকেই সাভার এক অপরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে উঠেছে। আর নিয়ম না মেনে গড়ে ওঠা শহরটি তীব্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে দুর্ঘটনার শঙ্কা রয়েছে। এজন্য ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল উপজেলার রানা প্লাজা ধসের ঘটনাকে উল্লেখ করেন, ওই ঘটনায় ১১৭৫ শ্রমিক প্রাণ হারান। আহত হন দুই হাজারের বেশি শ্রমিক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক মো. আকতার মাহমুদ বলেন, "সাভার পৌরসভার ভেতরে যে ভবনগুলো নির্মাণ হচ্ছে, বিশেষ করে সেগুলো রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) অধিভুক্ত এলাকা, কিন্তু এখানে একটা স্থানীয় সরকার রয়েছে, সাভার পৌরসভা। তাদেরও একটা দেখভাল করার রয়েছে। কিন্তু না রাজউক পারছে, না সাভার পৌরসভা পারছে। সাভারে যত ধরনের বাড়িঘর হচ্ছে, ভবন হচ্ছে, কোনোটিই নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছে না।" তিনি বলেন, "ভবন নির্মাণ সরেজমিনে তদারকির লোকবলও দেখা যাচ্ছে না। এ কারণে যে বিল্ডিং কোড ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, তা খুবই সীমিত পরিসরে হচ্ছে। ফলে মানসম্মত ভবন তৈরি হয় না। কিন্তু নিয়ম হলো, মান ঠিক রাখা। সেটা হচ্ছে না। স্থানীয়ভাবে মিস্ত্রি বা প্রকৌশলী করছে হয়তো। কিন্তু করতে হবে নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের। এসব না করায় সাভার এলাকা একটি ঝুঁকিপূর্ণ নগরে পরিণত হয়েছে।" বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকির আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, "ভবিষ্যতে যেকোনো দুর্যোগে এই ভবনগুলোতে নানা রকম অসুবিধা তৈরি হবে। ভবন ধস হতে পারে, ভেঙে যেতে পারে। এমনকি নগরে বিল্ডিং কোড মানা হচ্ছে না। এতে স্থানীয় পর্যায়ে জনস্বাস্থ্যে ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। আলো বাতাস ঢুকে না, কলাম বিম ঠিকঠাক থাকে না। রাজউক বা সাভার পৌরসভার তদারকি ছাড়া ভবন নির্মাণ ঝুঁকিপূর্ণ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করে।" ঝুঁকি এড়াতে পৌরসভা, প্রকৌশলী, নগর পরিকল্পনাবিদদের দায়িত্ব দিতে হবে। ইমারত পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে স্থানীয় পর্যায়ে পরিদর্শনের জন্য। এটা নিশ্চিত না করা গেলে ঝুঁকি থেকেই যাবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। অন্যদিকে, সাভার পৌরসভা সাত তলা পর্যন্ত ভবনের অনুমোদন দিলেও পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে নির্মাণের সময় তদারকি করতে পারে না। ফলে ভবনটি আসলে কয় তলা পর্যন্ত নির্মিত হচ্ছে, সে তথ্য জানা যায় না। সাভার পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আমজাদ হোসেন বলেন, "আমরা সাত তলা পর্যন্ত অনুমোদন দেই। তবে অনুমোদনহীন কত ভবন রয়েছে, এমন কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। আমাদের পর্যাপ্ত জনবলের অভাব রয়েছে। আর সাভার পৌরসভা বহু আগে তৈরি হয়েছে। তখন থেকে তথ্য থাকলে সেটি হালনাগাদ করা যেতো। কিন্তু কখনও করা হয়নি। এত বড় একটা জায়গা। পৌরসভা রুটিন কাজ যারা করে, তাদের দিয়ে এই তথ্য তৈরি করা সম্ভব নয়। একটা জরিপ করলে হয়তো পাওয়া সম্ভব। কিছু অতীতে করা হয়নি। তবে অনুমোদনহীন ভবনের ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ পেলে চেষ্টা করি, সেটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের।" এ সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি বলেন, "এ ধরনের কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া আসলে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের বিষয়। সিদ্ধান্ত হলে হয়তো করা যাবে। তবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে ডেটাবেজ কেন হয়নি, বা করা হবে কিনা এমন কিছু বলা সম্ভব নয়। আর এই এলাকা রাজউকের ড্যাপের আওতায় রয়েছে। ফলে কে কার অনুমোদন নিয়ে ভবন করলো সেটাও যাচাইয়ের বিষয় রয়ে যায়।"

শ্রমিক হত্যার বিচার অন্ধকারে

আগে সাক্ষ্য শুরু হলেও এ মামলায় সাক্ষী খাড়া। মামলার অধিকাংশ ধার্য তারিখেই আদালতে কোনো সাক্ষী উপস্থিত হন না। এ পর্যন্ত অভিযোগপত্রভুক্ত ৫৯৪ জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র ৯৪ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। সর্বশেষ গত ১৫ এপ্রিল সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য ছিল। তবে ওইদিন সাক্ষী না আসায় আগামী ১৯ মে সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য পরবর্তী দিন ধার্য রয়েছে। চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি নুরুজ্জামান দোলন নামে একজন সাক্ষ্য দিয়েছেন। এর পরবর্তী ধার্য তারিখগুলোতে আর কোনো সাক্ষী আসেননি। মামলার বিচার কাজের বিষয়ে ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর মো. ইকবাল হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, প্রায় দুই বছর উচ্চ আদালতের আদেশে এ মামলার বিচারকাজ স্থগিত ছিল। সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হওয়ার পর ৯৪ সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। সাক্ষী হাজির করতে ১৭ জনের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়েছে। আশা করছি দ্রুতই মামলাটির বিচার সম্পন্ন করা যাবে। বিচারে দীর্ঘসূত্রতার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে রাষ্ট্রপক্ষের এই কৌঁসুলি বলেন, দীর্ঘ সময় আমরা এ মামলার দায়িত্বে ছিলাম না। ওই সময় যারা দায়িত্বে ছিলেন তারাই ভালো বলতে পারবেন। তবে আমরা ধারণা করছি, তাদের অবহেলার কারণেই এই মামলার দীর্ঘসূত্রতা হয়েছে। আমরা দায়িত্ব পাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই মামলার বিচারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। সাক্ষীদের হাজির হতে সমন জারি করেছি। আমরা দ্রুত সময়ে বিচার শেষ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। কবির হোসেন মোল্লা নামে রানা প্লাজায় থাকা গার্মেন্টসের একজন সুপার ভাইজার ভবন ধসে আহত হন। তিনি বলেন, আমি তিন দিন পর রাত তিন দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছি। আমার আশেপাশে অনেকে পানির পিপাসায় মারা গেছে। সেই ভয়াবহ ঘটনার একথা বলে গেলো, তবু বিচারটা পেলাম না। আমি উদ্ধারের পর ১৫ দিন চিকিৎসাধীন ছিলাম। ভবন মালিক রানাসহ জড়িত সবার দৃষ্টান্তমূলক সাজা চাই। কিন্তু আগের সরকারের সময় কোনো ক্ষতিপূরণ পায়নি। বর্তমান ইউনূস সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ চাই। এখনও মাথার সমস্যার জন্য আমাকে ওষুধ খেতে হয়। আসামি সোহেল রানার আইনজীবী মাসুদ খান খোকন বলেন, এ মামলায় রানার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। তিনি দীর্ঘ ১২ বছর কারাগারে রয়েছেন। কিন্তু যে বারোটি বছর তার জীবন থেকে চলে গেলো, যদি সে খালাস পায় তবে কে তাকে জীবনের ১২টি বছর ফিরিয়ে দেবে? রানা প্লাজার ভবন ধস কেবলই একটি দুর্ঘটনা। তাছাড়া রানা প্লাজার প্রকৃত মালিক সোহেল রানা নয়, মালিক তার বাবা আব্দুল খালেক। এখানে রানার কোনো হাত নেই। তিনি বলেন, বিগত সরকার সময়মতো সাক্ষী হাজির করতে তেমন সচেষ্ট হয়নি। তবে বর্তমান সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে আদালতে সাক্ষী হাজির করছেন। আসামিপক্ষের একটাই প্রত্যাশা সাক্ষী আসুক। ন্যায়বিচার হলে আমরা আশা করছি, বিচারে রানা খালাস পাবেন। ইমারত নির্মাণ আইনের মামলায় আজও শুরু হয়নি সাক্ষ্যগ্রহণ রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় ইমারত নির্মাণ আইন না মেনে ভবন নির্মাণ করায় রাজউকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. হেলাল উদ্দিন ওইদিন সাভার থানায় একটি মামলা করেন। তদন্ত শেষে ২০১৫ সালের ২৬ এপ্রিল সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার বিজয়কৃষ্ণ কর ভবনের মালিক সোহেল রানাসহ ১৮ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলায় সাক্ষী করা হয় ১৩০ জনকে। ২০১৬ সালের ১৪ জুন ঢাকার চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমান আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। এরপর এ মামলায় জেলা ও দায়রা জজ আদালতে কয়েকজন আসামি রিভিশন আবেদন করেন। এদের মধ্যে আসামি ফ্যান্টম অ্যাপারেলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আমিনুল ইসলামকে মামলাটি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত। এছাড়া মামলার আরেক আসামি সাভার পৌরসভার সাবেক মেয়র মো. রেফাতউল্লাহর পক্ষে ২০২১ সালের ৭ নভেম্বর এক বছরের জন্য মামলার বিচারিক কার্যক্রম স্থগিতের আদেশ দেন উচ্চ আদালত। উচ্চ আদালতে এ মামলার বিচারিক কার্যক্রম স্থগিত থাকায় অভিযোগ গঠনের প্রায় আট বছর পরও সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু করতে পারেনি রাষ্ট্রপক্ষ। ইমারত আইনের এ মামলাটি বর্তমানে ঢাকার অতিরিক্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কে.এম. মহিউদ্দিনের আদালতে বিচারাধীন। সর্বশেষ গত ৯ এপ্রিল মামলায় উচ্চ আদালতের আদেশ দাখিলের জন্য ছিল। তবে আসামিপক্ষ তা দাখিল করতে পারেনি। এজন্য আগামী ৩১ আগস্ট আদেশ দাখিলের জন্য দিন ধার্য রয়েছে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর মো. ইকবাল হোসেন বলেন, কয়েকজন আসামি অভিযোগ গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিভিশন আবেদন করেন। উচ্চ আদালতে মামলার বিচারিক কার্যক্রম স্থগিত থাকায় সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু করা যায়নি। এসব বিষয়ে আসামিপক্ষের আইনজীবী ফারুক আহম্মেদ বলেন, রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় হত্যা ও ইমারত নির্মাণ আইনের দুই মামলায় নয় বছর আগে অভিযোগ গঠন করা হয়। কয়েকজন আসামি উচ্চ আদালতে অভিযোগ গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেন। ইমারত নির্মাণ আইনের মামলাটিতে এক আসামির পক্ষে স্থগিতাদেশ থাকায় সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়নি। মামলা দুইটির বিচার শেষ না হওয়ায় আসামি সোহেল রানা কারামুক্ত হতে পারছেন না। আমার মতে আসামি সোহেল রানা বিচারহীনতাভাবে কারাগারে আটক রয়েছেন। দুই মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলো দুই মামলার উল্লেখযোগ্য আসামি, রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা, তার মা মর্জিনা বেগম, সাভার পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার হাজি মোহাম্মদ আলী, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক (আর্কিটেকচার ডিসিপ্লিন) এটিএম মাসুদ রেজা, প্রকৌশলী সাজ্জাদ হোসাইন, সাভার পৌরসভার সাবেক মেয়র মো. রেফাতউল্লাহ, সাভার পৌরসভার সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উত্তম কুমার রায়, নির্বাহী প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, সাবেক সহকারী প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান, সাবেক উপ-সহকারী প্রকৌশলী রাকিবুল হাসান রাসেল, সাভার পৌরসভার সাবেক টাউন প্ল্যানার ফারজানা ইসলাম, লাইসেন্স পরিদর্শক মো. আব্দুল মোত্তালিব, পৌরসভার সাবেক সচিব মর্জিনা খান, সাবেক সচিব মো. আবুল বাশার, ফ্যান্টম অ্যাপারেলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, নিউ ওয়েব বটমস লিমিটেডের এমডি বজলুস সামাদ ও ইথার টেক্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. আনিসুর রহমান। দুদকের মামলায় রানা ও তার মায়ের সাজা ভবন ধসের পর পালিয়ে যাওয়া রানাকে ঘটনার কয়েকদিন পর যশোর থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর রানার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা হয়। তার সম্পদের হিসাব দাখিল না করায় দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা করে। ওই মামলায় ২০১৭ সালের ২৯ আগস্ট সোহেল রানাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বিচারক কে এম ইমরুল কায়েস। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এদিকে, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে রানার মা মর্জিনা বেগমের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। এ মামলায় ২০১৮ সালের ২৯ মার্চ তাকে ছয় বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একইসঙ্গে তার প্রায় সাত কোটি টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন আদালত।

ড. ইউনূসের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন কাতারের

স্টাফ রিপোর্টার : কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন জাসেম আল সানি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে দেশ পুনর্গঠনে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দোহায় তার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এ কথা বলেন। কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন জাসেম আল সানি বলেন, তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে দায়িত্ব দেবেন। তিনি অধ্যাপক ইউনূসকে উদ্দেশ করে বলেন, আমরা আপনার ধারাবাহিক নেতৃত্বের ওপর ভরসা করি। সংস্কার ও পুনর্গঠনের এ প্রক্রিয়া শেষে বাংলাদেশ আরও শক্তিশালী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রধান উপদেষ্টা 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে কূটনৈতিক, আর্থিক ও বিনিয়োগ সহযোগিতা চান। তিনি দেশের প্রায় ১৮ কোটি জনগণ, বিশেষ করে তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আহ্বান জানান। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, আমাদের তরুণদের স্বপ্নের দেশ গড়ে তুলতে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। কাতারের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সঙ্গে বিস্তৃত সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করতে একটি কারিগরি দল পাঠানোর অনুরোধ জানান। বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকটও আলোচনায় উঠে আসে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, রোহিঙ্গারা যাতে সম্মানজনকভাবে নিজ দেশে ফিরতে পারে, সেজন্য সব ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা জরুরি। তিনি আর্থনা সামিটের ফাঁকে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে উচ্চপর্যায়ের সংলাপ আয়োজনে সহায়তার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কাতারের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের ভূমিকাকে সাধুবাদ জানান এবং এই সংকট সমাধানে আরও আন্তর্জাতিক সহায়তা আহ্বান করেন। তিনি বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা ও এ সংকটের টেকসই সমাধানে কাতারের অব্যাহত সহায়তার আশ্বাস দেন। বৈঠকে গাজা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, গাজাবাসীর দুর্দশা নিয়ে বিশ্ব এখনো অনেকটাই নীরব। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থানকে সাধুবাদ জানান কাতারের প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের নারী ক্রীড়াবিদদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো গড়ে তুলতে কাতারের সহায়তা কামনা করেন অধ্যাপক ইউনূস। তিনি কাতারের প্রধানমন্ত্রীকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান, যা শেখ মোহাম্মদ সানন্দে গ্রহণ করেন। প্রধান উপদেষ্টা ২৩ এপ্রিল আলজাজিরা পরিদর্শন করেন এবং গাজা সংকট নিয়ে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও রিপোর্ট করা অব্যাহত রাখায় তিনি আলজাজিরাকে ধন্যবাদ জানান। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান, এসডিজি বিষয়ক সমন্বয়ক লামিয়া মোর্শেদসহ অন্যরা।

শ্রমিকদের দুর্বল করা কেউ যেন রাষ্ট্রীয় পদ না পায়: আখতার

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন বলেছেন, যারা শ্রমিকদের কর্মস্থলে দুর্বল করে রাখে, তাদের পক্ষে কথা বলার সুযোগ দেয় না, কোনোভাবেই রাষ্ট্রীয় পদ-পদবী এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জায়গায় যেন তাদের দেওয়া না হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সাভারে রানা প্লাজা ট্রাজেডির ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৩-২৪ স্মরণ ও সংস্কারে শ্রমিকের বন্দোবস্ত কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। আখতার হোসেন বলেন, এনসিপি বাংলাদেশে নতুন করে রাজনীতির বন্দোবস্ত নির্মাণ করতে চায়। শ্রমিকদের হিস্যা ন্যায্যভাবে আদায় করার জন্য জাতীয় নাগরিক পার্টি সবসময় তাদের পাশে থেকে কাজ করে যাবে। তিনি বলেন, এনসিপি শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য তাদের স্বার্থে শ্রমিক উইং গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই মধ্যে আমরা সমন্বয়ক একটি কমিটি করেছি। আপনাদের কাছে আহ্বান থাকবে দেশের শ্রমিক জনতার পক্ষে কথা বলার জন্য, তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করার জন্য অবশ্যই জাতীয় নাগরিক পার্টির শ্রমিক উইংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন। আখতার হোসেন বলেন, ২৪ এপ্রিল জাতীয় শ্রমিক দিবসে সব গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানসহ যতগুলো শ্রমিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সবগুলোতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে কোথায় কোথায় বিগত ১ বছরে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমিক পরিবেশ রয়েছে, কর্মস্থল রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোনগুলোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেই তালিকা পরিষ্কার করতে হবে। এনসিপির সদস্য সচিব বলেন, রানা প্লাজার ঘটনায় যারা শহীদ হয়েছেন, সেই শহীদ পরিবার এবং যারা আহত হয়েছেন, পঙ্গু হয়েছেন সেই সব শ্রমিকদের অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক উইংয়ে প্রধান সমন্বয়কারী মাজহারুল ইসলাম ফকির, শ্রমিক উইংয়ে স্থানীয় নেতাকর্মীসহ জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতাকর্মীরা।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে বাস, গাছে ঝুলছিল ছাদ

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের শৈলকূপায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে পড়ে চারজন আহত হয়েছেন। তবে দুর্ঘটনার শিকার বাসের ছাদ ভেঙে গাছের ডালে ঝুলে ছিল। গত বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, রাতে 'এফকে ডিলাক্স' নামের একটি বাস ঢাকা থেকে শৈলকূপায় যাচ্ছিল। পথে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের বড়দাহ এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এতে বাসটি সড়কের পাশের একটি গাছে ধাক্কা খেয়ে পাশের খাদে পড়ে যায়। সে সময় বাসটির ছাদ গাছে ধাক্কা লেগে ডালে ঝুলে থাকে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। শৈলকূপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, দুর্ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বাংলাদেশে অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন চায় অস্ট্রেলিয়া: হাইকমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন চায় অস্ট্রেলিয়া। এজন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতাও দিতে চায় দেশটি। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান ঢাকায় নবনিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার সুসান রাইলি। অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তিনি আমাদের সাক্ষাতের জন্য সময় দিয়েছেন। আমরা বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয়ে জেনেছি। অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশে একটি ফ্রি, ফেয়ার নির্বাচন প্রত্যাশা করে। আমাদের বৈঠক খুব ফলপ্রসূ হয়েছে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা দিতে চায় বলেও জানান তিনি। এর আগেও ইসির সঙ্গে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিকরা বৈঠক করে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চেয়েছে। একই সঙ্গে অনেকে নির্বাচনী সহায়তাও দিতে চেয়েছে। এরই মধ্যে ইউএনডিপি নির্বাচনী উপকরণ দিয়ে সহায়তা দিচ্ছে। আগামী ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে সংসদ নির্বাচনের সময় ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি।

মুগদা মেডিকেলে পাঁচ নারীসহ ২২ দালালের কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে পাঁচ নারীসহ ২২ দালালকে গ্রেপ্তার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। পরে তাদের ১৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর থেকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা-এনএসআই, সেনাবাহিনী ও পুলিশ সম্মিলিত অভিযান চালায়। পরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন ঢাকা মহানগর পুলিশের মতিঝিল বিভাগের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মহিদুর রহমান। এসময় তিনি জানান, হাসপাতালটিতে সেবা নিতে আসা মানুষদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার কাজ করেন আটক দালালরা। আটক ২২ জনের মধ্যে ১৭ জন পুরুষ ও ৫ জন নারী।

সাবেক ডিবিপ্রধান হারুনের ফ্ল্যাট ও প্লট জব্দের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক ডিবিপ্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের নামে রাজধানীর উত্তরায় থাকা একটি ফ্ল্যাট ও মোট ১৮ কাঠার তিনটি প্লট জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিব দুদকের আবেদন মঞ্জুর করে এ আদেশ দেন। দুদকের আবেদন সূত্রে জানা যায়, হারুনের নামে থাকা পৃথক তিনটি প্লট রাজধানীর উত্তরায় অবস্থিত। এছাড়াও জব্দের আদেশ দেওয়া ১৫৭০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটটিও উত্তরার ১০ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত। এদিন হারুনের এসব সম্পদ জব্দের আবেদন করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপপরিচালক মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। আবেদনে বলা হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির মাধ্যমে সাবেক ডিবিপ্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে শত শত কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। অনুসন্ধান চলাকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, তিনি এসব সম্পদ বিক্রয় বা হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন। এজন্য সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে হারুনের এসব সম্পদ জব্দের আদেশ দেওয়া প্রয়োজন। এর আগে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি হারুন অর রশীদের ১০০ বিঘা জমি, পাঁচটি ভবন ও দুটি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দেন আদালত। একই সঙ্গে তার নামে বিভিন্ন ব্যাংকের ১০টি হিসাবে থাকা ১ কোটি ২৬ লাখ ৯০ হাজার ৪৬৮ টাকা অবরুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি এদিনই তার ভাই এবিএম শাহরিয়ারের ৩০ বিঘা জমি জব্দ, ১১টি ব্যাংক হিসাব এবং তিনটি কোম্পানির শেয়ার অবরুদ্ধের আদেশ দেন ঢাকার আদালত।

ঘুস গ্রহণকালে ডিএসসিসির ওয়ার্ড সচিব গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ২নং অঞ্চলের ৪ নম্বর ওয়ার্ড সচিব কুতুবউদ্দিন সোহেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘুস গ্রহণকালে তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক বিশেষ টিম। গতকাল বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম। গতকাল বৃহস্পতিবার তার নিজ কার্যালয়ে দুদকের একটি বিশেষ টিম অভিযান পরিচালনা করে। পরে কুতুবউদ্দিন সোহেলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। ডিএসসিসি সূত্র জানায়, ২ নম্বর ওয়ার্ডের সবুজবাগে পূর্ব বাসাবো এলাকায় নির্মাণাধীন ডায়াগনস্টিক সেন্টারটি চালুর জন্য সিটি করপোরেশনের ছাড়পত্র প্রয়োজন। এজন্য করপোরেশনে আবেদন করেন লাইফ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ঢাকার ম্যানেজার মো. সাইফুল ইসলাম। এসময় ছাড়পত্রের জন্য ১০ হাজার টাকা ঘুষ চান কুতুবউদ্দিন সোহেল। অন্যথায় কোনোভাবেই ছাড়পত্র দেবেন না বলে হুমকি দেন। পরে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সাইফুল। অভিযোগে বলা হয়, দরপত্র দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সচিব কুতুবউদ্দিন সোহেল সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে কোনো ক্রুটি না পেলেও ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য ১০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। পরে গতকাল বৃহস্পতিবার হাতেনাতে দুদক তাকে গ্রেপ্তার করে।

জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সদস্য হলেন বিচারপতি ফাতেমা নজীব

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সদস্য হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ফাতেমা নজীব। এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়। গত বুধবার আইন সচিব শেখ আবু তাহেরের সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি ৩(২)(খ) ও ৩(৩) অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ফাতেমা নজীবকে ওই কমিশনের সদস্য হিসেবে পাঁচ বছরের জন্য মনোনয়ন প্রদান করেছেন। জেলা ও দায়রা জজ বেগম ফাতেমা নজীব ২০১৮ সালের ৩০ মে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। এরপর ২০২০ সালের ৮ জুন তাকে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ১৯৮৪ সালে মুন্সেফ হিসেবে বিচার বিভাগে কর্মজীবন শুরু করেন। কর্মজীবনের ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন ফাতেমা নজীব। তিনি দক্ষিণ কোরিয়া, নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া হংকং, থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ, সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কাসহ বেশকিছু দেশ ভ্রমণ করেন।

ডিএমপির সাবেক ডিসি তানভীর সাময়িক বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীর সারদার পুলিশ একাডেমির পুলিশ সুপার মো. তানভীর সালেহীন ইমনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক উপ-কমিশনার (ডিসি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপন থেকে এই তথ্য জানা গেছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে গত বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব নাসিমুল গনির সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সারদার বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির পুলিশ সুপার ও ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক উপ-কমিশনার (ডিসি) তানভীরের বিরুদ্ধে গত বছরের ২১ আগস্ট ঢাকার নিউমার্কেট থানায় হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে মামলা হয়। চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি এই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, তানভীর বর্তমানে কারাগারে আছেন বলে জানা গেছে। তানভীরকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর বিধান অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে সরকারি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি রাজশাহী রেঞ্জের উপ-মহাপরিদর্শকের (ডিআইজি) কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন। তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা পাবেন। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো।

ফয়জুল করিমকে বরিশালের মেয়র করতে বিক্ষোভ, জামানত হারানো প্রার্থীর মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম সিটি মেয়র ঘোষণার দাবিতে বরিশাল জেলা ও দায়রা আদালতের প্রধান গেটের সামনে গণঅবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এদিকে ২০২৩ সালের ১২ জুনের সিটি নির্বাচন বাতিল করে জাতীয় পার্টির প্রকৌশলী ইকবাল হোসেন তাপসকে মেয়র ঘোষণার দাবিতে মামলা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল সহকারে জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। এরপর ফয়জুল করিমকে মেয়র ঘোষণার দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাদের দাবি, গত সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই আবুল খায়ের আব্দুল্লাহকে মেয়র ঘোষণা করা হয়। ওই নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে ফয়জুল করিম মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন দাবি করে তাকে মেয়র ঘোষণার আহ্বান জানান। অন্যথায় তারা গণঅবস্থান কর্মসূচি থেকে কোনোভাবেই সরে যাবেন না বলে ঘোষণা দেন। আদালতের শুনানি শেষে গণঅবস্থান প্রাঙ্গণে এসে বাদীর আইনজীবী শেখ আব্দুল্লাহ নাসির নেতাকর্মী ও গণমাধ্যম কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, গত সিটি করপোরেশন নির্বাচনে হাতপাখা প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়ছে বুঝতে পেরে তার বাদীকে হত্যার উদ্দেশে রক্তাক্ত করা হয়। এমনকি বেলা ১২টার পর সব কেন্দ্র আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা দখল করে নেয়। পরে আবুল খায়েরকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী দেখানো হয়।

সম্পাদকীয়

মুসলিম নিধনে একজোট ভারত ও ইসরায়েল!

বর্তমান বিশ্বে ইসরাইল ও ভারতের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যা কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উভয় দেশের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে একটি উদ্বেগজনক মিল চোখে পড়ে - উভয় রাষ্ট্রই তাদের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি ক্রমবর্ধমান বৈরী আচরণ করছে। গাজায় ইসরাইলি বাহিনীর নির্মম হামলা এবং ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতার মধ্যে একটি ভয়াবহ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। গাজায় ইসরাইলি হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্রে 'মেইড ইন ইন্ডিয়া' লেখা পাওয়ার খবর আন্তর্জাতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় কোম্পানি প্রিমিয়ার এক্সপ্লোসিভ লিমিটেড কর্তৃক ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর জন্য সলিড প্রোপেল্যান্ট সরবরাহের তথ্য নিশ্চিত হওয়ার পর থেকে প্রশ্ন উঠেছে ভারতের প্রকৃত অবস্থান নিয়ে। অন্যদিকে, ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরকারি মদদে সংঘটিত সহিংসতা, মসজিদ ভাঙার ঘটনা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে। ৭ এপ্রিল ২০২৪-এ ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে বিশ্বব্যাপী আয়োজিত হরতালে ভারতের অনন্য প্রতিক্রিয়া বিশ্ববাসীকে হতবাক করেছে। যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিল, ভারতে উল্টো চিত্র দেখা গেছে। সেখানে জনগণ ইসরাইলের পক্ষে মিছিল করেছে, ফিলিস্তিনি পতাকা প্রদর্শনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গাজায় নিহত শিশুদের নিয়ে অমানবিক মিম তৈরি করে ভারতীয় ব্যবহারকারীরা আলোচনায় এসেছেন। ভারতের অভ্যন্তরীণ নীতিও সমানভাবে উদ্বেগজনক। সম্প্রতি পাস হওয়া বিতর্কিত ওয়াকফ আইন মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হস্তান্তরের পথ সুগম করেছে। গরু কোরবানির অজুহাতে মুসলিম নিধন, ধর্মীয় উৎসবে বাধা প্রদান এবং মসজিদ ভাঙার ঘটনাগুলো এখন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা ইসরাইলের ফিলিস্তিনি নীতির সঙ্গে আশ্চর্য রকমের মিল প্রদর্শন করে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ইসরাইল ও ভারতের মধ্যে গড়ে উঠা এই সম্পর্ক কেবল কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক সহযোগিতায় মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। উভয় দেশই তাদের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি একই রকমের দমননীতি অনুসরণ করছে। ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যে নীতি গ্রহণ করেছে, ভারতও তার অভ্যন্তরীণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি অনুরূপ আচরণ করছে। এই সমান্তরাল নীতিগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের উচিত উভয় দেশের এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই ধারা যদি এখনই রোধ না করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে এর পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন। মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ বিশ্ব শান্তির পথে একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করে।

ভারতের অভ্যন্তরীণ নীতিও সমানভাবে উদ্বেগজনক। সম্প্রতি পাস হওয়া বিতর্কিত ওয়াকফ আইন মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হস্তান্তরের পথ সুগম করেছে। গরু কোরবানির অজুহাতে মুসলিম নিধন, ধর্মীয় উৎসবে বাধা প্রদান এবং মসজিদ ভাঙার ঘটনাগুলো এখন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা ইসরাইলের ফিলিস্তিনি নীতির সঙ্গে আশ্চর্য রকমের মিল প্রদর্শন করে

সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ

পহেলা বৈশাখকে ঘিরে গ্রামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লাঠি খেলা, ঘোড়দৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, বাউল গান, পালাগান, গ্রামীণ কিচ্ছা এবং বাহারি খাবারের নানা আয়োজন। গ্রামের আরেকটি ঐতিহ্যের বিষয় ছিল বৈশাখী মেলা। গ্রামের কোনো নদীর তীরে বা বড় বটগাছের নিচে যেখানে বিস্তৃত জায়গা রয়েছে, সেখানে বসত মেলা। দূর দূরান্ত থেকে লোকজন আসত মেলায়, আর এই মেলায় ফুটে উঠে বাঙালি সংস্কৃতির আসল বাস্তবতা। পহেলা বৈশাখের সকাল থেকেই ঘরে ঘরে চলত রান্নাবান্নার আয়োজন। তবে সে আয়োজনটা থাকত প্রতিদিনের চেয়ে একটু ভিন্ন। বিশেষ কিছু রান্নার পাশাপাশি অবশ্যই পায়েস রান্না করা হতো। বউ-ঝিরা সকাল থেকেই আনন্দের সঙ্গে রান্নাবান্নায় অংশগ্রহণ করত। মেয়েরা বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসত পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে। জামাইরা আসত শ্বশুরবাড়িতে, এটা যে কত আনন্দের একটা উৎসব ছিল তা বলে বোঝানো কঠিন। মেলায় পাওয়া যেত গৃহস্থালির নানা জিনিসপত্রও। সেই সেঙ্গ থাকত মুড়ি-মুড়কি আর খেলনা। ছোট ছেলে-মেয়েদের মাঝে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। তারা মেলা থেকে বাঁশি, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি কিনত। মেলায় আরও থাকত নাগরদোলা, পুতুলনাচ, বানরের খেলা, যা দেখে সবাই খুব আনন্দ পেত। শিশু থেকে শুরু করে বড়রাও এই আনন্দ ভাগ করে নিতে কার্পণ্য করতেন না। সন্ধ্যার পর শুরু হতো বাউল গানের আসর। সারাদিনের কাজ শেষ করে দলে দলে লোকজন গান শোনার জন্য মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতো। গভীর রাত পর্যন্ত চলত বাউল, জারি সারি গান। এ ছাড়া গ্রামজুড়ে খণ্ড খণ্ড অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হতো পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষকে।

এছাড়া আরেকটি উল্লেখযোগ্য উৎসব হলো হালখাতা। অনেক ক্রেতা সারা বছর দোকান থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করতেন। দোকানিরাও তাদের বাকিতে পণ্য দিতেন। তবে যখন হালখাতার আয়োজন করা হতো তখন সমস্ত টাকা বা বেশিরভাগ টাকা পরিশোধ করে দিতেন। তবে সে হালখাতাটাও ব্যবসায়ীরা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে করে থাকেন। ব্যবসায়ীরা পুরাতন খাতায় হিসাব শেষ করে নতুন খাতা খোলেন। এসবসহ আরও নানা আয়োজন। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এই পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্যবাহী আয়োজনগুলোর সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদেরই। এই ঐতিহ্যগুলো যেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারে।

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের হামলা : মানবতার প্রতি এক অব্যাহত আঘাত

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের সামরিক হামলা দীর্ঘদিন ধরে একটি মর্মান্তিক বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংঘাত শুধু একটি ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নয়, বরং মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি উপেক্ষার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। সাম্প্রতিক সময়ে গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলা ও স্থল অভিযানে শত শত নিরীহ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এই অব্যাহত আগ্রাসন কেবল ফিলিস্তিনিদের জীবন ধ্বংস করছে না, বরং বিশ্ব সম্প্রদায়ের নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাসের ওপরও গভীর ক্ষত সৃষ্টি করছে। গাজা, একটি অবরুদ্ধ ভূখণ্ড, যেখানে প্রায় ২০ লাখ মানুষ সীমিত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বেঁচে আছে, সেখানে ইসরায়েলের সামরিক অভিযানগুলো প্রায়শই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অমানবিক বলে সমালোচিত হয়েছে। স্কুল, হাসপাতাল- এমনকি জাতিসংঘ পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রেও হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলায় শিশু ও নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যু শুধু মানবিক বিপর্যয় নয়, একটি জাতির ভবিষ্যৎ ও আশা ধ্বংসের চিত্র। ইসরায়েল দাবি করে, তারা হামাসের মতো সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে লক্ষ্য করে এসব অভিযান চালাচ্ছে। কিন্তু বেসামরিক নাগরিকদের ওপর এর ভয়াবহ প্রভাব এই দাবির ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর ভূমিকাও এখানে প্রশ্নবিদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থন অব্যাহত রেখেছে, যা প্রায়শই একপক্ষীয় বলে সমালোচিত হয়। অন্যদিকে, আরব বিশ্বের ঐক্যের অভাব এবং কিছু দেশের নিজস্ব স্বার্থপরায়ণতা ফিলিস্তিনিদের জন্য ন্যায়বিচারের পথকে আরও দুরূহ করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে গাজার সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কেবল বেড়েই চলেছে- খাদ্য, পানি, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের অভাবে গাজার জনজীবন প্রায় ধ্বংসের মুখে। এই সংকটের সমাধান কী? সামরিক শক্তি দিয়ে একটি জাতিকে দমন করা কখনোই স্থায়ী শান্তি আনতে পারে না। ইসরায়েলের নিরাপত্তার প্রশ্ন অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তা ফিলিস্তিনিদের জীবন ও স্বাধীনতার মূল্যে আসতে পারে না।

গাজার অশ্রু : ইসরায়েলের বর্বরতা ও বিশ্বের নীরবতা

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

ইসরায়েলের বোমার আঘাতে এখন আর শুধু বাড়িঘর ধ্বংস হয় না, ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবন ও তার সঙ্গে মানবদেহও আকাশে উড়ছে। অকল্পনীয় ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য। ইসরায়েলকে কেউ থামাতে পারল না, পারবেও না। অসহায় সাধারণ মুসলমান অহর্নিশ সৃষ্টিকর্তার করুণা ভিক্ষা করছে, দোয়া করছে, প্রার্থনা করছে বিগত ৭৬ বছর ধরে। ৭৬ বছর ধরে ভিটেবাড়ি ছাড়া ফিলিস্তিনিরা, ২০ লাখ অধিবাসীর গাজা বিগত ১৫ মাস ধরে আমেরিকা আর ইসরায়েলের বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে, প্রতিদিন লোক মরছে, আহত হচ্ছে, অসংখ্য লাশ ভবনের নিচে চাপা পড়ে আছে, খাবার নেই, বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই। এত লাশ, কবর দেয়ার জায়গা নেই। স্বজন, সম্পদ, আশ্রয় সব হারিয়ে নিঃস্ব গাজাবাসী। এমন রোমহর্ষক দৃশ্য দেখেও জগতবাসী নির্বিকার। মনে হচ্ছে ফিলিস্তিনিরা মানুষ পদবাচ্য নয়, মানুষ হলে শত শত শিশুর মৃত্যুতে যুদ্ধ এতদিনে থেমে যেত। জগতে সৃষ্ট প্রজাতির মধ্যে মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে দিয়ে তা প্রমাণ করা সহজ। অবশ্য এই হিংস্র মানুষটিকে উন্মাদ করে দিয়েছে হামাস। নিজের শক্তি সম্পর্কে অতিরিক্ত আস্থা ও বিশ্বাস থাকায় হামাস ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হঠাৎ আক্রমণ করে বেসামরিক ইসরাইলিদের হত্যা করেছে, নিপীড়ন করেছে, জিম্মি করেছে। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গাজার অভ্যন্তরে যেখানেই নড়াচড়া চোখে পড়েছে সেখানেই গুলি করে ইসরায়েলের সেনারা তা স্তব্ধ করে দিচ্ছে। ইসরায়েলের সেনাদের কথাবার্তায় কোন রাখঢাক নেই, ২০২৩ সালে অক্টোবরে হামাস যোদ্ধারা তাদের মেরেছে, এখন তারা ফিলিস্তিনিদের মারছে। এক সেনার উক্তি, 'আমরা তাদের মারতে এসেছি। আমরা তাদের স্ত্রী, সন্তান, কুকুর, বিড়াল- সবকিছুই মারছি।' ইসরায়েলই একমাত্র সার্বভৌম দেশ এবং বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি বলতে পারেন, 'আমরা যা চাই, তাই করব।' জগতবাসী ধরে নিয়েছে, ফিলিস্তিনিদের হত্যার অধিকার ইসরায়েলের রয়েছে; কারণ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বদল হলেও ইসরায়েলের পক্ষে আমেরিকার সমর্থনের কোন পরিবর্তন হয় না। মুসলিম সমাজের হম্বিতম্বি শুধু নিজেদের মধ্যে, তাদের খুশির অন্ত থাকে না যখন একজন হিন্দু বা খ্রিস্টান মুসলমান হয়, তাদের আনন্দের সীমা থাকে না যখন পাকিস্তান এটম বোমা বানায়, তাদের খুশির খুশব ছড়ায় যখন মুসলমানের সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু সংখ্যা বাড়িয়ে কী লাভ! ২০০ কোটি মুসলমান দেড় কোটি ইহুদির কাছে মার খাচ্ছে। লাঠি আর তলোয়ারের যুদ্ধ হলে অবশ্য মুসলমানদের জয় ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু সর্বাধুনিক প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তলোয়ার অকেজো। যুদ্ধ শুধু অস্ত্রে হয় না, গোয়েন্দা তথ্য মুখ্য। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি করার ক্ষেত্রে ইসরায়েল শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান বিমুখ মুসলমান জাতি অতীতমুখী, অতীতের অহঙ্কার নিয়ে বর্তমান জয় করতে চায়। মুসলিম বিশ্বের খলিফা হওয়ার বাসনা পোষণ করে তুরস্ক এবং সৌদি আরব। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানকে হতাশাগ্রস্ত মুসলিমের ত্রাতা হিসেবে ভাবা হচ্ছিল, গাজাবাসীদের নির্মূল অভিযানে তার নিষ্ক্রিয়তায় সবাই হতাশ। ইরানের বিরাট বিরাট গোলাবারুদ দেখে আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম, কিন্তু ইরানের ওপর ইসরায়েলের আক্রমণের নমুনা দেখে ইরান একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে গেছে। ইরানের নিক্ষিপ্ত তিনশ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের মধ্যে মাত্র তিনটি ইসরায়েলের মাটিতে পড়েছে, বাকিগুলো আকাশেই ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের ইমান মজবুত হলেও প্রযুক্তিতে দুর্বল। পবিত্র কোরআন সব বিজ্ঞানের উৎস-এটা নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। কোরআন-হাদিসের ওপর কার জ্ঞান বেশি, জ্ঞানের বাজারে কে কার ওস্তাদ-তা নিয়ে প্রতিদিন আলেমদের বাহাস শুনি। মুফতি কাজি ইব্রাহিম মাঝে মাঝে আবিষ্কারের কথা বলেন, নিজেকে বিজ্ঞানী বলে অবহিত করে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের উপহাস করেন। তার আবিষ্কারের উদ্ভট কাহিনীও মুসলিম শ্রোতারা বিশ্বাস করে। বেশি বেশি ওয়াজের কারণে বাংলাদেশে করোনা আসবে না বলে তিনি নিশ্চিত করেছিলেন। মুফতি আমির হামজা বলেছিলেন, বাংলাদেশে করোনা এলে কোরআন মিথ্যে হয়ে যাবে। এই আলেম এখনো ওয়াজ করে যাচ্ছেন, সবাই শুনছি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্য পরকালই শ্রেষ্ঠ স্থান, ইহকাল নয়। হামাসের জন্য দুঃখজনক হচ্ছে, ইরানের নিক্ষিপ্ত বোমা ধ্বংস করেছে মুসলিম দেশ জর্ডান। মুসলিম দেশগুলোর একটি ফোরামের নাম 'আরব লীগ'। ইসরায়েল কর্তৃক গাজা আক্রমণের পর কয়েকবার এই ফোরামের বৈঠক হয়েছে, কেন বৈঠক করেছে তা কেউ জানে না। ইসরায়েল জাতিসংঘের সিদ্ধান্তও মানছে না; এই না মানার প্রধান কারণ হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনায় আরব লীগের মৌন সম্মতি। আরব লীগ বা মুসলিম উম্মার কথা জোরেশোরে প্রচার করলেও প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা ১০ কোটির বেশি হবে না; কারণ মুসলমানদের এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে, এক তরিকার লোক আরেক তরিকার লোককে 'কাফের' বলে ফতোয়া দিচ্ছে। কোন কাফের মুসলমান হতে পারে না। ড. এনায়েত উল্লাহ আব্বাসীর ফতোয়া হচ্ছে মিজানুর রহমান আজহারী 'কাফের'। শিয়াদের 'কাফের' বলছে সুন্নিরা, শিয়ারা বলছে সুন্নিদের। হামাসেরা নাকি মুসলমান নয়, এটা কোন ইহুদি বলেনি, বলেছেন মুসলিম আলেমেরা। মুসলমানদের মধ্যে অনেক নাস্তিক ও সংশয়বাদী আছেন। এভাবে বাদ দিয়ে দিয়ে হিসাব করলে মুসলমানের সংখ্যা ১০ কোটির বেশি হবে বলে মনে হয় না। ৫৬টি মুসলিম দেশের অবস্থাও তথৈবচ, এরা কেউ কারও কর্তৃত্ব মানে না, এরা মানে আমেরিকা বা রাশিয়ার কর্তৃত্ব। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো সমৃদ্ধশালী দুটি দেশ ইরাক এবং লিবিয়াকে আমেরিকার সঙ্গে এক হয়ে ধ্বংস করেছে, ধ্বংস করছে সিরিয়া আর ইয়েমেনকে। ইয়েমেনের হুতি, লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ইরান ছাড়া বাকি মুসলিম দেশগুলো হামাসের ধ্বংস চায়; কারণ হামাসেরা মিসরের ব্রাদারহুড সংগঠনের শিষ্য। ব্রাদারহুড উগ্রপন্থি, নির্বাচনে জয় লাভ করেও আমেরিকার বিরোধিতার কারণে তারা ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যের রাজা-বাদশাহরা মনে করে হামাসের চেয়ে ইসরায়েল তাদের রাজত্বের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ। মুসলমানদের একটা ভালো গুণ আছে, জগতের সব বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েও আল্লাহর কাছে ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রত্যাশা করে। সান্ত্বনা লাভের জন্য প্রতিটি ঘটনার কার্য-কারণ খোঁজে, মায়ানমারের ভূমিকম্পকে বলে 'আল্লাহর গজব', আর তুরস্কের ভূমিকম্প বা গাজার ধ্বংসলীলাকে বলে 'আল্লাহর পরীক্ষা'। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও গাজার ফিলিস্তিনিরা মনে করে ইসরায়েলের পতন একদিন হবেই। ইসরায়েলের পতন নিশ্চিত জেনেও গাজাবাসী প্রাণ ভয়ে এখন পালাচ্ছে, এই পালানোর দৃশ্য দেখলে বোঝা যায় জীবনের মায়া কত বেশি। প্রাণ রক্ষার্থে পালায়নপর অগণিত গাজাবাসীর মধ্যে চার বা পাঁচ বছরের একটি শিশু রাস্তায় হতবিহ্বল হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, তার মা-বাবা হারিয়ে গেছে, তাকে কোলে তুলে নিয়ে কেউ দৌড়ানোর গরজ বোধ করছে না, এমন কী তার দিকে কারও তাকানোর সময়ও নেই। আরেকটি দৃশ্য আরও করুণ, এক নারী পথিমধ্যে পরিত্যক্ত দুধের একটি শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড়াচ্ছেন। আরেকটি ঘটনার কোন কার্য-কারণ খুঁজে পাইনি, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' আজান ধ্বনির এই অংশটুকু উচ্চারিত হওয়ার পরপরই মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ থেমে গেল, মুয়াজ্জিন এবং মসজিদ ইসরায়েলের বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। গাজাবাসীর দুর্দশার এই চিত্র আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলাদেশের 'একাত্তর'কে। একাত্তরে পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসর রাজাকাররা মিলে ইসরায়েলের সৈন্যদের মতো বোমা মেরে, গুলি করে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে আমাদের নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যা করেছে। ইসরায়েলের সৈন্যরা ধর্ষণ করছে এমন কথা এখনো শুনিনি, কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যরা দুই লাখ মতান্তরে চার লাখ মা-বোনকে ধর্ষণ করেছে, ফাঁস দিতে পারে এই ভয়ে ধৃত মেয়েদের বাঙ্কারের ভেতর উলঙ্গ করে রেখেছিল। বিজয় লাভের দুই দিন পূর্বে পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসরা ঘরে ঘরে তল্লাশি করে দেশের বুদ্ধিজীবীদের ধরেছে, চোখ আর হাত বেঁধে তাদের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্যাতন করেছে। বাংলাদেশে গুম আর অপহরণ তখন থেকেই শুরু হয়েছে। বিজয় লাভের পর ঢাকার রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে দেখা গেল এক করুণ দৃশ্য, বুদ্ধিজীবীদের পচা-গলা লাশ নিয়ে টানাটানি করেছে শেয়াল আর কুকুর। ইসরায়েলের বর্বরতার জন্য ইহুদিদের পণ্য বর্জন হলে, একাত্তরে পাকিস্তানিদের নৃশংসতার জন্য তাদের পণ্য বর্জন হবে না কেন? একাত্তরে জঘন্য অপরাধের জন্য ক্ষমা না চাওয়ায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম পাকিস্তানকে ক্ষমা না করার কথা বলেছেন, ক্ষমা না করলে আমরা পাকিস্তানি পণ্য এখন এত সাদরে গ্রহণ করছি কেন? ইসরায়েলের পণ্যের ন্যায় পাকিস্তানের পণ্যও হারাম হওয়া উচিত। বিএনপিকেও বয়কট করা দরকার। আমেরিকা অসন্তুষ্ট হতে পারে বিধায় তারেক রহমানের পরামর্শে বিএনপি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি বিবৃতিও দেয়নি। এতদিন পর বৃহস্পতিবারে একটি মিছিল করেছে। হামাসকে সমর্থন করে ল্যাটিন আমেরিকার খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশ কলম্বিয়া নজির স্থাপন করেছে, তারা ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছে। কলম্বিয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলের নৃশংস বোমা হামলাকে 'গণহত্যা' বলে আখ্যায়িত করেছে। গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস বা আইসিজেতে মামলা ঠুকে দিয়েছিল আরেক খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। মুসলিম দেশগুলো হামাসের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করছে না, একটি হুমকিও দিচ্ছে না, কোন দেশ মামলা করতে জাতিসংঘেও যায়নি, যাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে তারা তা ছিন্নও করেনি, অথচ আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিদেশি বিনিয়োগ নষ্ট করছি। আমরা কেএফসি, বাটাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলা করছি, ভাঙচুর করছি, লুটতরাজ করছি। হাজার হাজার লোক এই সব প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে, এই সব প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের বিনিয়োগ রয়েছে, এগুলো ধ্বংস করলে ইসরায়েলের কী ক্ষতি হবে? কেএফসির খাবার হারাম হলে লুট করে বাসায় নিয়ে খেলে কি হালাল হয়ে যাবে? বাটার জুতা ইহুদিদের হলে লুট করে আমরা তা বাসায় নিচ্ছি কেন? ভারতের জিনিসও বয়কট করার স্লোগান দিয়েছিলাম, ভারতীয় পণ্য অপাক্তেয় হলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও অপাক্তেয় হওয়ার কথা, কিন্তু তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার এত আগ্রহ কেন? কোকাকোলা বয়কটের উন্মাদনায়ও আমরা কিছুদিন মাতোয়ারা ছিলাম, যদিও কোকাকোলার সঙ্গে ইসরায়েল বা ইহুদিদের কোন সম্পর্ক নেই। ইসরায়েলকে বয়কট করার নামে দেশে একটি অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি করাই কিছু লোকের উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই উৎসবে ইহুদি পণ্য 'ফেইসবুক' ব্যবহার করে ইহুদি পণ্যের নামে বাংলাদেশের সম্পদ বাটা, কেএফসি, কোকাকোলা ধ্বংস করার ডাক দেয়া হয়। তারা কম জ্ঞানী এই কথা কিন্তু বলা যাবে না, কারণ এখন মেধার যুগ। কিন্তু বয়কট করার পণ্য নির্ধারণে মেধার ঘাটতি আমাদের হতাশ করে। বাটা, কেএফসি বা কোকাকোলা কোনটাই ইসরায়েলের পণ্য নয়। অন্যদিকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাটা সু কোম্পানির প্রডাকশন ম্যানেজার উইলিয়াম এএস ওডারল্যান্ড বীরপ্রতীক শুধু নিজে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেননি, তার জুতা প্রস্তুতের কারখানা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ইসরায়েলকে মদত দিচ্ছে আমেরিকা, আমেরিকাকে বয়কট করার ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে তুষ্ট রাখার জন্য রিপাবলিকান প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ইলন মাস্কের স্টারলিংক ইন্টারনেট সেবা ত্বরিতগতিতে আনা হয়েছে। আমেরিকাকে তুষ্ট রাখার জন্য প্রয়োজনে আরও আনা হবে। যখন ভাঙচুর ও লুটপাট চলছিল তখন ৫০টি দেশের বিভিন্ন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অবস্থান করছিলেন।

সংকট ও সংক্রান্তির শক্তি

পাভেল পার্থ

গ্রামীণ নিম্ন বর্গের বর্ষপঞ্জিকা প্রাণ ও প্রকৃতির নির্দেশনাকে মেনেই গড়ে তুলেছিল নানা কৃত্য ও বাৎসরিক আয়োজন। সংক্রান্তি হলো বর্ষপঞ্জিকার এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। প্রতি মাসের শেষ হলো সংক্রান্তি আর প্রতি মাসের শুরু হলো মাস-পয়লা। ঋতুভিত্তিক পরিবর্তনে সমাজকে প্রস্তুত করবার সব আয়োজন গড়ে ওঠেছিল এ সময়টাতেই। এর ভেতর আবার চৈত্রসংক্রান্তি, ফাল্গুনসংক্রান্তি, পৌষসংক্রান্তি, ভাদ্রসংক্রান্তি, শ্রাবণসংক্রান্তি, কার্তিকসংক্রান্তির আয়োজন পার্বণময়। কারণ এ সময়গুলো মাস নয়, বদলে যায় প্রকৃতির ঋতুকাল। চলতি আলাপে আমরা বাঙালি ও আদিবাসী জীবনের অসুখ ও মহামারী সামাল দেয়ার সংক্রান্তিগুলো নিয়ে কথা বলব। আলাপের কেন্দ্রে রাখব বর্ষবিদায়ের সংক্রান্তিপরবগুলো। কারণ এ সময়টাতে সমাজ পরবর্তী ৩৬৫ দিনের জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতি নেয় শরীর ও মনে। আর এখানেই চৈত্রসংক্রান্তির শক্তি এবং প্রকৃতিপাঠের এক অনন্য সমন্বয়। চৈত্রসংক্রান্তি ও চইতপরব প্রকৃতিতে তিতা জাতীয় শাকের উপস্থিতি জানান দেয় চৈত্র মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, বৈশাখ সমাগত। এটি বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের সন্ধিস্থলের এক অনন্য চিহ্ন। তিতাশাক ছাড়া বাঙালি কী আদিবাসী সমাজে বর্ষবিদায়ের সংক্রান্তি কৃত্য হয় না। গিমা তিতা, নাইল্যা, গিমা, দন্ডকলস, আমরুল, থানকুনি, নিম, নিশিন্দা, তেলাকুচা, মালঞ্চ, কানশিরা এ রকমের ১৩ থেকে ২৯ রকমের তিতা স্বাদের শাক খাওয়ার চল আছে দেশের নানা জনপদে। আদিবাসী বেদিয়া-মাহাতোরা চৈত্রসংক্রান্তির দিন বথুয়া, কাঁটাখুঁড়ে, গিমাসহ নানা জাতের তিতাশাক খায়। হাওরাঞ্চলে চৈত্রসংক্রান্তির দিন আয়োজিত এ কৃত্যের নাম 'বেগুন পাতার বর্ত'। হাওরাঞ্চলে ব্রতকে 'বর্ত' বলে। এ দিনটিকে অনেকে 'হার বিষুও' বলেন, কেউ বলেন 'চইত পরব'। চইত পরবে বর্তের আগ পর্যন্ত বাড়ির নারীরা উপবাস থাকেন। ভোররাতে ওঠে বাড়ি ঘর সাফসুতরো ও লেপামোছা করতে হয়। বেগুন পাতার বর্তের জন্য বাড়ির বিছরাখেতের (আঙ্গিনা বাগান) বেগুনগাছ থেকে ৫ থেকে ১৩টি পাতা সংগ্রহ করা হয়। পাতাগুলো ধুয়ে ১৩টি পাতায় ১৩ জাতের তরিতরকারি রান্না করে ভাতসহ দেয়া হয়। বর্ত শেষে বেগুন পাতাগুলো নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়। চাকমারা এ সময় আয়োজন করে বিজু। ফুল বিজু, মূল বিজু ও গয্যাপয্যা দিন এ তিন পর্বে বিভক্ত বিজুর মূলে থাকে নানাপদের পাহাড়ি শাকসবজির তৈরি পাজোন। বান্দরবানের চাকরা সাংগ্রাইংয়ের সময় কাইনকো বা নাগেশ্বর ফুল সংগ্রহে মুখরিত হয়ে ওঠেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা এ সময় বিষু আয়োজন করেন। মারমা ও রাখাইনরা সাংগ্রাই আয়োজনে পবিত্র জল দিয়ে আগত সবাইকে ভিজিয়ে শুদ্ধ করেন। চৈত্রসংক্রান্তির আরেক অনবদ্য চিহ্ন হলো গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো গাজন বা চড়কের দল। লাল সালু কাপড় পরিধান করে এবং শিব-গৌরি সেজে, কেউবা মুখোশ চাপিয়ে মাগন সংগ্রহ করেন। আয়োজনে বৈচিত্র্য থাকলেও চৈত্রসংক্রান্তির মূলে আছে সুস্থতার জন্য প্রকৃতির তিতারস গ্রহণ ও চারপাশের পরিচ্ছন্নতা। অনাগত রোগ ও মহামারী থেকে আসন্ন বছরকে সুরক্ষিত করতেই চৈত্রসংক্রান্তির সব আয়োজন। হাজরা ও বাইশাখী রবিদাসদের ভেতর বাইশাখী পূজা ও হাজরা-কৃত্যের মাধ্যমে বর্ষবিদায় পালিত হয়। এদিন যবের ছাতু ও কাঁচা আম একত্রে মিশিয়ে আম-ছাতুয়া খাওয়া হয়। মৌসুমি ফল আমকে বর্ষবিদায়ের এ রীতির ভেতর দিয়েই সমাজ গ্রহণ করে রোগব্যাধি সামাল দেয়ার জন্য। বছরের প্রথম দিন ঘরের দেওকুড়ি নামের পবিত্রস্থলে কর্মের পূজা করা হয়। রবিদাসদের ভেতর যে যে কর্মপেশায় জড়িত তারা সেই কর্মের সাথে জড়িত আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো দেওকুড়িতে রাখে। হাতুড়ি, কোদাল, শাবল, কাঁচি, ছুরি, বাটাল যার কর্মে যা লাগে সব। কেবল মানুষ নয় এ সময় পেশায় জড়িত সব উপকরণ ও গৃহস্থালী সব কিছু ধোয়ামোছা করতে হয়। চইত বিশমা দিনাজপুরের বিরলের কড়া আদিবাসী-রা চৈত্রসংক্রান্তিতে আয়োজন করেন চইতবিশমা। সংক্রান্তির কয়েকদিন আগ থেকেই পাড়া গ্রাম পরিচ্ছন্ন করা হয়, বহিরাগতদের গ্রামে প্রবেশ সীমিত করা হয়। চইতবিশমার দিনে নিমপাতার কাঁচা রস ও নানাপদের তিতাশাক খাওয়া হয়। পেঁয়াজ-রসুন-শুকনো মরিচ ঝুলানো হয় ঘরের দরজায়। কড়াদের প্রতিটি বাড়িতে পিড়াঘার নামে এক পবিত্র পূজাস্থল থাকে। এখানে চইতবিশমা পূজা শেষে হাড়িয়া পান ও নৃত্যগীতের আয়োজন হয়। বাহা ফাগুন (ফাল্গুন) মাস থেকেই শুরু হয় সাঁওতালি বর্ষ। বর্ষ বিদায় ও বরণের উৎসব বাহাও পালিত হয় এ মাসেই। এ সময় গাছে

গাছে সারজম, ইচাক, মুরুপ্ আর মহুয়া ফুল ফোটে। বাহা পরবের ভেতর দিয়েই সাঁওতাল সমাজ এসব ফুলের মধু পান ও ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করে প্রকৃতির কাছে। বাহার আগে এসব ফুলের ব্যবহার সামাজিকভাবে নিষেধ। বাহা পরবে রোগজরা নিরাময়ে নতুন ফুলের স্পর্শ গ্রহণের ভেতর দিয়ে প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা করে সাঁওতাল সমাজ। হেচড়া গোপালগঞ্জ-মাদারীপুরের চান্দারবিল এলাকায় হেচড়া দেবী পূজিত হন বসন্তকালে খোস-পাঁচড়া, বসন্ত, চুলকানি নিরাময়ের মানতে। এদিনে গো-ফাল্গুন রীতিও পালন করা হয়। গোবরের দলায় বউন্যা (বরুণ) ও ভাটির (ভাঁট) ফুল গেঁথে দিয়ে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকাতে ফাল্গুন মাসে এবং কোথাও চৈত্রসংক্রান্তিতে ভাঁট এবং বরুণ ফুল দিয়ে এ কৃত্য পালিত হয়। পঞ্চমদোল ফাল্গুনসংক্রান্তিতে আয়োজিত পঞ্চমদোল উৎসব বেশ কয়েকটি পর্ব ও আচারকৃত্যে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলে। প্রথম দোলভিটে মেরামত, তারপর দোলপূর্ণিমার প্রথম দিন কুড়া পোড়ান পর্ব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন দোলপূজা, চতুর্থ দিন হোলি, পঞ্চম দিন পূণ্যাহ বা সমাপ্তি। দোলভিটের সামনে পূবমুখী করে বগাঝোল, বাইল্যাবাত, মধুশাইল, নেপালদীঘা, ভাওয়াইল্যা, কইতরমণি, পোখরাজ এরকম স্থানীয় আমন ধানের পল (খড়) ও মুলী বাঁশ দিয়ে পুরুষেরা কুড়াঘর তৈরি করেন। পঞ্চমদোলের প্রথম দিন এই কুড়া পোড়ানো হয়। গ্রাম থেকে অশান্তি, রোগশোক ও অশুভ শক্তিকে দূর করার জন্য এই কৃত্য পালিত হয়। শীতলা পূজা বসন্তরোগবিনাশী দেবী শীতলা। সারা গায়ে গুটি বসন্তের দাগ। ফাল্গুন-চৈত্রে আয়োজিত শীতলা পূজা ঘিরে নরসিংদী, গাজীপুর, মৌলভীবাজার, সিলেট, সাতক্ষীরাসহ দেশের নান-াপ্রান্তেই জমে ওঠে রকমভিন্ন আয়োজন ও মেলা। গ্রামে গ্রামে শ্যাওড়া, বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, ষষ্ঠী বট, খেজুর, বকুল গাছতলায় গড়ে ওঠেছে শীতলাতলা ও শীতলাথান। শীতলা পূজায় ১০৮টি মাটির ছোট প্রদীপ লাগে। একটি দেবী ঘট, একটি ফুল-জলের হাড়ি লাগে। এতে দুধ-বাতাসা-বেলপাতা-তুলসীপাতা-ডাবের জল মিশানো হয়। পূজার পরে সবাইকেই এটি খেতে দেয়া হয়। কেউ কেউ এটি শরীরে মাখেন। শেষে হোম যজ্ঞের কালি ও ঘি একত্রে মিশিয়ে সবার মাথা-কপালে লাগানো হয়। সাতক্ষীরার সুন্দরবন অঞ্চলে প্রতি বছর মানুষের হাম-বসন্ত-পাতলা পায়খানা-জ্বর হলে এবং গরু-ছাগলের পশ্চিমে-গায়ে গুটি বের হলে, সর্দি লাগলে-পাতলা পায়খানা করলে শীতলা পূজার মানসী (মানত) করা হয়। সারুল অসুখ ও অশুভশক্তি থেকে গ্রামকে মুক্ত রাখতে বসন্তকালে মুন্ডারা পালন করে সারুল/সারহুল কৃত্য। সুন্দরবন অঞ্চলে এ পূজায় সিন্ত্রি (সুন্দরী) গাছের পাতা লাগে। মাটির থানে ও ঘরের ভেতর পূজা হয়। কৃত্যকালীন সময়ে কঠোরভাবে বহিরাগতদের গ্রামে প্রবেশ সীমিত করা হয়। ঘাটাবান্ধাবর্ত হাওরাঞ্চলে বসন্তকালীন রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে এই ব্রত পালিত হয়। চালতাপাতা দিয়ে ঘাটা বাঁধা হয় এবং ঘরবাড়ির চারপাশ, জমিন ও গৃহপ্রবেশের মুখে এসব স্থাপন করা হয় যেন কোনো ব্যাধি ও অশুভ কিছু প্রবেশ না করতে পারে। একইভাবে কমপক্ষে আট রকমের শাকসবজি দিয়ে আটআনাজবর্তও পালিত হয় যাতে মানুষের শরীরে কোনো জরাব্যাধি প্রবেশ না করতে পারে। সংক্রান্তির শক্তি ষড় ঋতুর বাংলাদেশ এখন কত ঋতুর দেশ তা আরেক লম্বা তর্কের তল। প্রতিটি ঋতুর সন্ধিক্ষণ হলো সংক্রান্তি। আর এই সময়টা জরা-ব্যাধি জয় করে নতুন আরেক বছরের জন্য সঞ্জিবনী সঞ্চয়ের সময়। গ্রামীণ নিম্নবর্গ অসুখ ও মহামারীকে সামাল দিতেই সংক্রান্তির সময়গুলোতে নিজেদের নানা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। খাদ্য থেকে শুরু করে চারপাশের পরিচ্ছন্নতা, সাময়িক বিচ্ছিন্নতা থেকে নানামুখী সঙ্গনিরোধ এসব মিলিয়েই আমাদের সংক্রান্তি আয়োজন। সংক্রান্তি কেবল গাজনের গীত বা তিতাশাকের পরব নয়। মহামারী থেকে বাঁচার এক সামষ্টিক স্থানীয় কায়দা। প্রকৃতিকে জানা-বোঝার জন্য এক সামাজিক আহ্বান। সংক্রান্তিতেই সমাজ প্রকৃতির বিশেষ কিছু বিশেষভাবে গ্রহণ করে ও সামাজিক বিধিনিষেধগুলোর পাবলিক চর্চা করে। মূলত এর ভেতর দিয়ে সমাজ জানাতে চায় প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ হিসেবে আমাদের কিছু করণীয় ও বিধি আছে। এসব বিধিগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতেই সংক্রান্তির নানা কৃত্য আয়োজন। বাঙালি জনপদে চৈত্র মাসে শিমুইর (শিম), ফাল্গুনে মূলা, শ্রাবণে কচু, আষাঢ়ে ওল, জ্যৈষ্ঠে গিমাতিতা শাক, কার্তিকে ওল খায় না অনেকেই। গ্রামের প্রবীণ অনেকেই এখনও মনে করেন বাংলা জ্যৈষ্ঠ মাসে কোনো শস্য ফসল লাগাতে হয় না, কারণ এতে জ্যেষ্ঠ সন্তানের অমঙ্গল হয়। শ্রাবণ মাসে কলা গাছ লাগানোর নিয়ম নেই। শ্রাবণ মাসে মনসাবর্ত হয় এবং এর সাথে জড়িত বেহুলা-লক্ষিন্দরের কাহিনিতে বেহুলা কলাগাছ দিয়ে ভেলা বানিয়ে ছিল বলেই শ্রাবণ মাসে কলাগাছ পোঁতার নিয়ম নেই। শনি ও মঙ্গলবারে সাধারণত: কোনো শস্যফসল লাগানোর নিয়ম নেই। ত্রিসন্ধ্যা, সন্ধ্যা, রাত ও ভোর রাতে কোনো কিছু লাগানোর নিয়ম নেই। সমতল অঞ্চলের বাঙালি মুসলিম পরিবারের অনেকেই বুধবারে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটে না, কারণ তারা বুধবারকে মাদারিয়া বার হিসেবে দেখে। মাদার পীরের বারকে মাদারিয়া বার বলে। টাঙ্গাইলের চারান বিলের বাঙালি জেলে পরিবারে রাগা মাছ খাওয়া হয় না। অনেকে বিশ্বাস করেন এই মাছ সর্পদর্শনের পর ভেলায় ভাসমান লক্ষিন্দরের পায়ের টাখনুগিরা খেয়ে ফেলেছিল। ঠিক যেমন সিলেটসহ দেশের অনেক অঞ্চলের বাঙালি মুসলিম পরিবার হযরত শাহজালালের স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জালালি কবুতরের মাংস খান না। কিন্তু আমাদের তথাকথিত আধুনিক ও 'সভ্য' শহুরে সমাজে প্রতিদিন প্রকৃতির ব্যাকরণকে অমান্য ও তছনছ করা হয়। আমাদের নাগরিক জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ কোনো বিধিনিষেধ নেই। এখন সারা বছর বাজারমুখী শস্যফসল মেলে। কোনোকিছু দেখে বোঝার উপায় নেই এটা কোন ঋতু। আমরা তাহলে এমন করপোরেট ভোগবাদী উন্নয়ন দিয়ে কার লাভ আর কার ক্ষতি করছি? প্রকৃতির ধারাপাত চুরমার করে দিচ্ছি বলেই ইবোলা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, করোনা নানা মহামারীতে দুনিয়া বিপর্যস্ত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের গ্রামীণ নিম্নবর্গের সংক্রান্তি পালনের ভেতর প্রকৃতির বিজ্ঞানকে মান্য করার এক অবিস্মরণীয় শক্তি ও দর্শন আছে। ব্যক্তি নয়, সমষ্টির অভিজ্ঞতা আর প্রকৃতির প্রতি নতজানু হওয়ার ভেতর দিয়েই সব সংকট থেকে মুক্তির জন্য লড়েছে নিম্নবর্গ। বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের পরবগুলোও সেই শক্তিই জানান দেয়।

ঘাটাবান্ধাবর্ত হাওরাঞ্চলে বসন্তকালীন রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে এই ব্রত পালিত হয়। চালতাপাতা দিয়ে ঘাটা বাঁধা হয় এবং ঘরবাড়ির চারপাশ, জমিন ও গৃহপ্রবেশের মুখে এসব স্থাপন করা হয় যেন কোনো ব্যাধি ও অশুভ কিছু প্রবেশ না করতে পারে। একইভাবে কমপক্ষে আট রকমের শাকসবজি দিয়ে আটআনাজবর্তও পালিত হয় যাতে মানুষের শরীরে কোনো জরাব্যাধি প্রবেশ না করতে পারে। সংক্রান্তির শক্তি ষড় ঋতুর বাংলাদেশে এখন কত ঋতুর দেশ তা আরেক লম্বা তর্কের তল। প্রতিটি ঋতুর সন্ধিক্ষণ হলো সংক্রান্তি। আর এই সময়টা জরা-ব্যাধি জয় করে নতুন আরেক বছরের জন্য সঞ্জিবনী সঞ্চয়ের সময়। গ্রামীণ নিম্নবর্গ অসুখ ও মহামারীকে সামাল দিতেই সংক্রান্তির সময়গুলোতে নিজেদের নানা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। খাদ্য থেকে শুরু করে চারপাশের পরিচ্ছন্নতা, সাময়িক বিচ্ছিন্নতা থেকে নানামুখী সঙ্গনিরোধ এসব মিলিয়েই আমাদের সংক্রান্তি আয়োজন। সংক্রান্তি কেবল গাজনের গীত বা তিতাশাকের পরব নয়। মহামারী থেকে বাঁচার এক সামষ্টিক স্থানীয় কায়দা। প্রকৃতিকে জানা-বোঝার জন্য এক সামাজিক আহ্বান। সংক্রান্তিতেই সমাজ প্রকৃতির বিশেষ কিছু বিশেষভাবে গ্রহণ করে ও সামাজিক বিধিনিষেধগুলোর পাবলিক চর্চা করে। মূলত এর ভেতর দিয়ে সমাজ জানাতে চায় প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ হিসেবে আমাদের কিছু করণীয় ও বিধি আছে। এসব বিধিগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতেই সংক্রান্তির নানা কৃত্য আয়োজন। বাঙালি জনপদে চৈত্র মাসে শিমুইর (শিম), ফাল্গুনে মূলা, শ্রাবণে কচু, আষাঢ়ে ওল, জ্যৈষ্ঠে গিমাতিতা শাক, কার্তিকে ওল খায় না অনেকেই। গ্রামের প্রবীণ অনেকেই এখনও মনে করেন বাংলা জ্যৈষ্ঠ মাসে কোনো শস্য ফসল লাগাতে হয় না, কারণ এতে জ্যেষ্ঠ সন্তানের অমঙ্গল হয়। শ্রাবণ মাসে কলা গাছ লাগানোর নিয়ম নেই। শ্রাবণ মাসে মনসাবর্ত হয় এবং এর সাথে জড়িত বেহুলা-লক্ষিন্দরের কাহিনিতে বেহুলা কলাগাছ দিয়ে ভেলা বানিয়ে ছিল বলেই শ্রাবণ মাসে কলাগাছ পোঁতার নিয়ম নেই। শনি ও মঙ্গলবারে সাধারণত: কোনো শস্যফসল লাগানোর নিয়ম নেই। ত্রিসন্ধ্যা, সন্ধ্যা, রাত ও ভোর রাতে কোনো কিছু লাগানোর নিয়ম নেই। সমতল অঞ্চলের বাঙালি মুসলিম পরিবারের অনেকেই বুধবারে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটে না, কারণ তারা বুধবারকে মাদারিয়া বার হিসেবে দেখে। মাদার পীরের বারকে মাদারিয়া বার বলে। টাঙ্গাইলের চারান বিলের বাঙালি জেলে পরিবারে রাগা মাছ খাওয়া হয় না। অনেকে বিশ্বাস করেন এই মাছ সর্পদর্শনের পর ভেলায় ভাসমান লক্ষিন্দরের পায়ের টাখনুগিরা খেয়ে ফেলেছিল। ঠিক যেমন সিলেটসহ দেশের অনেক অঞ্চলের বাঙালি মুসলিম পরিবার হযরত শাহজালালের স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জালালি কবুতরের মাংস খান না

মস্কোয় ইস্টার যুদ্ধবিরতি নিয়ে সংশয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের সঙ্গে ৩০ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর বাসিন্দারা এই পদক্ষেপে শান্তি আসার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিলেও মস্কোর এক শান্ত পাড়ায় দেখা গেছে, এ নিয়ে আশাবাদী হওয়ার মতো মনোভাব নেই। মস্কো থেকে এএফপি জানায়, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, কিয়েভ এই অপ্রত্যাশিত যুদ্ধবিরতি মেনে চলবে। তবে তার অভিযোগ, রুশ বাহিনী ইতিমধ্যে স্থল ও আকাশপথে নতুন হামলা চালিয়ে প্রতিশ্রুতি ভেঙেছে। দক্ষিণ মস্কোর এক পাড়ার বাসিন্দা ৬১ বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত স্বেতলানা বলেন, 'আমার মনে হয়, এর ফল কিছুই হবে না। এই ইস্টারের যুদ্ধবিরতির কোনও ফল নেই, কারণ ইউক্রেন এই সমঝোতা মানবে না।'৮৫ বছর বয়সী মারিয়া গোরানিনাও ইউক্রেনের ওপর আস্থাহীনতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'এই যুদ্ধবিরতির পর ওরা নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে আবার আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি চাই, ইউক্রেনের সঙ্গে চিরকালের মতো শান্তি হোক।'এর আগে গত মাসে পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত ৩০ দিনের নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করেন, যদিও কিয়েভ তা মেনে নিয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার হুমকি দেন, অগ্রগতি না হলে তিনি আর মধ্যস্থতার চেষ্টা চালাবেন না। স্বেতলানার প্রশ্ন, 'তিন বছর পেরিয়ে গেল, এত মানুষ পঙ্গু হলো, মরল, আর এখন কি আমরা ইউক্রেনের কিছুটা দখল করে থেমে যাব? তাহলে পুরো যুদ্ধের অর্থই বা কী?' ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে অভিযান শুরু করার পর থেকে রাশিয়ায় সরকারি নীতির সমালোচনা কিংবা যুদ্ধবিরোধী মত প্রকাশ কঠোরভাবে দমন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে প্রশ্ন করলেই কারাবাসসহ বিভিন্ন শাস্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

'চাপ প্রয়োগ করে যাওয়া উচিত'

পুতিন যুদ্ধবিরতিকে 'মানবিক উদ্যোগ' বলে আখ্যায়িত করলেও বাস্তবে রুশ বাহিনী টানা কয়েক মাস ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। শনিবার রাশিয়ার সেনাবাহিনী দাবি করেছে, তারা কুরস্ক সীমান্ত অঞ্চলের একটি গ্রাম ইউক্রেনীয়দের কাছ থেকে পুনর্দখল করেছে়যেখানে গত আগস্টে কিয়েভের বাহিনী শত শত বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। এখন ইউক্রেন সেখানে মাত্র একটি সংকীর্ণ এলাকা ধরে রেখেছে, আর রাশিয়া আরও এগিয়ে গেছে উত্তর-পূর্ব সুমি অঞ্চলে। এদিকে ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তনের পর ইউক্রেন কতটা যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার ওপর নির্ভর করতে পারবে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ও অর্থ ছাড়া কিয়েভ যদি বিকল্প কোনো সহায়তা না পায়, তবে পরিস্থিতি আরও রাশিয়ার পক্ষে ঝুঁকে পড়তে পারে। এই পটভূমিতে রাশিয়ার আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গেছে। ৫৮ বছর বয়সী ইয়েভগেনি পাভলোভ বলেন, 'আমি ইউক্রেনকে বিশ্বাস করি না। এই যুদ্ধবিরতির কোনও বাস্তবতা নেই, গোলাগুলি চলতেই থাকবে। বিরতি দেওয়ার দরকার নেই। যদি চাপ দেওয়া হয়, তাহলে তা শেষ পর্যন্ত দিয়ে যাওয়া উচিত।'

ইস্টার বার্তায় গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান পোপ ফ্রান্সিসের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : খ্রিষ্ট ধর্মীয় উৎসব 'ইস্টার' উপলক্ষে ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে খোলা আকাশের নিচে জড়ো হওয়া হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ জনতার সামনে গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। গতকাল রোববার পোপের একজন সহকারী 'উরবি এট অরবি' বা 'শহর ও বিশ্বের প্রতি' - আশীর্বাদ পাঠ করেন। সেখানে পোপ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলের ১৮ মাসব্যাপী যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট শোচনীয় মানবিক পরিস্থিতির নিন্দা করেন। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, আমি যুদ্ধরত পক্ষগুলোর কাছে আবেদন করছি: যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করুন, জিম্মিদের মুক্তি দিন এবং শান্তির ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী ক্ষুধার্ত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। সম্প্রতি শারীরিক জটিলতা নিয়ে পাঁচ সপ্তাহ ধরে রোমের জেমেলি হাসপাতালে থাকার আগেও ফ্রান্সিস গাজায় ইসরায়েলি সামরিক আগ্রাসনের সমালোচনা চালিয়ে গেছেন। তিনি গাজার পরিস্থিতিকে 'অত্যন্ত গুরুতর এবং লজ্জাজনক' বলে অভিহিত করেছিলেন। একই সঙ্গে অঞ্চলটিতে ইসরায়েলি 'গণহত্যার' তদন্ত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান

কাশ্মীরে ভারী বৃষ্টির পর ভূমিধস, নিহত ৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ভারতশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে। এতে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় মহাসড়কও। এর ফলে বিভিন্ন স্থানে বহু যানবাহন আটকা পড়েছে এবং কিছু গাড়ি ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর মধ্যে রামবান অন্যতম। সেখানে বহু গাছ উপড়ে পড়েছে। এতে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গত বৃহস্পতিবার প্রবল ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিতে এই দুর্যোগের সূচনা হয়। এরপর দ্রুত বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। উধমপুর জেলার সাতেনি পঞ্চায়েতের সাবেক সরপঞ্চ পরশোত্তম গুপ্ত বলেন, আমার পঞ্চায়েত পরিদর্শন করেছি। বহু গাছ উপড়ে পড়েছে। সড়ক যোগাযোগ এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। গত ৪-৫ বছরে এতটা ঝড়ো হাওয়া হয়নি। স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, একটি সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে এই দুর্যোগজনক আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। রামবানের ধরম কুন্ড গ্রামে প্রায় ৪০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশ সদস্যরা সেখানে অভিযান চালিয়ে ১০০র বেশি গ্রামবাসীকে উদ্ধার করেছেন। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়কের নাশরি থেকে বানিহাল পর্যন্ত অন্তত এক ডজন স্থানে ভূমিধস ও কাদার স্রোত দেখা গেছে, ফলে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে স্থগিত করা হয়েছে। ট্রাফিক বিভাগের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ভূমিধস, কাদা স্রোত ও পাথর গড়িয়ে পড়ার কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

যুদ্ধবিরতি চলাকালীন দোনেৎস্কে আক্রমণ করেছে ইউক্রেনীয় বাহিনী: রিপোর্ট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: খ্রিষ্ট ধর্মীয় উৎসব 'ইস্টার' উপলক্ষে সাময়িক যুদ্ধবিরতি চলাকালীন গতকাল রোববার সকালে দোনেৎস্কে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেনীয় বাহিনী। সূত্রের বরাতে বার্তা সংস্থা তাস জানিয়েছে, শহরের বুদেনভস্কি জেলার এলিভেটরনায়া স্ট্রিটের কাছে এই হামলা হয়েছে। কমপক্ষে তিনটি বিস্ফোরণে শহর কেঁপে ওঠে। ডোনেটস্ক পিপল রিপাবলিকের (ডিপিআর) প্রধান এবং প্রশাসনের প্রতিবেদন অনুসারে, ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী গোরলোভকাতেও আক্রমণ করেছে। শহরটিতে চারটি কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জেনারেল স্টাফ প্রধান ভ্যালেরি গেরাসিমভের সঙ্গে এক বৈঠকে ২১ এপ্রিল রাত মধ্যরাত পর্যন্ত 'ইস্টার যুদ্ধবিরতি' ঘোষণা করেন।

৭০তম জন্মদিনে পৃথিবীতে ফিরলেন নাসার প্রবীণতম সক্রিয় নভোচারী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ৭০তম জন্মদিন সাধারণত কেক, উপহার আর পরিবারের ছোটখাটো আয়োজনেই উদযাপনের কল্পনা করেন অনেকে। কিন্তু নাসার সবচেয়ে প্রবীণ সক্রিয় নভোচারী ডন পেটিট তার সপ্তদশ জন্মদিন পালন করলেন পৃথিবীমুখী মহাকাশযানে চড়ে, সাত মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস)-এ তার মিশন শেষ করার মধ্য দিয়ে। ওয়াশিংটন থেকে এএফপি জানায়, গতকাল রোববার, তার জন্মদিনেই এক সয়ুজ ক্যাপসুলে করে মার্কিন নাগরিক পেটিট ও দুই রুশ মহাকাশচারী কাজাখস্তানে অবতরণ করেন। রাশিয়ার মহাকাশ সংস্থা রসকসমস জানায়, 'আজ মস্কো সময় ০৪২০ (গ্রিনিচ মান সময় ০১২০)-এ সয়ুজ এমএস-২৬ মহাকাশযানটি আলেক্সেই ওভচিনিন, ইভান ভাগনার এবং ডোনাল্ড (ডন) পেটিটকে নিয়ে কাজাখ শহর জেজকাজগানের কাছে অবতরণ করেছে।' পেটিট ও তার সহকর্মীরা ওভচিনিন ও ভাগনার মহাকাশে ২২০ দিন কাটিয়েছেন। তারা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছেন ৩,৫২০ বার এবং এই সময়ে প্রায় ৯ কোটি ৩৩ লাখ মাইল পথ অতিক্রম করেছেন। ডন পেটিটের জন্য এটি ছিল চতুর্থ মহাকাশযাত্রা। ২৯ বছরের ক্যারিয়ারে তিনি কক্ষপথে কাটিয়েছেন ১৮ মাসেরও বেশি সময়। তিনজনই আইএসএস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিন ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ের মধ্যে কাজাখস্তানের দক্ষিণ-পূর্বের এক দুর্গম অঞ্চলে অবতরণ করেন। নাসা অবতরণের যে ছবি প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায়, সূর্যোদয়ের পটভূমিতে ছোট ক্যাপসুলটি প্যারাশুটে করে পৃথিবীতে নামছে। মহাকাশচারীদের উদ্ধারকারীরা যখন তাঁদের মহাকাশযান থেকে বের করে এনে একটি ফোলানো মেডিকেল টেন্টে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা 'থাম্বস আপ' ইশারায় সুস্থতার জানান দেন। পেটিটকে দেখতে কিছুটা ক্লান্ত মনে হলেও নাসা জানিয়েছে, 'তিনি ভালো আছেন এবং পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর যা প্রত্যাশিত, তার মধ্যেই রয়েছে তার অবস্থা।' পরে তাকে প্রথমে কাজাখ শহর কারাগান্দায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখান থেকে নাসার একটি বিমানে করে টেক্সাসে সংস্থাটির জনসন স্পেস সেন্টারে পাঠানো হবে। নাসা জানায়, মহাকাশে থাকা অবস্থায় তারা পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি, বিভিন্ন পরিবেশে উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র মাধ্যাকর্ষণে আগুনের আচরণ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করেছেন। এই সাত মাসের মিশনটি তুলনামূলকভাবে কিছুটা ছোট ছিল, কারণ নাসার মহাকাশচারী বাচ উইলমোর ও সুনি উইলিয়ামসকে তাঁদের পরীক্ষাধীন মহাকাশযানে ত্রুটির কারণে প্রায় নয় মাস ধরে কক্ষপথেই আটকে থাকতে হয়। ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্ক প্রায় পুরোপুরি ভেঙে পড়লেও মহাকাশ এখনও দুদেশের সহযোগিতার একটি শেষ ক্ষেত্র হয়ে আছে।

জার্মানিতে বন্দুক হামলায় নিহত ২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের উত্তরের শহর বাড নাউহাইমে বন্দুক হামলায় দুজন নিহত হয়েছেন। সন্দেহভাজন হামলাকারী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। মধ্য জার্মানিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে দুজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে বাড নাউহাইমে এই ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সন্দেহভাজন হামলাকারী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বার্তা সংস্থা ডিপিএ পুলিশের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, ''এখন পর্যন্ত আমদের কাছে একজন অপরাধীর ইঙ্গিত আছে। তবে এই অপরাধে অন্যান্য ব্যক্তিদের জড়িত থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।"পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের সামনে দুজনের মরদেহ পাওয়া যায়। নিহত দুজনই পুরুষ। এর বাইরে অপরাধের বিস্তারিত আর কিছু জানায়নি পুলিশ।

রাশিয়ার যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও ইউক্রেনে হামলা চলছে : জেলেনস্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইস্টার সানডে উপলক্ষে ইউক্রেনে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তবে গতকাল রোববার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অভিযোগ করেন, রুশ বাহিনী এখনো তার দেশের ওপর কামানের গোলাবর্ষণের পাশাপাশি হামলা চালিয়েই যাচ্ছে। খবর এএফপির। গত শনিবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া ৩০ ঘণ্টার এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা গত তিন বছর ধরে চলতে থাকা যুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি অভিযোগ করেছেন, রুশ সেনারা ঘোষিত যুদ্ধবিরতির সময়েও ইউক্রেনের ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ভোর ৬টার সময় ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ওলেকসান্দর সিরস্কির পাঠানো একটি প্রতিবেদনের সূত্র ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রুশ বাহিনীর গোলাবর্ষণের ৫৯টি ঘটনাসহ পাঁচটি সম্মুখ হামলার খবর পাওয়া গেছে। জেলেনস্কি বলেন, মধ্যরাতের পর থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টায় ৩৮৭টি গোলাবর্ষণ ও ১৯টি হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে রুশ বাহিনী। এছাড়া ২৯০ বার ড্রোন হামলাও চালানো হয়েছে। যদিও গতকাল রোববার সকাল থেকে ইউক্রেনের আকাশে কোনো ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়নি বলে জানিয়েছে বিমান বাহিনী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টে ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, 'সর্বোপরি, ইস্টার সানডের সকালে রুশ সেনাবাহিনী যুদ্ধবিরতির একটি সাধারণ ধারণা তৈরি করে দেখাতে চাইছে। যদিও বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় রুশ বাহিনী এখনো এগিয়ে আসছে এবং ইউক্রেনের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। ইউক্রেন যেকোনো হামলার সমুচিত জবাব দেবে।' অন্যদিকে, পূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়ার দখল করা এলাকার শহর ও গ্রামগুলোতে ইউক্রেনের সেনারা যুদ্ধবিরতি ভেঙে গোলাবর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন রুশ কর্মকর্তারা। রাশিয়ার রাষ্ট্র পরিচালিত বার্তা সংস্থা আরআইএ নভোস্তি জানিয়েছে, রাশিয়ার দখল করা দোনেৎস্ক শহরে বিস্ফোরণের শব্দ ও আগুন দেখা গেছে।

বিনোদন

বিয়ের পর প্রথম জন্মদিন উদযাপন মেহজাবীনের

বিনোদন ডেস্ক : ২০০৯ সালে এক প্রতিযোগীতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে শোবিজে যাত্রা শুরু করেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। তার দুই দশকের ক্যারিয়ারে অসংখ্য নাটক বিজ্ঞাপনে মন জয় করেছেন দর্শকের। শুধু ছোট পর্দাতেই নয়, বড় পর্দায়েও অভিষিক্ত হয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন অভিনেত্রী। এর পাশাপাশি মেহজাবীনের ব্যক্তিগত জীবনও আলোচনায়। মাস কয়েক আগে মেহজাবীনের দীর্ঘ ১৩ বছরের প্রেমের পূর্ণতা পায়; বিয়ে করেন পরিচালক আদনান আল রাজীবকে। এদিকে গত শনিবার ছিল মেহজাবীনের জন্মদিন। অর্থাৎ বিয়ের পর প্রথম জন্মদিন উপভোগ করবেন এই অভিনেত্রী। এ প্রসঙ্গে মেহজাবীন বলেছিলেন, 'বিয়ের পর পরই শ্বশুরবাড়িতে উঠেছি। এবারের জন্মদিন যথারীতি স্বামীর বাড়িতে যেমন সময় কাটবে ঠিক তেমনি আমার বাবা মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও দিনটি বিশেষভাবে উদযাপন করব ইন্‌শাআল্লাহ। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাদের সুস্থ রাখেন, সুখে রাখেন।'

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ ১৩ বছরের প্রেমের সম্পর্ককে পরিণয়ে আনেন মেহজাবীন চৌধুরী। পরিচালক রাজিব আল আদনানকে বিয়ে করে এখন সুখের দাম্পত্য তাদের। ২০০৯ সালে লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন মেহজাবীন চৌধুরী। তার অভিনীত প্রথম নাটক ছিল ইফতেখার আহমেদ ফাহমি পরিচালিত 'তুমি থাকো সিন্ধুপারে'। এ নাটকে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন মাহফুজ আহমেদ। এরপর তিনি একে একে কাজ করেন 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই', 'কল সেন্টার', 'মেয়ে শুধু তোমার জন্য', 'আজও ভালোবাসি মনে মনে', 'হাসো আন লিমিটেডসহ' বেশকিছু নাটকে।

ঈদুল আজহায় হল মাতাতে আসছে যেসব সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক : এবারের ঈদের সিনেমা ছিল বেশ জমজমাট। বলা যায়, প্রেক্ষাগৃহে দর্শক টা নতে কিছুটা সক্ষম হয়েছে সিনেমাগুলো। সারা বছর ধুঁকে ধুঁকে চলা প্রেক্ষাগৃহগুলোও ফিরে পেয়েছে প্রাণ। গত ঈদে মুক্তি পেয়েছে ছয়টি সিনেমা। যার মধ্যে শাকিব খান অভিনীত দুটি সিনেমা 'বরবাদ' ও 'অন্তরাত্মা'য় নায়িকা ছিল যথাক্রমে কলকাতার ইধিকা পাল ও দর্শনা বণিক।

এছাড়া রয়েছে আফরান নিশো-তমা মির্জা-সুনেরাহ বিনতে কামালের 'দাগি', সিয়াম আহমেদ-শবনম বুবলী-প্রার্থনা ফারদিন দীঘির 'জংলি', আব্দুন নূর সজল-নুসরাত ফারিয়ার 'জ্বীন-৩' ও মোশাররফ করিম অভিনীত 'চক্কর ৩০২'। সিনেমাগুলোর মধ্যে 'অন্তরাত্মা' ও 'জ্বীন-৩' ব্যতীত অন্যগুলো এখনো রয়েছে আলোচনায়। সংশ্লিষ্টদের মতে, এবার ঈদের সিনেমার চালিকাশক্তি ছিলেন নায়িকারা। ছয় সিনেমার মধ্যে দুজন কলকাতার, পাঁচজন ঢাকার। বলা যায়, ঢাকার নায়িকাদের সামনে খেই হারিয়েছেন কলকাতার নায়িকারা। তাই তো ঈদের তিন ব্যর্থ নায়িকার তালিকার মধ্যে দুই জনই কলকাতার, ইধিকা ও দর্শনা। ব্যবসায়িকভাবে সিনেমার ব্যর্থতার জন্য তালিকায় নাম রয়েছে নুসরাত ফারিয়ার। এদিকে গত ঈদুল ফিতরের সিনেমার বাজার যখন জমজমাট, তখন আলোচনায় উঠে এসেছে আসন্ন ঈদুল আজহার সিনেমার নায়িকা নিয়ে। সিনেমাসংশ্লিষ্ট অনেকেই বলছেন, রোজার ঈদের মতো কুরবানির ঈদেও নায়িকারা থাকবেন চালকের আসনে। দর্শক উন্মাদনাও একই রকম দেখা যাবে। সিনেমার যে জোয়ার উঠেছে, এ ধারা অব্যাহত থাকবে। আসন্ন ঈদুল আজহায় মুক্তির তালিকায় রয়েছে 'তান্ডব', 'নীলচক্র', 'ইনসাফ', 'টগর', 'পিনিক', 'এশা মার্ডার : কর্মফল' ইত্যাদি। এসব সিনেমা নিয়ে পর্দায় আসবেন জয়া আহসান, মন্দিরা চক্রবর্তী, তাসনিয়া ফারিণ, পূজা চেরী, শবনম বুবলী, আজমেরী হক বাঁধন। কুরবানির ঈদে মুক্তির টার্গেট করেই নির্মিত হচ্ছে শাকিব খান অভিনীত সিনেমা 'তান্ডব'। পরিচালনা করছেন রায়হান রাফি। স্বভাবতই এ সিনেমা নিয়ে দর্শক আগ্রহ থাকবে তুঙ্গে। সিনেমাটিতে একটি বিশেষ চরিত্রে (সাংবাদিক) থাকছেন জয়া আহসান। প্রধান নায়িকা কে থাকবেন তা এখন প্রকাশ করেননি নির্মাতা ও প্রযোজনা সংস্থা। তবে বিশেষ চরিত্রে জয়া যে নজর কাড়বেন ও সিনেমার হাইপ তৈরি করবেন সেটি ধারণা করছেন অনেকে। কারণ গত ঈদে সুনেরাহ ও দীঘির স্বল্প উপস্থিতি যেভাবে দর্শক হৃদয় জয় করেছে এটিও একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। এছাড়া ঢাকা ও কলকাতা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে জয়ার জনপ্রিয়তাও বড় উদাহরণ হতে পারে। তালিকায় রয়েছে শবনম বুবলীর 'পিনিক'। প্রত্যেক ঈদে এ অভিনেত্রীর সিনেমা মুক্তি পায়। যা নিয়ে তৈরি হয় দর্শক আগ্রহ। গত ঈদে 'জংলি' সিনেমা দিয়ে বুবলী সেটি আবারও প্রমাণ করলেন। নিজেকে নিয়ে গেছেন সফলতার চূড়ায়। এ অভিনেত্রীও আসছেন তার নতুন সিনেমা নিয়ে। স্বভাবতই তিনি রাজত্ব করবেন বলেই ধারণা করা হচ্ছে। তার সঙ্গে 'পিনিক' সিনেমায় রয়েছেন আদর আজাদ। এটি নির্মাণ করেছেন জাহিদ জুয়েল। কুরবানির ঈদকে ঘিরে নির্মিত হচ্ছে আরেক সিনেমা 'ইনসাফ'। পরিচালনা করছেন সঞ্জয় সমাদ্দার। ঈদুল ফিতরে মুক্তির লক্ষ্যে নির্মাণ শুরু করলেও এখন এটি ঈদুল আজহাকে টার্গেট করেই এগোচ্ছে। ইতোমধ্যে সিনেমাটির ৯৫ ভাগ শুটিং শেষ বলে জানা গেছে। এতে দুই নায়কের সঙ্গে পর্দায় ভাগাভাগি করবেন তাসনিয়া ফারিণ। এ অভিনেত্রীর এটি দ্বিতীয় সিনেমা। গত বছরেই মুক্তি পায় তার অভিনীত প্রথম সিনেমা 'ফাতিমা'। ব্যবসায়িকভাবে খুব একটা সাফল্য না পেলেও সিনেমাটিতে অভিনয়ে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবেও সুনাম বয়ে এনেছে। এ নায়িকাকেও নিয়েও আশা করাই যায়। 'ইনসাফ'-এ অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম ও শরিফুল রাজ। জানা গেছে, আর দু-তিন দিনের শুটিং বাকি। তারপর ক্যামেরা ক্লোজ হয়ে যাবে। ক্যারিয়ার নিয়ে এখন অনেকটা সচেতন পূজা চেরী। ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন পুরোদমে। তার অভিনীত 'টগর' নামে একটি সিনেমাও রয়েছে কুরবানির ঈদে মুক্তির তালিকায়। এরই মধ্যে এর প্রচারণাও শুরু হয়েছে। পরিচালনা করেছেন আলোক হাসান। এতে পূজার বিপরীতে রয়েছেন আদর আজাদ। ঈদের মুক্তি প্রতীক্ষিত সব সিনেমার মধ্যে এটিই একমাত্র সিনেমা যারা অনেক আগে থেকেই প্রচারণা শুরু করেছে। এদিকে 'নীলচক্র' নামে একটি সিনেমাও কুরবানির ঈদে মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। মিঠু খান পরিচালিত এ সিনেমাটির এর আগেও মুক্তির কথা শোনা গেলেও, অবশেষে পিছিয়েছে। এ সিনেমায় অভিনয় করেছেন মন্দিরা চক্রবর্তী। যিনি পর্দায় আসেন 'কাজলরেখা' সিনেমা দিয়ে। ক্যারিয়ারের প্রথম সিনেমায় অভিনয়ে প্রশংসিত হয়েছিলেন।

ইসরায়েলি অভিনেত্রী থাকায় নিষিদ্ধ হলো 'স্নো হোয়াইট'

বিনোদন ডেস্ক : গত ২১ মার্চ মুক্তি পায় হলিউড ছবি 'স্নো হোয়াইট'। সারা বিশ্বের কমবেশি নানা দেশে ছবিটি মুক্তি পেলেও লেবাননে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে না। মূলত ছবিটি সেদেশটিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কারণ, সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন ইসরাইলি অভিনেত্রী গ্যাল গ্যাদত। লেবাননের সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে এক মার্কিন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেবাননের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহমাদ আল-হাজ্জার সরাসরি সিনেমাটি নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সিনেমায় গ্যাল গ্যাদতের উপস্থিতির কারণেই লেবাননের চলচ্চিত্র ও গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ সংস্থা সিনেমাটি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ফিলিস্তিনে চলমান ইসরাইলি হামলা এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও এ ঘটনা নতুন নয় একেবারেই। লেবাননভিত্তিক এক চলচ্চিত্র সংস্থা জানায়, লেবাননে অনেক আগে থেকেই ইসরায়েলি বয়কটের তালিকায় রয়েছেন গ্যাল গ্যাদত।

'এমিলি ইন প্যারিস'এ ফিরছেন না ক্যামিল

বিনোদন ডেস্ক : প্যারিসের রোম্যান্স আর গ্ল্যামারের শহরে আসছে এক আবেগঘন পরিবর্তন। 'এমিলি ইন প্যারিস' সিরিজের অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র ক্যামিল এবার আর থাকছেন না সিরিজের পঞ্চম অধ্যায়ে। ক্যামিল রাজাত, যিনি নিজের অনবদ্য অভিনয়ে ক্যামিল চরিত্রে এনেছিলেন মোহ, দ্বিধা আর জটিলতা–এবার সেই পরিচিত মুখ হারিয়ে যাচ্ছে সিরিজের রঙিন পর্দা থেকে। দর্শকের কাছে ক্যামিল শুধু একটি চরিত্র ছিল না, ছিল গল্পের গভীর আবেগের কেন্দ্রবিন্দু। এমিলি ও ক্যামিলের সম্পর্ক যতই টানাপোড়েনময় হোক না কেন, তার অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে সিরিজে রেখে যাবে শ্যাম্পেইনের এক ফিনফিনে শূন্যতা। তবে তার এই প্রস্থানে থেমে যাচ্ছে না গল্প। বরং আরও নাটকীয় মোড় নিতে চলেছে 'এমিলি ইন প্যারিস'-এর পঞ্চম সিজনে। এমিলির বস ও অ্যান্টোয়নের জটিল সম্পর্ক, গ্যাব্রিয়েল ও আলফির মাঝখানের দ্বন্দ্ব, আর প্রেমের পুরোনো খেলাগুলো সবই থাকছে আগের মতো। চতুর্থ সিজনের শেষে মার্সেলোর সঙ্গে এক ছবির মতো গেটওয়ে দিয়ে যে নতুন শহরের ইঙ্গিত মিলেছিল, তারই ধারাবাহিকতায় এবার গল্প এগিয়ে যাচ্ছে প্যারিস ছেড়ে রোমের দিকে।

সাহসী দৃশ্যে অভিনয় করবেন শ্রাবন্তী

বিনোদন ডেস্ক : এই মুহূর্তে বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন টালিউড অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। প্রায় একসঙ্গে দুটি সিনেমা মুক্তি। 'আড়ি' ও 'আমার বস'। দুই সিনেমাতেই আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছেন তিনি। বহু বছর পর 'আড়ি' ছবিতে আইটেম গানে নাচলেন শ্রাবন্তী। ইতিমধ্যেই শ্রাবন্তীর 'ডাকাত পড়েছে' গানটি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। পাশপাশি 'আমার বস' ছবিতে শ্রাবন্তী ধরা দিলেন সাহসী এক চরিত্রে। অভিনেতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সিনেমাতে শ্রাবন্তীর খোলা পিঠে প্রেমের অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কবিতা লিখছেন। তাকে পর্দায় এর আগে এমন সাহসী পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি। ইতোমধ্যেই সেই দৃশ্য নিয়ে শুরু হয়েছে ফিসফাস। নায়িকা অবশ্য আপ্লুত এমন একটা চরিত্র পেয়ে। নিজের এই উপলব্ধি নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারে কথা বলেছেন শ্রাবন্তী। আনন্দবাজারকে শ্রাবন্তী বলেন, 'এমন একটা গান নিজের ক্যারিয়ারে পেয়ে আপ্লুত। শুধু তাই নয়, কাজটা করার সময় একফোঁটা অস্বস্তি হয়নি। আসলে পেশাদারদের দিয়ে পুরো কাজটা করা হয়। চুমু খেয়েই যে প্রেম নিবেদন হয় তা নয়, এভাবেও একটা প্রেমের মুহূর্ত বোনা যায়। তার জন্য শিবুদাদের গোটা টিমকে কুর্নিশ। তার ওপর জয় গোস্বামীর কবিতা, কী বলব আর'। একইভাবে 'ডাকাত পড়েছে' গানটি সাড়া তুলেছে বলে খুশি নায়িকা। যশ-নুসরাতের প্রযোজনায় 'আড়ি' সিনেমায় ব্যবহার করা হয়েছে এই আইটেম গান। শ্রাবন্তী বর্তমানে 'বাবু সোনা' নামের একটি সিনেমায় কাজ করছেন। অংশুমান প্রত্যুষের এই সিনেমায় তার বিপরীতে আছেন জিতু কমল। সেখানে চোরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রাবন্তী, সিনেমাটি মুক্তি পাবে চলতি বছরে। এছাড়া শুভ্রজিৎ মিত্রের পরিচালনায় 'দেবী চৌধুরানী' সিনেমায় মূল চরিত্রেও শ্রাবন্তী অভিনয় করেছেন।

মিশরীয় মডেলের প্রেমে পড়লেন হানি সিং

বিনোন ডেস্ক : ভারতীতের জনপ্রিয় র?্যাপার ইয়ো ইয়ো হানি সিং মিশরীয় মডেল ইমা বকরের সঙ্গে প্রেম করছেন বলে বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছে। এবার ওই কথিত প্রেমিকার জন্মদিনের জমকালো পার্টিতে গিয়ে সেই গুঞ্জনে ঘি ঢাললেন এ গায়ক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার পাশাপাশি হানি সিং নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি রহস্যময় বার্তা শেয়ার করেছেন, যা ভক্তদের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, বিলাসবহুল এক রেস্তোরাঁয় ইমার জন্মদিন উদযাপন করছেন এবং হানি সিং ইমার পাশাপাশি বসে আছেন। এসময় ইমার হাত ধরে উঠে দাঁড়াতেও দেখা যায় হানিকে। সেই মুহূর্তে ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছিল গায়কের জনপ্রিয় গান 'মিলিওনেয়ার'। এর কিছুক্ষণ পরেই হানি সিং ইনস্টাগ্রামে একটি রহস্যময় পোস্ট শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, 'তুমি এই পৃথিবীতে বাস করো না, তুমি কেবল এর ভেতর দিয়ে পার হচ্ছো। জীবন একটা সুন্দর ভ্রমণ, যন্ত্রণা নয় বন্ধু।' হানির এই বার্তাটি সেই ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার ঠিক পরেই আসায় অনেকে মনে করছেন, এটি ইমা বকরকে ঘিরে চলমান গুজবেরই প্রতিক্রিয়া। যদিও এখন পর্যন্ত হানি সিং বা ইমা-কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সম্পর্ক স্বীকার বা অস্বীকার করেননি; তবে তাদের মধ্যে রসায়ন ভক্তদের নজর এড়ায়নি। উল্লেখ্য, মিশরীয় নাগরিক ইমা বকর দুবাইতে মডেলিংয়ের কাজ করেন। তিনি ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক মডেলিং জগতে পরিচিতি পাচ্ছেন। হাই-ফ্যাশন ফটোশুট, র?্যাম্প শো এবং গয়নার বিজ্ঞাপনে মডেলিংয়ের জন্য তিনি বেশ জনপ্রিয়। দুবাইয়ের বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠানেও তাকে দেখা গেছে। অন্যদিকে হানি সিং তার প্রাক্তন স্ত্রী শালিনী তালওয়ায়ের সঙ্গে ১১ বছরের বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি টানেন ২০২২ সালে। চলতি বছর গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে তিনি বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি। তিনি জানান, বিচ্ছেদটা হঠাৎ এলেও তা তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

মাঠের মাঝে মেশিনে ধান মাড়াই করছেন কৃষকেরা। বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

নন্দীগ্রামে আগাম জাতের ধান কাটা শুরু

নন্দীগ্রাম, বগুড়া প্রতিনিধি : বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলায় আগাম জাতের ইরি-বোরো ধান কাটা শুরু হয়েছে। মাঠজুড়ে পাকা ইরি-বোরো ধান। কেউ ধান কাটছেন, কেউ বাঁধছেন আঁটি। আর এর ফাঁকে কেউ গলা ছেড়ে গান গাইছে। গান গাইতে গাইতেই দ্রুতগতিতে কাটছে ধান। কৃষকের কাঁধে এখন ব্যস্ততা আর প্রত্যাশার ভার। তবে পুরোদমে ধান কাটা শুরু হতে আরও ১০-১৫ দিন সময় লাগতে পারে। এই আগাম জাতের ধান সাধারণত ১২০ থেকে ১৩০ দিনের মধ্যে পাকতে শুরু করে। অনেক কৃষকই দ্রুত বাজারে ধান তুলতে এবং ভালো দাম পেতে এই জাত বেছে নেন। এই উপজেলার বেশির ভাগ জমিতে আগাম জাতের ধানের চাষ করা হয়েছে। কৃষকেরা মিনিকেট, ব্রি-ধান ৯০, বিনা-৭, বিনা-১৭ ও কাটারীভোগ আবাদ করেছেন। গড়ে বিঘাপ্রতি ধানের ফলন হচ্ছে ২০ থেকে ২২ মণ। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ বছর নন্দীগ্রামে প্রায় ১৯ হাজার ৮শ ৫২ হেক্টর জমিতে ইরি-বোর ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও চাষাবাদ হয়েছে ১৯ হাজার ৭শ ৭০ হেক্টর জমিতে। এরমধ্যে আগাম জাতের ধান চাষ হয়েছে ১৮ হাজার ৫শ ৫৮ হেক্টও জমিতে। এবার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮১ হাজার ৪শ ৯০ মেট্রিকটন।

উপজেলার নন্দীগ্রাম সদর ইউনিয়নের কৈডালা গ্রামের আর্দশ কৃষক ও সাবেক প্রধান শিক্ষক মোবারক আলী বলেন, আমি ও আমার ভাই এ বছর ২৫ বিঘা জমিতে আগাম ধান লাগিয়েছি। এখনো পুরোপুরি ধান কাটার মৌসুম শুরু হয়নি, কিন্তু আমি আগাম জাতের ধানচাষাবাদ করায় আগেই ধান কেটে ঘরে তুলতে শুরু করেছি। ফলন ভালো হয়েছে, এখন বাজারে দামও ভালো। অল্প কয়েক দিনের মধ্য প্রায় সবার জমির ধান কাটা মাড়াই শুরু হবে। বাজারে বর্তমানে আগাম ধানের দাম প্রতি মণ ১৩০০ থেকে ১৩৫০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। কৃষকেরা বলছেন, আগাম বিক্রির সুযোগ থাকায় তারা লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন। কাঁচা ঘামে ভেজা কৃষকের মুখে এখন শুধু একটাই কথা ফসল ভালো হয়েছে, এবার দামটাও যেন ভালো থাকে।

তবে আগাম জাতের ধান কাটা শুরু হলেও বৈরী আবহাওয়া কৃষকদের মাঝে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। হঠাৎ করে বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার করাণে ধানের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় পড়েছে তারা। উপজেলার বুড়ইল ইউনিয়নের সিধইল গ্রামের কৃষক শাহজাহান আলী বলেন, গত দু'দিন ধরে আকাশ মেঘলা এবং বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার করাণে ধান কাটতে সমস্যা হচ্ছে। হঠাৎ আবহাওয়া বৈরী হওয়ায় আমরা দুশ্চিন্তায় পরেছি। নন্দীগ্রাম উপজেলা কৃষি অফিসার গাজীউল হক বলেন, আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার বোরোর ফলন ভালো হয়েছে। কৃষকেরা ধানের বাজারমূল্যও ভালো পাচ্ছেন। তবে চলমান বৈরী আবহাওয়ার কারণে ধান কাটার সময়সূচিতে প্রভাব পরতে পারে। আমার কৃষকদের পাকা ধান দ্রুত কাটার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।

ফুলবাড়ীতে বিনামূল্যে ২০০ কৃষকের পাটবীজ ও সার বিতরণ

ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে সোনালী আঁশ পাট কৃসকের মাঝে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে পাটবীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল রোববার কৃষি অফিস চত্ত্বরে বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রেহেনুমা তারান্নুম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নিলুফা ইয়াছমিন, এসএপিপিও মাহনাজ লাইজু চৌধুরী, এসএএও রিয়াজুল ইসলাম সরকার, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আবুবকর ছিদ্দিক, ফকরুল ইসলামসহ আর অনেকে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নিরুপা ইয়াছমিন জানান, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের খরিপ-১ মৌসূমে পাট প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় পাটের ফসলের উৎপাদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হলো। তিনি আরও বলেন, ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নের ২০০ জন কৃষককে এই পাট বীজ ও সার বিনামূল্যে পাবেন। প্রত্যেক কৃষক ১ কেজি পাট বীজ, ৫ কেজি ডিএপি সার, ৫ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে পাবেন।

মান্দায় নদীর অভয়াশ্রমে মাছের পোনা অবমুক্ত করলেন ডিসি

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে আত্রাই নদীর বুড়িদহ অভয়াশ্রমে পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। নওগাঁ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ আলম মিয়া, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দিপঙ্কর পাল, উপজেলা প্রকৌশলী আবু সাইদ, কৃষি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সেখ শাহ আলম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির আহবায়ক ও গনেশপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম বাবুল চৌধুরী, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মকলেছুর রহমান মকে, কুসুম্বা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নওফেল আলী মণ্ডল, প্রসাদপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিনসহ স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ আলম মিয়া বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নদী ও বিল সমূহে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পোনামাছ অবমুক্ত করা হবে। এর অংশ হিসেবে গতকাল রোববার আত্রাই নদীর বুড়িদহ অভয়াশ্রমে রুই, কাতলা, মৃগেলসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। নওগাঁ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল এরপর উপজেলা পরিষদ চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার, শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সহায়ক ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী, প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বীজ ও পোকা দমনের লক্ষে পরিবেশবান্ধব সেক্স হরমোন ফাঁদসহ বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করেন।

মোটর সাইকেল চুরির পর ফোন করে টাকা চাইলো চোর

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : মুখে মাস্ক পরা যুবক একটা বিল্ডিংয়ের সামনে ঘুরছেন। কয়েকবার পায়চারি করার পর হুট করে ঢুকে পড়লেন নির্মাণাধীন ভবনে। ভবনের গ্যারেজে থাকা একটি মোটর সাইকেলের তালা মুহূর্তেই ভেঙে ফেললেন। এরপর মোটর সাইকেল নিয়ে লাপাত্তা। কালীগঞ্জ উপজেলার সানবান্ধা গ্রামের আজিজুর রহমানের ছেলে জাকারিয়া হোসেন প্রয়োজনীয় কাজে ঝিনাইদহ যান। এ সময় তিনি ঝিনাইদহ পৌর শহরের পাগলাকানাই শহীদ মোশারফ হোসেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে নির্মাণাধীন ভবনের সামনে মটর সাইকেল টি রেখে দেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী জাকারিয়া হোসেন মোটর সাইকেল চুরির ঘটনায় থানায় জিডি করেছেন তিনি।

পলিথিন শিটেই শ্রেণিকক্ষ, আধুনিক কৃষিতে দক্ষ হচ্ছেন কৃষক

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের খানসামায় কৃষকের বাড়ির উঠানে পলিথিন শিট বিছিয়ে চলছে ব্যতিক্রমধর্মী পাঠদান। ২৫ জন কৃষক-কৃষাণী মনোযোগ দিয়ে অংশ নিচ্ছেন একটি 'পার্টনার মাঠ স্কুল'-এর ক্লাসে। মৌসুমভিত্তিক এই স্কুলে নির্দিষ্ট ফসলের আধুনিক চাষাবাদ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে হাতে-কলমে। এতে আধুনিক কৃষিতে দক্ষ হচ্ছেন কৃষক-কৃষাণীরা। গতকাল রোববার বিকালে উপজেলার খামারপাড়া ও গোবিন্দপুর এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, পলিথিন শিটে বসে হাতে-কলমে আধুনিক কৃষি বিষয়ে শিখছেন। এতে উপজেলা কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা পাঠদান করাচ্ছেন। জানা যায়, প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) প্রোগ্রামের আওতায় খানসামা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে চলমান এই কার্যক্রমে রবি মৌসুমে ধান, গম, সরিষা, ডাল, নিরাপদ সবজি ও ফল চাষ এবং উত্তম কৃষি চর্চা (জিএপি) বিষয়ে মোট ৮টি স্কুলে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এসব মাঠ স্কুলে মোট ১০টি পাঠে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না থেকে মাঠে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে রোগ ও পোকামাকড়ের সাথে এবং তা দমনে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি। নির্বিচার বালাইনাশক ব্যবহার না করে কীভাবে নিরাপদ ও টেকসই চাষাবাদ সম্ভব, তা দেখানো হচ্ছে প্রতিদিনের এই ক্লাসের মাধ্যমে। গোবিন্দপুর এলাকার কৃষক কমলেশ রায়, ভাস্কর ও ইন্দ্রমোহনসহ একাধিক কৃষক জানায়, সময়ের সাথে চাষাবাদ পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। তাই চাষাবাদের মাঝে কৃষি বিভাগের সহায়তায় পার্টনার স্কুলে ক্লাস করে নতুন ও আধুনিক পদ্ধতি শিখতেছি। যা বর্তমান সময়ে চাষাবাদে ভূমিকা রাখছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আল মুক্তাদির বলেন, পার্টনার প্রকল্পের আওতায় এই মাঠ স্কুলগুলোতে ফসলের আধুনিক জাত নির্বাচন থেকে শুরু করে নিরাপদ উপায়ে অধিক ফলন নিশ্চিত করার কারিগরি জ্ঞান দেয়া হচ্ছে। যেন কৃষকরা আধুনিক পদ্ধতিতে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে ও উৎসাহিত হয়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইয়াসমিন আক্তার বলেন, কৃষকদের আত্মবিশ্বাস করে গড়ে তুলতে প্রতিদিন একজন করে কৃষককে দলনেতা করে পাঠদান পরিচালিত হয়। ক্লাসগুলোকে প্রাণবন্ত করতে নাট্যভঙ্গিতে উপস্থাপন, দলীয় কার্যক্রম ও অংশগ্রহণমূলক কৌশল অনুসরণ করা হয়।

খাবারের খোঁজে লোকালয়ে এসেছে এক জোড়া কালোমুখ হনুমান। বলরামপুর, পাবনা।

পূর্ব রূপসায় শ্রমিক দলের প্রস্তুতিমূলক সভা

খুলনা প্রতিনিধি : আগামী পহেলা মে রূপসা উপজেলা শ্রমিক দলের উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রূপসা উপজেলা শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে পূর্ব রূপসা শ্রমিক ইউনিয়নের নিজস্ব কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা শ্রমিক দলের সাবেক সভাপতি মো. জালাল উদ্দীন মোল্লা। প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন, উপজেলা বিএনপির আহবায়ক সাইফুর রহমান মোল্লা। শ্রমিক দল নেতা মো. লাবলু শেখের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক রবিউল ইসলাম রবি, নৈহাটী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব দিদারুল ইসলাম দিদার, উপজেলা শ্রমিক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. ইউনুস গাজী, খুলনা জেলা কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কবির শেখ, জেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মমিনুর রহমান সাগর মোল্লা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুবদল নেতা হান্নান মীর, শ্রমিক দল নেতা মো. ইউনুস শেখ, মো. হুমায়ুন শেখ, কামাল শেখ, সাবের, সোহেল প্রমুখ।

মেলান্দহে ফুড প্যাকেট বিতরণ

মেলান্দহ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের মেলান্দহে ৫শতাধিক হতদরিদ্র-প্রতিবন্ধী-বিধবা-ভিক্ষুক-অসহায় পরিবারের মাঝে বিনামুল্যে ফুড প্যাকেট বিতরন করেছে দোস্ত এইড বাংলাদেশ। এ উপলক্ষে গতকাল রোববার দুপুরে চরপলিশা হাই স্কুল মাঠে ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। দোস্ত এইড বাংলাদেশের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা একেএম জহিরুল ইসলাম চৌধুরী এতে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দোস্ত এইড'র হেড অব একাউন্স এন্ড এডমিন জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী কহিনুর। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন-চরপলিশা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা, জামালপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি- শাহ জামাল, দোস্ত এইডের পাবলিক রিলেশন অফিসার মোজাহিদুল ইসলাম চৌধুরী পরাগ, আব্দুর রশিদ মেম্বার, গোলাম মোস্তফা মেম্বার প্রমুখ।

ভারতে ৬ বছর কারাভোগের পর বাংলাদেশে ফিরলেন ১ পুরুষ সহ ৭ নারী

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : ভারতে ছয় বছর কারাভোগ পর বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে ১ পুরুষ সহ ৭ বাংলাদেশি নারীকে বাংলাদেশে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় পুলিশ। গত শনিবার রাতে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে তাদের হসতানতর করেছে। বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে ফেরত আসারা হলেন- মনিকা আক্তার (২১), লিলি বেগম (৩১), কাজল গাজী (২৭), আম্বিয়া বিবি (৩২), আকলিমা খাতুন (২২), সাবিনা বিবি (২৫)ও ইসলাম সর্দার (৫৭)। তারা ঢাকা, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর ও বগুড়া জেলার বাসিন্দা। বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহিম আহমেদ জানান, ভালো কাজের আশায় সাত বছর আগে তারা দালালের মাধ্যমে অবৈধ পথে ভারতের যান। সেখানে কলকাতায় তারা বিভিন্ন বাসাবাড়িতে কাজ করার সময় সে দেশের পুলিশের হাতে আটক হন তারা। অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে সে দেশের আদালত তাদের ৬ বছরের সাজা দিয়ে কারাগারে পাঠায়। কারাভোগ শেষে ভারতের একটি এনজিও সংস্থা তাদের গ্রহন করে শেল্টারহোমে রাখে। পরে উভয় দেশের দূতাবাসের সহযোগিতায় এবং ভারত সরকারের দেওয়া বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে গত শনিবার রাতে তারা দেশে ফিরেছেন। ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাদের বেনাপোল পোর্ট থানায় হসতানতর করা হয়েছে। সেখান থেকে রাইটস যশোর নামে একটি এনজিও সংস্থা তাদেরকে গ্রহন করেছে তাদের পরিবারের কাছে হস্থান্তরের জন্য। রাইটস যশোরের সাইকোসোস্যাল কাউন্সিলর জাওয়াদুল করিম জানান, ফেরত আসাদের বেনাপোল পোর্ট থানা থেকে গ্রহন করা হয়েছে। এরমধ্যে রাতে ইসলাম সর্দার নামে একজনকে তার পরিবারের কাছে হসতানতর করা হয়েছে। বাকি ছয় নারীকে হসতানতর জন্য তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগযোগ চলছে।

রংপুরে গৃহবধুকে ধর্ষনের ঘটনায় গ্রেফতার ৩

রংপুর প্রতিনিধি : রংপুরের হারাগাছে গৃহবধুকে সংঘবদ্ধ ধর্ষনের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এরমধ্যে ২ জন আদালতে স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি দিয়েছে। রংপুর মেট্রোপলিটন আমলী আদালত-১ এর বিচারক শোয়েবুর রহমানের কাছে শামীম ও সিয়াম বাবু নামের দুইজন ১৬৪ ধারায় এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। এর আগে তথ্য প্রযুক্তির সহযোগিতায় শামীম ও আজম আলীকে নারায়নগঞ্জের সদরের পানির এসিআই কোম্পানীর কল কারখানা পাশে আল মিয়ার ভাড়া বাসা থেকে এবং সিয়াম বাবুকে হারাগাছের ধুমেরকুঠি এলাকার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। হারাগাছ মেট্রোপলিটন থানার ওসি মমিনুল ইসলাম সোহেল জানান, গ্রেফতারকৃতরা হলেন কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীর আন্ধারীঝার হারেটকুঠি এলাকায় আব্দুল মজিদের পুত্র শামীম হোসেন (২৩), রংপুর মহানগরীর হারাগাছের উদয় নারায়ন মাছহারি এলাকার এজাহারুল ইসলামের পুত্র আজম আলী (১৯) এবং ধুমেরকুঠি পশ্চিমপাড়ার মৃত মাহফুজুর রহমানের পুত্র সিয়াব বাবু ওরফে বানিয়া বাবু (২৬)।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর দুই পরিবারের পাশে সাবেক এমপি রুবেল

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার শালচুড়া রাংটিয়া গ্রামের ভূইয়া বাড়ির নিহত দুই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, জেলা কমিটির সাবেক সভাপতি ও তিন বারের জনপ্রিয় সাবেক এমপি মো, মাহমুদুল হক রুবেল। গত শনিবার তিনি তাদের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যেক পরিবারকে নগদ আর্থিক সহায়তা দেন এবং নিহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সার্বিক সহযোগিতা ও পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এসময় ঝিনাইগাতী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব মো. শাহজাহান আকন্দ, যুগ্ম আহবায়ক মো. আব্দুল মান্নান, নলকুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান মো. রোকুনুজ্জামান, যুবদলের আহ্বায়ক মো. মাসুম বিল্লাহসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মতলব উত্তরে ভিমরুলের কামড়ে হতাহত ৪

মতলব উত্তর, চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় ভিমরুলের কামড়ে আলোর সন্ধানে বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সাধারণ সম্পাদক ও বড় দূর্গাপুর গ্রামের মৃত তমিজ উদ্দীন মিয়াজির ছেলে মো. সালামত মিয়াজী (৫৫) মৃত্যু হয়েছে। ও তার স্ত্রী সন্তান ঢাকার একটি হাসপাতালে আইসিউতে আছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুর্গাপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মো. মানিক হোসেন। স্থানীয়রা জানান, মো. সালামত মিয়াজি ও তার স্ত্রী সেলিনা বেগম মেয়ের শশুর বাড়ি উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের ঘাসিরচর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে পথিমধ্যে রাস্তার ঘোষ বাড়ি সংলগ্ন স্থানে তাকে ও তার স্ত্রী সেলিনা আক্তারকে ভিমরুল বেপরোয়াভাবে কামড়ায়। খবর পেয়ে তার মেয়ে শাউনী আক্তার ও মেয়ের জামাই ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তাঁদেরকেও ভিমরুল কামড়ে আহত করে। সেখান থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পরে ঢাকার বারডেম হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক সালামত মিয়াজিকে মৃত ঘোষণা করেন। তার স্ত্রী সেলিনা আক্তার ও অন্যান্যরা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছেন। দুর্গাপুর ইউপি সদস্য মো. মানিক মিয়া জানান, ঘটনাটি একটি হৃদয় বিদারক। চোখের সামনে এমন মৃত্যু খুবই কষ্টের। ঘটনার পরে আহত সালামত মিয়াজিসহ তার পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। সেখানে যাওয়ার পর তার মৃত্যু হয়।

শেখ হাসিনার নামে ঈদ উপহার দেয়া সেই হালিম মোল্লা গ্রেফতার

বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে ঈদ উপহার, শেখ হাসিনা সহ নেতাকর্মীদের নামে মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে শহরের বিভিন্ন সড়কে লিফলেট বিতরন করা, চাঁদা বাজি সহ ৯ মামলার আসামি বরগুনা জেলা শ্রমিক লীগের আহবায়ক হালিম মোল্লা কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। থানা সুত্রে জানাগেছে, হালিম মোল্লা বরগুনা থানার গত ৪ ফেব্রুয়ারি দায়ের করা বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলার এজাহার ভুক্ত আসামী। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে ২ টি চাঁদাবাজি, ১ টি বিস্ফোরক আইনে, ১ টি মাদক আইনে মোট ৯ টি মামলা রয়েছে। এ বিষয়ে বরগুনা থানার অফিসার ইনচার্জ দেওয়ান জগলুল হাসান বলেন, জেলা শ্রমিক লীগের আহবায়ক হালিম মোল্লা বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলার এজাহার নামীয় আসামী। সে বিভিন্ন সময়ে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর জন্য কাজ করে আসছিল। তার বিরুদ্ধে মোট ৯ টি মামলা রয়েছে।

তালগাছে উঠে রস সংগ্রহ করছেন একজন। হোগলবুনিয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা।

রাজিবপুরে চরাঞ্চলের কৃষকদের মাঝে পার্টনার ফিল্ড স্কুল আলো ছড়াচ্ছে

চররাজিবপুর, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের চর রাজিবপুর উপজেলার মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের দিয়ারার চর কোনাচি পাড়া চরাঞ্চলের কৃষকদের মাঝে বাড়ির আঙিনায় পার্টনার ফিল্ড স্কুলের কার্যক্রমের মাধ্যমে আলো ছড়াচ্ছে রাজিবপুর কৃষি অফিস। বই-খাতা নিয়ে এসব স্কুলে পড়ছে গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক কৃষক-কৃষাণীরা। অফিস সূত্রে জানা গেছে, পার্টনার প্রোগ্রাম এর আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চর রাজিবপুর এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছর গম, ধান, ভুট্টা, ডাল ফসল ও উত্তম কৃষিচর্চার উপর ৭টি কৃষক মাঠস্কুল সফল ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলার মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের দিয়ারার চর কোনাচি পাড়া গ্রামের ১৩ জন পুরুষ ও ১২ জন নারীসহ ২৫ জন কৃষক কৃষানি নিমগ্ন হয়ে শুনছেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ রতন মিয়া, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোছা: দিলসাদ জাহানের কথা। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোছাঃ হাফিজা খাতুন। স্কুলে আসা নানা বয়সের এসব নারী/ পুরুষ কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু সবাই এখানে স্কুল ছাত্র ছাত্রী। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, চেয়ার-টেবিল ছাড়া এ স্কুলে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে শেখানো হচ্ছে কীভাবে আধুনিক উপায়ে গম, ভুট্রা, ডাল চাষ করা যায়। তার রোগ ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা, সার ও পানি ব্যবস্থাপনা, উপকারী-অপকারী পোকা সম্পর্কে মোট কথা বীজ হতে পুনরায় বীজ প্রাপ্তিতে যত আধুনিক উপায় আছে সবকিছু হাতে কলমে শেখানো হচ্ছে। পার্টনার ফিল্ড স্কুলের ছাত্র কৃষক মনিরুজ্জামান বলেন, জমিতে সঠিক মাত্রায় সার, সঠিক সময়ে জমিতে পানি রাখার গুরুত্ব, সঠিক পদ্ধতিতে বালাইনাশকের ব্যবহার, আইপিএম পদ্ধতিতে পোকা দমনসহ এ স্কুলে পড়ে তারা অনেক কিছুই শিখতে পারছেন। মোহনগঞ্জ ৩ ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোছাঃ দিলসাদ জাহান বলেন, পার্টনার স্কুলে পড়ে কৃষকরা কৃষি ও পারিবারিক পুষ্টি বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠেছেন।

রামুতে আড়াই লাখ টাকার জাল নোট সহ আটক ৩

কক্সবাজার প্রতিনিধি : কক্সবাজারের রামুর মরিচ্যা চেকপোস্টে জালনোটসহ কাউয়ারখোপের ইউপি সদস্যসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৫০হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়। আটককৃতরা হলেন, কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের এমইউপি সদস্য মৃত গোলাম কাদেরের পুত্র মো: হাছান, মোহাম্মদ শফির পুত্র মোঃ কাজল এবং মৃত আনু মিয়ার পুত্র মোঃ এহসানুল হক। তিনজনই রামু উপজেলার কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের বাসিন্দা। রামু থানার ওসি ইমন কান্তি চৌধুরী, বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শরণখোলার লোকালয়ে উদ্ধার অজগর সুন্দরবনে অবমুক্ত

শরণখোলা, বাগেরহাট প্রতিনিধি : শরণখোলার লোকালয় থেকে একটি অজগর উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ১০ টায় উপজেলার রাজেশ্বর গ্রামের মৎস্য খামার থেকে অজগরটি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অজগরটি গতকাল রোববার বেলা ২টায় সুন্দরবনে অবমুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাজেশ্বর গ্রামের মধু খানের বাড়ির পাশে মৎস্য খামারের ঘেরের জালেএকটি অজগর পেঁচিয়ে থাকতে দেখা যায়। সিপিজি সদস্য ও ভিটিআরটি সদস্যদের খবর দেয়া হলে তারা ঘটনাস্থলে যান। তারা অজগরটিকে ধরে বস্তায় ভরে সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যান। পূর্ব সুন্দরবন বিভাগের শরণখোলা ফরেষ্ট ষ্টেশন কর্মকর্তা ফরেস্টার মোঃ ফারুক আহমেদ বলেন, রাজেশ্বর গ্রাম থেকে উদ্ধার করা প্রায় ২০ কেজি ওজনের ১৫ ফুট দৈর্ঘ্যের অজগরটি গতকাল রোববার বেলা ২ টায় সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের ধাবরী এলাকার বনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

চিনের অর্থায়নে বরগুনায় হাসপাতাল নির্মানের দাবীতে মানববন্ধন

বরগুনা প্রতিনিধি : চায়না বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ জেনারেল হাসপাতাল বরগুনায় নির্মাণের দাবীতে বরগুনা উন্নয়ন ফোরামের আয়োজনে গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০ টায় বরগুনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এক মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন, বরগুনা উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রেজবুল কবির। বক্তব্য রাখেন বরগুনা প্রেসক্লাবের সভাপতি সোহেল হাফিজ, সাবেক সভাপতি জাকির হোসেন মিরাজ। মানব বন্ধনে বরগুনা উন্নয়ন ফোরাম, বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন, আইনজীবী সহ অন্যন্য পেশাজীবির মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মানব বন্ধন শেষে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শফিউল আলমের কাছে নেতৃবৃন্দ একটি স্বারক লিপি প্রদান করেন। বক্তারা বাংলাদেশে চিনের অর্থায়নে বরগুনায় একটি হাসপাতাল নির্মানের জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ে জোর দাবী জানান।

শার্শায় ব্যবসায়ীকে চাকুর ভয় দেখিয়ে টাকা ছিনতাই, আটক ২

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : যশোরের শার্শায় ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ। এসময় তাঁদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া টাকা, একটি দেশীয় হাসুয়া ও একটি চাকু উদ্ধার করা হয়। গতকাল রোববার সকালে দুই ছিনতাইকারীর আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শার্শা থানার ওসি রবিউল ইসলাম। এর আগে উপজেলার গোড়পাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটক দুইজন হলেন- গোঁড়পাড়া (সর্দারপাড়া) গ্রামের মৃত মকছেদ আলীর ছেলে সবুজ হোসেন (২৮), একই গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে টিটু মিয়া (২৩)। পুলিশ জানায়, উপজেলার গোঁড়পাড়া বাজারের পান ব্যবসায়ী তবিবার রহমান গত শনিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে ফকিরতলা বিশ্বাসবাড়ি সংলগ্ন পাকা রাস্তার উপর দুই ছিনতাইকারী তার পথ গতিরোধ করে।

বারোমাসি ফুলকপির খেতে নিড়ানি দিচ্ছেন কৃষকেরা। মিরপুর, গাবতলী, বগুড়া।

হেইডেনহেইমের সাথে বায়ার্নের বড়ো জয়

স্পোর্টর্স ডেস্ক : জার্মান বুন্দেসলিগার ৩৪তম শিরোপা জয় থেকে হাত ছোঁয়া দূরত্বে রয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। গত শনিবার রাতে নিচু সারির দল এফসি হেইডেনহেইমের মাঠে গিয়ে ০-৪ গোলের ব্যবধানে জয় তুলে এনেছে ভিনসেন্ট কোম্পানির শিষ্যরা। এই জয়ের ফলে ৩০ ম্যাচে নিজেদের নামের পাশে ৭২ পয়েন্ট যুক্ত করলো বায়ার্ন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বায়ার লেভারকুসেনের (৬৩) সঙ্গে ৯ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করলো তারা। যদিও লেভারকুসেন খেলেছে ২৯ ম্যাচ। লেভারকুসেন যদি হেরে যায়, তাহলে পরের ম্যাচ জিতলেই চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন। আর যদি লেভারকুসেন জিতে যায়, তাহলে বায়ার্নের শিরোপা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন আরও দুটি জয়। লিগে বাকি আছে আর মাত্র চার রাউন্ড ম্যাচ। হেইডেনহেইমের মাঠে গিয়ে ৩৬ মিনিটের মধ্যেই ০-৩ গোলে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। যার মধ্যে একটি গোল ছিল হ্যারি কেইনের। ইংলিশ এই তারকা আরও গোল পেতে পারতেন। তবে, ৫৬তম মিনিটে শেষ গোল করার পর স্বাগতিকদের জালে আর বল জড়াতে পারেনি ভাবারিয়ানরা। ১৩ মিনিটে গোলের সূচনা করেন হ্যারি কেইন। ১৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কনরাড ল্যাইমার। ম্যাচের ৩৬তম মিনিটে কিংসলে কোম্যান তৃতীয় গোল করেন। ৫৬তম মিনিটে চতুর্থ গোলটি করেন জসুয়া কিমিচ। ম্যাচ শেষে বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি বলেন, 'আমি জানি এখন সবাই বলবে যে, বায়ার্নের জন্য এখানে এভাবে জেতা তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমি জানি, যদি আপনি হেইডেনহেইমের শেষ ম্যাচগুলো দেখে থাকেন, যেমন বায়ার লেভারকুসেনের বিপক্ষে ম্যাচটা। তাহলে দেখবেন প্রতিপক্ষের জন্য সেটা কতটা কঠিন ছিল। আমি জানতাম যে জয়টা সহজ হবে না।'

লাহোরের জন্য দোয়া চাইলেন রিশাদ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : পিএসএল মাতাচ্ছেন বাংলাদেশের তারকা লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন। রিশাদের ঘূর্ণি জাদুতে কুপোকাত হচ্ছে একের পর এক দল। দুর্দান্ত বোলিংয়ে ইতোমধ্যে সবার মন জয় করে নিয়েছেন রিশাদ। লাহোর কালান্দার্স দলের মালিক সামীন রানা, অধিনায়ক শাহীন শাহ আফ্রিদিসহ আরও অনেকেই মেতেছেন রিশাদের প্রশংসায়। দুর্দান্ত বোলিং করে এই প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন রিশাদ। এবার রিশাদকে নিয়ে নিজেদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে লাহোর কালান্দার্স। যেখানে তার প্রস্তুতি এবং মাঠে যাওয়া, অনুশীলনের চিত্র প্রকাশ করেছে লাহোর। রিশাদ নিজেও বলেছেন নিজের অনুশীলনের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে। ভিডিওতে রিশাদ বলেছেন, 'আমি রিশাদ হোসেন। লাহোর কালান্দার্সের হয়ে অনুশীলনের জন্য আমি মুলতান স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছি। আমি আশাবাদী যে সবাই সর্বশেষ ম্যাচে আমাদের পারফরম্যান্সে খুশি হয়েছেন। আমরা সামনের ম্যাচগুলোয় আরও ভালো করতে চাইব। আমরা লাহোর কালান্দার্সকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে চাই ইনশাআল্লাহ। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।' রিশাদ আরও বলেন, 'আমি শুরুতে ওয়ার্ম আপ করি। আমি চেষ্টা করি মানসিক শান্তি অর্জনের। এটাই। আমি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের ক্ষেত্রে চেষ্টা করি ৪-৫ বা ৬ ওভার বল করার। এর পাশাপাশি যতটুকু আমার মানসিক শান্তির জন্য দরকার হয়। যতটুকু ম্যাচের আগে দরকার হয়। আজকেও একই করব। আমি মুলতান সুলতান্স ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।' রিশাদ বলেছেন, 'আমরা এখন মুলতানে আছি। এখানে করাচির চেয়ে বেশি গরম। আমরা চেষ্টা করছি মানিয়ে নিতে ইনশাআল্লাহ। আমি চেষ্টা করছি ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংয়ে নিজের সেরাটা দিতে। ইনশাআল্লাহ আমরা মুলতানের বিপক্ষে জিতে টেবিল টপার হওয়ার চেষ্টা করব। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন।' ৩ ম্যাচে ২ জয়ের ফলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে টেবিলের ২য় স্থানে আছে লাহোর কালান্দার্স। পরবর্তী ম্যাচ আগামীকাল মঙ্গলবার, প্রতিপক্ষ মুলতান সুলতান্স।

কানাডা টি-১০ লিগে নাম লেখালেন মিরাজ-তামিম

স্পোর্টর্স ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের জনপ্রিয়তা। সেই সাথে বাড়ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগও। টি-টোয়েন্টির থেকেও সংক্ষিপ্ত পরিসরের ফরম্যাট টি-১০ লিগও বিশ্বজুড়েই ছড়িয়ে পড়ছে। ১০ ওভারের এই ফরম্যাটের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ চালু করতে যাচ্ছে কানাডা। ক্রিকেটে বিষয়ক জনপ্রিয় সাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়ের নেতৃত্বে 'কানাডা সুপার সিক্সটি'র ব্যানারে এই টি-টেন লিগ আয়োজনের অনুমোদন পেয়েছে। এর আগে যুবরাজ এই উদ্যোগের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এবারে তার প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখতে যাচ্ছে। ৮ দলের এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ থেকে দুই জন ক্রিকেটার নামের কথা জানা গেছে। তারা হলেন অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ এবং ব্যাটার তানজিদ হাসান তামিম। তবে মোট কতজন নাম নিবন্ধন করেছেন তা জানা যায়নি। নিবন্ধিত ক্রিকেটারদের তালিকায় আছেন ফিন অ্যালেন, সিকান্দার রাজা, নাসিম শাহ, অ্যালেক্স হেলস, শামার জোসেফ, জেসন রয়, কেশভ মহারাজ, টিম সাউদি, আজম খান, রাইলি রুশো, জিমি নিশাম, ক্রিস লিন, আন্দ্রে ফ্লেচার, জেসন হোল্ডার, কাইল মায়ার্সদের মতো তারকারা। স্কটিশ ক্রিকেট কিংবদন্তি ও টি-টেনের অ্যাসিস্টেন্ট টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর কাইল কোয়েটজার জানিয়েছেন, 'কানাডা সুপার৬০-তে খেলতে বিশ্ব ক্রিকেটের বড় বড় সব তারকার নাম দেখে আমি অনেক রোমাঞ্চিত। তাদের অংশগ্রহণ এই প্রতিযোগিতাকে আরও উন্নত করবে, কানাডার ক্রিকেটারদের জন্য এটি অনেক মূল্যবান এবং দর্শকদের জন্যও হবে বেশ উত্তেজনাপূর্ণ।' প্রথম আসরের ড্রাফটে অংশ নিতে সবমিলিয়ে ১৩০০ এর বেশি ক্রিকেটার নাম নিবন্ধন করেছেন। এখন পর্যন্ত ৩৪টি দেশের ১১৩৫ জন পুরুষ এবং ২৩৫ জন নারী ক্রিকেটার নাম নিবন্ধন করেছেন। ৮ দল নিয়ে গঠিত এই লিগের ড্রাফটও শিগগিরই প্রকাশিত হবে। টুর্নামেন্টটি শুরু হবে জুলাইয়ে।

অবিশ্বাস্য কামব্যাকে জয় পেলো বার্সা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : রোমাঞ্চকর এক ম্যাচ। বিপদে ভেঙে পড়তে নেই, ধৈর্য ধরে ঘুরে দাঁড়াতে হয়; সেই পাঠই যেন শেখালো বার্সেলোনা। অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের গল্প লিগে শেষ পর্যন্ত জয় নিয়েই মাঠ ছাড়লো কাতালানরা। লা লিগায় সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে ৩-১ গোলে পিছিয়ে পড়েও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে অবশেষে জিতেছে ৪-৩ ব্যবধানে। গত শনিবার বার্সার ঘরের মাঠ এস্তাদিও অলিম্পিক লুইস স্টেডিয়ামে খেলার মূল সময় শেষ হয় ৩-৩ সমতায়। অতিরিক্ত সময়ে পেনাল্টি থেকে গোল করে বার্সার জয় নিশ্চিত করেন রাফিন-হা। দুর্দান্ত জয়ে রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে শীর্ষে ৭ পয়েন্ট এগিয়ে গেছে বার্সা। ম্যাচের ১২ মিনিটে ফেরান তোরেস গোল করে বার্সেলোনাকে এগিয়ে নেন। কিন্তু মাত্র ৩ মিনিট পর গোলরক্ষক ভয়চেক সিজনি সেল্টা ভিগোর একটি ক্রস বুঝতে না পারায় লিড হারায় স্বাগতিকরা। এই সুযোগে স্কোরশিটে নাম লেখান বোরজা ইগলেসিয়াস। এতে ১-১ সমতায় ফেরে সেল্টা ভিগো। দ্বিতীয়ার্ধে ১০ মিনিটের ব্যবধানে আরও দুটি গোল করেন ইগলেসিয়াস। এতে স্বাগতিক বার্সার দর্শকরা হতবাক হয়ে যান। দুটি গোলই একই ধরনের, গোলরক্ষককে পরাস্ত করে দৌড়ে গিয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। এরপর প্রতি-আক্রমণে যায় বার্সা। দানি ওলমো ও রাফিনহা চার মিনিটের ব্যবধানে দুটি গোল করে ৩-৩ সমতা ফেরান। সেল্টা ভিগো মূল সময় পর্যন্ত ম্যাচ ধরে রাখলেও ওলমোকে ফাউলের কারণে শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি পায় বার্সা। ভিএআর চেকের পরও সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন রেফারি। রাফিনহা পেনাল্টি থেকে বলটি জালে জড়ান ৯৮ মিনিটে। বল তুলে দেন ওপরের কর্নার দিয়ে। এতে ৪-৩ ব্যবধানে জেতে বার্সা। ৩২ ম্যাচে টেবিলটপার বার্সার পয়েন্ট ৭৩। ৩১ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে আছে রিয়াল মাদ্রিদ।

শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় সেরা চারে ম্যানসিটি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ৮ মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল। তবে ম্যানচেস্টার সিটি গোল দুটি করেছে ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে, ৮৫ ও ৯২ মিনিটে। গুডিসন পার্কে গত শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এভারটনকে ২-০ গোলে হারিয়েছে পেপ গার্দিওলার দল। চমকপ্রদ জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে নিয়েছে ম্যানসিটি। ৩৩ ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে আকাশী-নীলরা। ষষ্ঠ স্থানে থাকা চেলসি এবং সপ্তম স্থানে থাকা অ্যাস্টন ভিলার চেয়ে ৪ পয়েন্ট এগিয়ে তারা। যদিও এক ম্যাচ বেশি খেলেছে সিটি। আগামী মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ থেকে শীর্ষ পাঁচ দল খেলবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। ইউরোপীয় শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চাইলে মৌসুম শেষে এই গণ্ডির ভেতরেই থাকতে ম্যানসিটিকে। স্বাগতিক এভারটনের মাঠে ৮৫ মিনিট পর্যন্ত কঠিন লড়াই করতে হয়েছে সিটিকে। গোলের ভালো সুযোগ তৈরি করতে হিমশিম খাচ্ছিলো তারা। অন্যদিকে এভারটন কিছু ভালো মুহূর্ত তৈরি করে। স্বাগতিক এভারটন গোলের সবচেয়ে কাছাকাছি আসে প্রথমার্ধে। তারকোভস্কি কর্নার থেকে হেড করে পোস্টে মারেন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সিটি গোলরক্ষক স্টেফান ওর্তেগা স্বাগতিকর দলের জার্রাড ব্রানথওয়েটের হেড ঠেকিয়ে দারুণ সেভ করেন। ৫২ মিনিটে এভারটনের তারকোভস্কি ইনজুরিতে পড়েন। টানা ১০৯টি প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে শুরুর একাদশে থাকা এ তারকার ইনজুরির পর সেরা সুযোগগুলো আসে সিটির। সিটি ফরোয়ার্ড ওমর মারমুশ এভারটনের বদলি খেলোয়াড় মাইকেল কিনের ভুল কাজে লাগাতে পারেননি। শেষ দিকে খেলার নিয়ন্ত্রণ নেয় সিটি। ৮৫ মিনিটে গোল করেন সিটিকে লিড এনে দেন নিকো ও'রেইলি। এতে স্বাগতিকদের লড়াই স্তিমিত হয়ে যায়। ম্যাথিউস নুনেসের নিচু ক্রস থেকে বল পেয়ে ও'রেইলি চার মিটার দূর থেকে বল জালে ঠেলে দেন। এরপর ৯২ মিনিটে মাতিও কোভাচিচ বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে দ্বিতীয় গোল করে সিটির জয় নিশ্চিত করেন।

লাইফস্টাইল

যে লক্ষণগুলো দেখে বুঝবেন হিট স্ট্রোক হচ্ছে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : গ্রীষ্মের তীব্র তাপদাহে ঘাম হওয়া ও শরীর একটু খারাপ লাগা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু শুধু গরম লাগার অনুভূতি বাড়তে বাড়তে কখন যে হিট স্ট্রোকে পরিণত হয় তা বুঝে উঠতে পারেন না অনেকেই। তাই হিট স্ট্রোকের লক্ষণগুলো জানা খুব জরুরি, যেন সময় থাকতেই নিজেকে ও অন্যকে রক্ষা করতে পারেন। **হিট স্ট্রোক কেন হয়?** শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা হোমিওস্ট্যাসিস ব্যর্থ হলে হিট স্ট্রোক হয়। তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেসব পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হয় তার মধ্যে প্রধান হলো অত্যধিক গরম ও আর্দ্র পরিবেশে দীর্ঘক্ষণ থাকা ও শরীরের অতিরিক্ত তাপমাত্রা ঘাম বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় বের হতে না পারা। একে বলে ক্ল্যাসিকাল হিট স্ট্রোক। আবার রোদের প্রচণ্ড তাপে বাইরে যারা কাজ করেন বা মাথায় রোদ নিয়ে দীর্ঘ সময় জার্নি করেন, তারাও এই সময়ে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকিতে থাকেন। একে এক্সারশনাল হিট স্ট্রোক বলে। উচ্চ তাপমাত্রায় অভ্যস্ত না হলে এটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই দুই ধরনের হিট স্ট্রোক বিভিন্ন কারণে হতে পারে- ১. শরীরের পানিশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন: পর্যাপ্ত পানি না পান করলে ঘাম কম তৈরি হয়, ফলে শরীরের তাপ বের হতে বাধা পায়। ২. দীর্ঘক্ষণ কঠোর শারীরিক পরিশ্রম: গরমে অতিরিক্ত ব্যায়াম ও কায়িক শ্রম করলে বা সেনাবাহিনীর ট্রেনিংয়ের সময় হিট স্ট্রোক ঘটে অনেক সময়। ৩. বয়স ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা: শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস বা স্থূলতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। ৪. কিছু ওষুধ শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণে বাধা দেয়। তাই অতিরিক্ত গরমে কাজ করা আপনার প্রতিদিনের কাজ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ৫. গরম পোশাক বা বদ্ধ পরিবেশ: অতিরিক্ত মোটা কাপড় পরা বা বদ্ধ স্থানে তাপ জমে হিট স্ট্রোক হতে পারে। যেসব কারণে হিট স্ট্রোকের হতে পারে, সম্ভব হলে এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলুন। কিন্তু বাস্তবতার খাতিরে অনেক সময়ই এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়না। তাই হিট স্ট্রোক হতে লাগলে আপনার শরীরে কী কী লক্ষণ দেখা দিতে পারে, তা বিস্তারিত জেনে নিন। লক্ষণগুলো জানা থাকলে দ্রুততম সময়ে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। **হিট স্ট্রোকের লক্ষণ** ১. থার্মোমিটার দিয়ে মাপলে ১০৪ ফারেনহাইট অথবা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা। থার্মোমিটার না থাকলে ত্বক গরম, শুষ্ক ও লাল হয়ে যাওয়া দেখেও বোঝা যায়। ঘাম কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া। ২. মাথা ঘোরা অনুভব হওয়া বা ভারসাম্য হারানো।৩. মাইগ্রেনের মতো তীব্র মাথাব্যথা। ৪. বিভ্রান্তি বা অসংলগ্ন কথা বলা। যেমন, সময়-স্থান ভুলে যাওয়া। ৫. খিচুনি বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। ৬. হ্যালুসিনেশন হওয়া প্রলাপ বকা বা অদ্ভুত আচরণ করা। ৭. হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হতে পারে। দ্রুত ও দুর্বল পালস। ৮. হাইপোটেনশন বা রক্তচাপ কমে যাওয়া।

৯. পেশীতে ব্যথা বা খিঁচুনি । ১০. বমি বা ডায়রিয়া, কখনও কখনও রক্তপাত সহ। ১১. শ্বাস দ্রুত ও অগভীর হয়ে যাওয়া।

১২. চোখে ঝাপসা দেখা বা পেশী দুর্বল লাগা। হিটস্ট্রোক অনেকসময় প্রাণঘাতী হতে পারে তাই এই লক্ষণগুলো খেয়াল করলে অতি দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমেই রোগীকে রোদ বা গরম পরিবেশ থেকে সরিয়ে তুলনামূলক শীতল কোনো ঘরে বা গাছের নিচে নিয়ে যান। আপনি যদি নিজের মধ্যেও লক্ষণগুলো খেয়াল করেন, তবে দ্রুত কোন শীতল স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করুন, সেই সঙ্গে সাহায্যের জন্য কাউকে জানান।

ত্বকের যত্নে ব্যবহার করুণ অ্যালোভেরা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আধুনিক জীবনযাত্রা, ধুলোবালি আর দূষণের ভিড়ে ত্বকের যত্ন যেন দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। এর মধ্যে যদি প্রাকৃতিক কোনো উপাদান দিয়ে ত্বকের যত্ন নেওয়া যায়, তবে সেটা যেমন নিরাপদ, তেমনি কার্যকরও। এমনই এক উপকারী উপাদান হলো অ্যালোভেরা। অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী হাজার বছর ধরেই ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে বর্তমান সময়ে রূপচর্চার জগতে এর গুরুত্ব যেন আরও বেড়েছে। চুল থেকে ত্বক সব ক্ষেত্রেই অ্যালোভেরার রয়েছে জাদুকরী উপকারিতা। চলুন জেনে নেওয়া যাক ত্বকের যত্নে অ্যালোভেরার উপকারিতা সম্পর্কে- **ত্বককে হাইড্রেট রাখে** যাদের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক, তাদের জন্য অ্যালোভেরা হতে পারে প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার। অ্যালোভেরা জেল মূলত পানি-সমৃদ্ধ, যা ত্বকে দ্রুত শোষিত হয় এবং গভীরভাবে আর্দ্রতা জোগায়। কেমিক্যালযুক্ত ময়েশ্চারাইজারের পরিবর্তে এটি একটি দারুণ বিকল্প। **ব্রণ প্রতিরোধে সাহায্য করে** তৈলাক্ত ত্বকে ব্রণের সমস্যা অতি পরিচিত। অ্যালোভেরার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান ব্রণের জীবাণু ধ্বংসে সাহায্য করে। নিয়মিত অ্যালোভেরা জেল ব্যবহারে ব্রণের দাগ হালকা হয় এবং নতুন ব্রণও কম ওঠে। **রোদে পোড়া ত্বককে প্রশান্তি দেয়** গ্রীষ্মে রোদে বের হলে অনেক সময়ই ত্বক পুড়ে যায় বা লালচে হয়ে ওঠে। অ্যালোভেরা জেল এই পোড়া ত্বকে ঠান্ডা অনুভূতি দেয় ও জ্বালাভাব কমায়। এজন্যই অনেক সানবার্ন লোশন বা জেলে অ্যালোভেরা অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। **চুলকানি ও প্রদাহ কমায়** যাদের ত্বকে চুলকানি বা অ্যালার্জির সমস্যা আছে, অ্যালোভেরা ব্যবহারে তা অনেকটা প্রশমিত হয়। **ত্বকের বয়সের ছাপ কমায়** বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকে বলিরেখা ও ফাইন লাইন পড়তে শুরু করে।

অ্যালোভেরা এতে ধীর গতি আনে। এতে থাকা ভিটামিন 'সি' ও 'ই' ত্বককে টানটান ও উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে। **ক্ষত সারাতে সহায়ক** কাটা, পুড়া বা ইনফ্ল্যামেশনসহ যেকোনো ক্ষত স্থানে অ্যালোভেরা প্রাকৃতিক নিরাময় হিসেবে কাজ করে। অনেকসময় মশার কামড় বা ছোট স্কিন ইনজুরিতেও অ্যালোভেরা আরাম দেয়। **কীভাবে ব্যবহার করবেন?** একটি তাজা অ্যালোভেরা পাতা থেকে জেল বের করে সরাসরি ত্বকে লাগিয়ে ১৫-২০ মিনিট রেখে দিন। তারপর ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে বাজারে পাওয়া নির্ভেজাল অ্যালোভেরা জেলও ব্যবহার করতে পারেন, তবে উপাদান যাচাই করে নেওয়া জরুরি।

বিদ্যুৎ বিল কমাতে অনুসরণ করুণ এই ৮ উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ছোটবেলায় বাবা-মা বাসায় লাইট-ফ্যানের সুইচ না বন্ধ করার জন্য যে বকাঝকা করতেন, তা নিশ্চয় মনে আছে আপনারও। সেই সময় এগুলো বিরক্তিকর মনে হলেও, এখন বড় হয়ে আমরা বুঝতে পারি বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি কীভাবে আমাদের আয়কে প্রভাবিত করে। যখন মাসের শেষে ভারী বিদ্যুৎ বিল আসে, তখন সত্যিই অসহ্য লাগে। তবে চিন্তা করবেন না, আমরা আপনাকে কিছু কার্যকরী টিপস দিচ্ছি যেগুলো অনুসরণ করে আপনি সহজেই একটি ভালো অংশের টাকা সাশ্রয় করতে পারবেন। জেনে নিন বিদ্যুৎ বিল কমানোর ৮টি সহজ কৌশল- **এলইডি বাল্ব ব্যবহার করুন** এলইডি বাল্ব সাধারণ বাল্বের চেয়ে দামি হলেও এটি ৮০ শতাংশ কম বিদ্যুৎ খরচ করে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। একবার বিনিয়োগ করে দীর্ঘমেয়াদে সাশ্রয় করুন। **ফ্যান্টম পাওয়ার বন্ধ করুন** টিভি, চার্জার বা মাইক্রোওয়েভের মতো ডিভাইসগুলি সুইচ অফ করলেও প্লাগ লাগানো থাকলে বিদ্যুৎ খরচ হয়। স্মার্ট পাওয়ার স্ট্রিপ ব্যবহার করে এই খরচ বন্ধ করুন। **এসি ও হিটারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করুন** এসির তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সেট করুন। এর নিচে প্রতি ডিগ্রি তাপমাত্রা কমালে বিদ্যুৎ খরচ ৬-৮ শতাংশ বেড়ে যায়। এসির সঙ্গে সিলিং ফ্যান ব্যবহার করে ঠাণ্ডা বাতাস পুরো ঘরে ছড়িয়ে দিন। এতে এসি কম কাজ করে আপনার ঘরকে দ্রুত ঠান্ডা করতে পারবে। শীতকালে অতিরিক্ত হিটার ব্যবহার না করে বাড়িতেও গরম কাপড় পরুন।

গরমে এড়িয়ে চলবেন যে ৮টি খাবার

লাইফস্টাইল ডেস্ক : বৈশাখ শুরু হতেই চারদিকে তীব্র গরম। গরমে ক্লান্তি, ঘুমে ব্যাঘাত, খিটখিটে মেজাজ, পানিশূন্যতার মতো সমস্যা দেখা দেয়। তাই এই সময়ে শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে বিশুদ্ধ পানি পানের পাশাপাশি খাবার গ্রহণেও সচেতনতা জরুরি। এসময় খুব সাবধানে খাবার তালিকা করতে হবে। এমন কিছু খাবার আছে, যা গরমে শরীরে অস্বস্তি বাড়িয়ে দিতে পারে। চলুন জেনে নেই কোন ৮ খাবার এড়িয়ে চলবেন- **রেড মিট** সাধারণত রেড মিট বলতে গরু-খাসির মাংসকে বোঝানো হয়। গরমে রেড মিট শরীরকে আরও গরম করে দিতে পারে। ফলে উচ্চ রক্তচাপ, পেটের সমস্যা দেখা যায়। অতিরিক্ত রেড মিট খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। **অতিরিক্ত মসলাজাতীয় খাবার** খাবারকে সুস্বাদু করতে বিভিন্ন রকমের মসলা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত মসলা শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তাই এ সময়ে রান্নায় কম মসলা উপকরণ ব্যবহার করবেন। **ফাস্ট ফুড** বার্গার, পিৎজা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইসহ অন্যান্য সব তৈলাক্ত ফাস্ট ফুড খাবার এড়িয়ে চললে ভালো থাকবেন। **স্ট্রিট ফুড** রাস্তার পাশে খোলা আকাশের নিচে বিক্রি হয় এসব খাবার। চাউমিন, চটপটি, ফুসকা, ঝালমুড়ি ইত্যাদি এসব খাবার দেখতে বেশ লোভনীয় । কিন্তু এসব অস্বাস্থ্যকর খাবার গরমকালে তো বটেই সাধারণ সময়েও খাওয়া উচিত নয়। তীব্র গরমে এই ধরনের খাবার খেলে হজমের গোলমালসহ ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে। **অতিরিক্ত চা-কফি** শীতকালে চা- কফি পান করায় শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ঠিক গরমকালেও একইভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। চা-কফির ক্যাফেইন শরীরে পানিশূন্য করে ফেলে।

তাই গরমকালে অতিরিক্ত চা-কফি পানে বিরত থাকুন। **কোমল পানীয়** তীব্র গরমে পানির চাহিদা মেটাতে এসব পানীয় খেতে দেখা যায়।

তবে এসব পানীয়তে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে। এর ফলে শরীরে থাকা আরও পানি বেরিয়ে গিয়ে, পানিশূন্যতা দেখা দেয়। **দুগ্ধজাতীয় খাবার** গরমকালে দুধ জাতীয় খাবার খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ গরমের সময় এসব খাবারে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত হয়। **আচার** গরমের সময় বমিভাব এড়াতে অনেকে আচার খেতে ভালোবাসেন। তবে আচারে অতিরিক্ত লবণসহ নানারকম মসলার আধিক্য থাকে। তাই গরমে প্রতিদিন আচার খেলে পানিশূন্যতা, হজমের সমস্যা হতে পারে।

জেনে নিন তরমুজের বীজের কিছু উপকারীতা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : তরমুজে ৯০ শতাংশেরও বেশি পানি থাকে। ফলে এই গরমে শরীরকে হাইড্রেটেড রাখার জন্য তরমুজ খাওয়া খুবই উপকারী। তরমুজের পাশাপাশি এর সাদা অংশ এবং বীজও কিন্তু ভীষণ উপকারী। তরমুজের বীজে প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ থাকে, যা শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে। জেনে নিন তরমুজের বীজ খেলে কোন কোন উপকার পাওয়া যায়- রিপোর্ট বলছে, তরমুজের বীজ প্রোটিনের একটি ভালো উৎস। শরীরের বৃদ্ধি এবং পেশী মেরামতের জন্য প্রোটিন প্রয়োজনীয়। প্রোটিন পেশী বৃদ্ধি, স্নায়ুতন্ত্র এবং শরীরের কোষ পুনর্গঠনে সাহায্য করে। তরমুজের বীজে মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে, এ ধরনের চর্বি হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক থেকে রক্ষা করতে এবং রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে কার্যকর। তরমুজের বীজে পাওয়া ম্যাগনেসিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এই বীজগুলি কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এছাড়া শরীরের অনেক বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য ম্যাগনেশিয়াম অপরিহার্য। স্নায়ু এবং পেশির কার্যকারিতা বজায় রাখার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা, হৃৎপিণ্ড এবং হাড়ের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতেও এটি প্রয়োজন।

তরমুজের বীজে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা শরীরকে ফ্রি র?্যাডিক্যাল থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এসব র?্যাডিকেল শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং অকাল বার্ধক্য এবং বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের বার্ধক্যের লক্ষণ কমাতে এবং আপনাকে সুস্থ রাখতেও সাহায্য করে। একমুঠো তরমুজের বীজে প্রায় ০.২৯ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে, যা দৈনিক চাহিদার প্রায় ১.৬ শতাংশ পূরণ করে।